ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 July 2019 ■ আগরতলা, ১৩ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ২৬ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৮টি ব্লকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। ত্রিপুরায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৫৮টি ব্লকের মধ্যে ১৮টি ব্লকে সমস্ত আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি। কারণ, বৃহস্পতিবার মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম দিনে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে সিপিএম, কংগ্রেস বহু আসনে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য আজ জানিয়েছেন, গ্রাম পঞ্চায়েতে ৭,৩৯০ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সিপিএম থেকে ৬৪ জন, কংগ্রেসের ৯৭ জন, নির্দল ৫৬ জন এবং আমরা বাঙালির ১ জন মিলিয়ে মোট ২১৮ প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। একইভাবে, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৫৯৭ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সিপিএম-এর ৩২ জন, কংগ্রেসের ১১ জন, নির্দল ১ এবং আমরা বাঙালির ১ জন মিলিয়ে মোট ৪৫ জন প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। তিনি আরও জানান, জেলা পরিষদে ২৯৯ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সিপিএম-এর ২৫ জন, কংগ্রেসের ১৬ জন এবং আমরা বাঙালির ১ জন মিলিয়ে মোট ৪২ জন প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন।

বিজেপি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের একটি আসনের প্রার্থীও মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি। এতে, ত্রিপুরায় ৫৮টি ব্লকের মধ্যে ১৮টি ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের সমস্ত আসনে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব। তবে তিনি আজ ওই ব্লকগুলির নাম দিতে পারেননি।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে বিজেপি সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কিন্তু বিরোধী দল সিপিএম ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে সর্বমোট ৫৯৪টি আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছিল। কিন্তু মনোনয়ন প্রত্যাহারের পর সিপিএমের প্রার্থীরা গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩৪৪টি এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে ৬১টি ও জেলা পরিষদে ৬৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বামফ্রন্টের শরিক সিপিআই ৬-টি আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছিল। এর মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪-টি এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে ২-টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব জানিয়েছেন, কংগ্রেস ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৮৮২টি আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছিল। কিন্তু মনোনয়ন প্রত্যাহারের পর গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬৩০টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৬৩টি এবং জেলা পরিষদে ৬৫টি আসনে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

শাসক জোট আইপিএফটিও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৫০টি আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছে। রাজ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের অনুমোদনের জন্য ঝুলে রয়েছে গোমতি দিয়ে জাহাজ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। গোমতি নদী দিয়ে জাহাজ চলাচল বাংলাদেশের অনুমোদনের জন্য ঝুলে রয়েছে। ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়ায় নদীপথে অভ্যান্তরীণ পরিবহণে টার্মিনাল তৈরি হবে। বাংলাদেশের সাথে নদীপথে যোগাযোগের জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, বাংলাদেশ এখনও প্রটোকল রুট স্থাপনে অনুমোদন দেয়নি। তাই, সোনামুড়ায় অভ্যন্তরীণ নৌ-টার্মিনাল স্থাপনে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যাচ্ছে না, লোকসভায় জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় জাহাজ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুখ মান্দাভিয়া।

আজ লোকসভায় ত্রিপুরা পশ্চিম আসনের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের নদীবন্দর স্থাপন সংক্রান্ত তারকাচিহ্ন বিহীন প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ত্রিপুরার সোনামুড়ায় অভ্যন্তরীণ নৌ-টার্মিনাল স্থাপনে চূড়ান্ত সমসয়সীমা বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, গোমতির বুকে যে পথ ধরে বাংলাদেশের সাথে নদীপথে সংযোগ স্থাপন এবং পরিবহণ শুরু হবে, তা এখনও ভারত-বাংলা প্রটোকল রুটের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

তিনি জানান, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণে প্রটোকলের স্থায়ী কমিটির ১৯-তম বৈঠকে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে নৌ-পরিবহণ এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাসা-তে গ্রেপ্তার সমাজদ্রোহী বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার কুখ্যাত সমাজদ্রোহী বিপ্লব বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার রাতে পশ্চিম জেলার জেলা শাসক কুখ্যাত সমাজদ্রোহী বিপ্লব বিশ্বাসের উপর নাসা প্রয়োগ করার নির্দেশ দেন। সেই মোতাবেক অভিযানে নামে পুলিশ। অবশেষে বৃহস্পতিবার বনিক্য চৌমুহনী এলাকার কুখ্যাত সমাজদ্রোহী বিপ্লব বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে বোধজং নগর থানার পুলিশ।

এদিন এন সি সি ও বোধজং নগর থানার পুলিশ তাঁর বাড়ীতে অভিযান চালায়। পুলিশি অভিযান টের পেয়ে পালিয়ে যায় এই কুখ্যাত সমাজদ্রোহী। পরে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। তাঁর বিরুদ্ধে তোল্লা বাজি, অস্ত্র দেখিয়ে ভয় ভিতি প্রদর্শন , জমির দালালী, নিগোসিয়েশন বানিজ্য , এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করার একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এন সি সি থানায় রেখে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। সহসাই আরো বেশ কয়েকজন কুখ্যাত সমাজদ্রোহীর বিরুদ্ধে নাসা প্রয়োগ করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

কাল রাজ্যে ৪৮টি লোক আদালত বসবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। ৬,০১৮টি মামলার নিস্পত্তিতে ত্রিপুরায় আগামী ১৩ জুলাই ৪৮টি আদালতে লোকআদালত বসবে। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে দ্বিতীয় জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে।

আইনসেবা সদস্য আইনজীবী এস শর্মারায় জানিয়েছেন, জাতীয় লোক আদালতে ৬ হাজার ১৮টি মামলা নিপত্তির জন্য তোলা হবে। এর মধ্যে আছে মটর যান দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের মামলা, আপসযোগ্য বিরোধ, এনআই অ্যাক্ট, বিএসএনএল বিল সংক্রান্ত মামলা, ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ, বৈবাহিক বিরোধ, দেওয়ানি মামলা ইত্যাদি। তিনি জানান, ওই মামলাগুলি ত্রিপুরা হাইকোর্ট-সহ রাজ্যের ৪৮টি আদালতে বসবে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা হাইকোর্টে লোক আদালত উপলক্ষে একটি কোর্ট বসবে। সেখানে যান দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ২২টি মামলা নিস্পত্তির জন্য তোলা হবে।

তিনি আরও জানান, জাতীয় লোক আদালতে ব্যাঙ্ক ঋণ সংক্রান্ত ৩ হাজার ১৩৬টি, বিএসএনএল-এর বিল পরিশোধ সংক্রান্ত ২ হাজার ৩০০ মামলা নিস্পত্তির জন্য উঠবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবীতে ছাত্রছাত্রীদের পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১১ জুলাই।। বর্তমান জোট সরকারের আমলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের নানান সমস্যা নিয়ে পড়ুয়াদের আন্দোলন যেন থেমে নেই রাজ্যে।প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের কোথাও না কোথাও বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের আন্দোলনের ঘটনা শোনা যাচ্ছে ইদানিং কালে।আর বর্তমান সরকার সমস্যা নিরসনের বদলে উল্টো পূর্বতন সরকারের ঘাড়ে এইসবের দায় চাপাতে মরিয়া।

ফের বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পথে নেমে আন্দোলন করল ছাত্র-ছাত্রীরা।ঘটনা বৃহষ্পতিবার ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটের হালামবস্তী উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে।

১৯৬৪ সনে বিদ্যালয়টি পথ চলা শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পৌছোয়নি বিদ্যুৎ,নেই পানীয় জলের সুব্যবস্থা,বেঞ্চের অভাবে কচিকাচাদের ক্লাস করতে হয় মেঝেতে বসেই,পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে ব্যাহত হচ্ছে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন,বর্ষার মরসুমে শ্রেনী কক্ষের ছাদ দিয়ে বিনা বাধায় বৃষ্টির জল প্রবেশ করে ক্লাসের ভেতরে আর এর মধ্যেই ক্লাস করতে হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে,বিদ্যালয়ে নেই পর্যাপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষক এছাড়াও আরও নানান সমস্যার মধ্য দিয়েই খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে বিদ্যালয়টি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে মালিকদের ফেরত দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। প্রযুক্তির সহায়তায় হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করেছে পুলিশ। মোট পাঁচটি মোবাইল উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার মালিকদের হাতে মোবাইলগুলি তুলে দিয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ।

এ-বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক এসআই মঙ্গেশ পাটারি জানান, বিভিন্ন সময়ে মোবাইল হারানোর খবর থানায় নথিভুক্ত করেছেন অনেকেই। তার মধ্যে পাঁচটি হারানো মোবাইল খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টি ও ঝড়ে নানা জায়গায় গাছ ভেঙে বিঘ্নিত যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। মঙ্গলবারের পর বুধবার এবং বৃহস্পতিবার। বৃষ্টিতে জনজীবনে দাবদাহ থেকে নিস্তার মিললেও দুর্ভোগের অন্ত নেই। গোটা রাজ্যেই বৃহস্পতিবার মাঝারি বৃষ্টিপাত হচ্ছে। বিভিন্ন মহকুমা থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়েছে, টানা বৃষ্টিতে জনজীবনে ছন্দপতন ঘটে। বৃষ্টির সাথে ঝড়ো হাওয়ায় বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। কিছু এলাকায় বড় গাছ ভেঙে পড়েছে। আবার বিদ্যুতের তারও ছিড়ে পড়েছে। যদিও নিগমের কর্মীরা বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য চেষ্টা করছে।

এদিকে করবুকে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সামনে রাস্তার পাশে বহু পুরনো একটি গাছ মূল সহকারে উপড়ে পড়ে যায়। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা টিআর-০৩-কে-০২২৭ নম্বরের একটি মারুতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করবুকে বৃহস্পতিবার দুপুরে বড় গাছ ভেঙে পড়েছে রাস্তার উপর। গাড়ির ক্ষতি হয়। যান চলাচল বন্ধ থাকে কিছু সময়। ছবি নিজস্ব।

পাওয়ার টিলার দূর্ঘটনায় নিহতের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টায় রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় দিল্লি থেকে ফিরে দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে গত ১০ই জুলাই বুধবার বিশালগড়ের চেলিখলাতে মর্মান্তিক ট্রাক্টর দুর্ঘটনা মৃত ব্রজবাসী দেববর্মার বাড়ি ছুটে যান। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও মৃতের পরিবার এবং এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলেন। তিনি রাজ্য সরকার ও দলের পক্ষ থেকে প্রয়াতের পরিবারের প্রতি গভী শোক জ্ঞাপন করেন। পরে তিনি প্রয়াতের অসহায় ছেলের হাতে কৃষি দফতরের পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকা তুলে দেন। এখনে উল্লেখ্য, গত বুধবার সকলে জমি চাষ করার সময়ে আচমকা ট্রাক্টরের ব্লেডে জড়িয়ে ব্রজবাসী দেববর্মার মর্মান্তিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সৌভাগ্য যোজনায় ২৪ লক্ষাধিক বিদ্যুৎ সংযোগ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, শীর্ষে অসম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। সৌভাগ্য যোজনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ২৪ লক্ষ ৯ হাজার ২৯২টি বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। শুধু অসমেই এই যোজনার অন্তর্গত ১৭ লক্ষ ৪৫ হাজার ১৪৯টি বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অসম যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী লোকসভায় তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ২০১৭ সালের অক্টোবরে সৌভাগ্য যোজনা দেশে চালু হয়েছিল। তখন বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৬,২৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। মূলত, সারা দেশে প্রচুর বাড়িতে এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছেনি। তাঁদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার জন্যই যোজনাটি আনেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, সারা দেশে প্রত্যেক বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হলেও রাজস্থান এবং চত্তিশগড়ে প্রচুর বাড়িঘরে এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁর কথায়, চলতি বছরের ৩১ মার্চ এই যোজনায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, রাজস্থান ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৫২৮টি এবং ছত্তিশগড় ৪০,৩৯৪টি বাড়িতে এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে সংসদে জানিয়েছেন তিনি। সে-ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

লোকসভায় কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, ২০১৭ সালের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। রাজ্যের সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত শ্রীমন্তপুর বিওপি-র বিএসএফ জওয়ানরা টহল দেওয়ার সময় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার পাশে বেশ কয়েকটি প্যাকেট পড়ে থাকতে দেখেন। তখন তাঁরা প্যাকেটগুলি খুলে সেগুলি থেকে নিষিদ্ধ নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেন। পরে বিওপি-তে এনে গুণে দেখা যায় প্যাকেটগুলিতে মোট ৯,৭০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট রয়েছে।

বিএসএফ-এর সূত্র এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছে, উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটগুলির আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় ৪৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উদ্ধারকৃত ইয়াবাগুলিকে সোনামুড়া থানায় জমা করেছে বিএসএফ।

এছাড়া সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কলমচৌড়া বিওপি-র জওয়ানরা এদিন ভোররাতে বাংলাদেশে পাচারের সময় ৪৩টি গরু আটক করেছেন। তবে পাচারকারীরা বিএসএফ-এর তাড়া খেয়ে গরু ফেলে পালিয়ে যায়। উদ্ধারকৃত গরুগুলির আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় ২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা বলে বিএসএফ-এর তরফে জানানো হয়েছে। গরুগুলিকে কলমচৌড়া থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার্সের জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন।

এমনিতে সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ননান সামগ্রী পাচার হয় সবচেয়ে বেশি। সামনেই কুরবানির ঈদ। তাই এই সীমান্ত দিয়ে গরু পাচার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন সোনামুড়ার সীমান্তের অধিবাসীরা। পাচারকারীরা রাতের আঁধারে সীমান্তের কাঁটাতার কেটে গরু বাংলাদেশে পাচার করে বলেও অভিযোগ।

এদিকে, পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি নথির গ্যাঁড়াকলে রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে অনিশ্চিয়তার ছাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। সরকারি নথির গ্যাঁড়াকলে ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে অনিশ্চিয়তার ছাপ পড়েছে। কারণ, মিজোরাম ছেড়ে ত্রিপুরায় আসার সময় অনেকেই সরকারি নথিপত্র সাথে আনেননি। তাছাড়া, কয়েক বছর আগে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে রিয়াং শরণার্থীদের অনেকের বাড়িঘর ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। তাতে অন্তত ৩০০ পরিবারের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাই, রিয়াং শরণার্থী চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়াকে ঘিরে জটিল সমস্যার মুখোমুখি তাঁরা।

প্রসঙ্গত, উত্তর জেলার পানিসাগর মহকুমার হামসা পাড়া, কাকসাংপাড়া, কাসখাও পাড়ার শিবিরগুলিতে রিয়াং শরণার্থীদের শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর আজ থেকে আশাপাড়া শিবিরগুলিতে শনাক্তকরণের কাজ শুরু হয়েছে। মিজোরাম সরকারের প্রতিনিধিদের প্রক্রিয়াকে ঘিরে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন 'মিজোরাম ব্রু ডিসপ্লেস পিপলস ফোরাম (এমবিডিপিএফ)। এই সংগঠনের আশাপাড়া শাখা সভাপতি জাকোপা রিয়াং বলেন, যে সকল ব্রু''রা জাতিগত দাঙ্গার কারণে দ্বিতীয় দফায় ২০০৯ সালে মিজোরাম থেকে ত্রিপুরায় এসেছেন, তাঁরা তাঁদের ভোটার আইকার্ড ও রেশনকার্ড এবং যাঁরা বিবাহিত তাঁদের ম্যারেজ কার্ড দেখাতে পারছেন না। কারণ তাঁরা মিজোরাম থেকে আসার সময় এই সকল নথি নিয়ে আসতে পারেননি। তাঁর অভিযোগ, তাঁরা কোন নথি দেখাতে পারেননি, তাই তাঁদের মিজোরামের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে না। তাঁর আরও অভিযোগ, ত্রিপুরা সরকারও তাঁদের জন্মের প্রমাণপত্র, রেশন কার্ড এবং ম্যারেজ সার্টিফিকেট দেয়নি।

তিনি জানান, ত্রিপুরায় আশ্রয় দেওয়ার আগে একটি রেশন রেজিস্টারে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছিল। মিজোরাম সরকারের আধিকারিকরা ত্রিপুরা সরকারের ওই রেজিস্টারটিও দেখতে চাইছেন না। মিজোরামের আধিকারিকদের সাফ কথা, প্রত্যেকের হাতে রেশন কার্ড, ভোটার পরিচয় পত্র অথবা মেরেজ কার্ড থাকতে হবে। না হলে তাদের মিজোরামের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হবে না।

জাকোপা রিয়াং আরও অভিযোগ করেন, ১৯৯৭ সালে প্রথম যাঁরা দাঙ্গার কারণে ত্রিপুরায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের ঘরবাড়ি পুড়ে গিয়েছিল। সাথে নথিপত্রও পুড়ে গিয়েছিল, তাঁদের থানায় জিডি এন্টি করা কাগজগুলিও মিজোরামের আধিকারিকরা মানতে রাজি নন। তাতে, বহু পরিবারের নাম বাতিল হচ্ছে। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, মিজোরাম সরকার মুখে বললেও বাস্তবে তারা ব্রু-দের ফিরিয়ে নিতে রাজি নয়, তাই নানা ধরনের বাহানা তৈরি করছে। শুধুমাত্র আশাপাড়াতেই ৮৮৫ পরিবার লোক রয়েছে। যদি মিজোরাম সরকার এই নিয়ম মানে, তা-হলে প্রত্যাবর্তনে প্রায় ৩০০ পরিবারের মতো বাদ পড়তে পারে। তবে, এই বিষয়ে মিজোরাম সরকারের প্রতিনিধিদের কোনও বক্তব্য জানা যায়নি।

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৫ ■ সংখ্যা ২৬৯ ■ ১২ জুলাই ২০১৯ ইং ■ ২৬ আষাঢ় ■ শুক্রবার ■ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পাহাড়ে নয়া মেরুকরণ

রাজ্যের পাহাড়ী বা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার রাজনীতি কি অন্য খাতে বহিতেছে। প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, পাহাড়ে বা উপজাতি এলাকায় উপজাতি অংশের মানুষ নতুন রাজনৈতিক বন্ধুত্বে সামিল হইতেছে। এই বন্ধুত্ব শুভ না অশুভ তাহা নিয়া বিতর্ক থাকিতে পারে। সংবাদে জানা গিয়াছে, সিপিএমের উপজাতি সংগঠন জিএমপি এবং আইপিএফটি জনজাতিদের অধিকার রক্ষায় যৌথভাবে আন্দোলনে শামিল হইয়াছে। এই দুই সংগঠনের গলায় গলায় মিল পাহাড়ি এলাকায়। কাঞ্চনপুর মহকুমার মনু ছৈলেংটা এলাকায় বিএসএফের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ফায়ারিং রেঞ্জ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাঞ্চনপুর এসডিএমের কাছে আইপিএফটি ও গণমুক্তি পরিষদ একসাথে ডেপুটেশন দিয়াছে। এই দুই দলের কয়েকশ উপজাতি মহিলা পুরুষকে ডেপুটেশনে অংশ নিতে দেখা গিয়াছে। রাজ্যে বিজেপির সঙ্গে দোট বাঁধিয়া আইপিএফটি সরকার চালাইতেছে। কিন্তু, রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে আইপিএফটি বিজেপি যেন একে অপরের প্রতিপক্ষ হিসাবে কাজ করিতেছেন। এই অবস্থায় সিপিএমের উপজাতি সংগঠনের সঙ্গে আইপিএফটির এই মিলন কি আগামী দিনে নতুন রাজনৈতিক রসায়ণ দেখা দিবে? লক্ষ্যণীয় ইহাই যে, আইপিএফটির নীচুস্তরের নেতা কর্মীরা বিজেপির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বলিতেছে। সভা বৈঠকেও তাহারা রামভক্তদের মুন্ডুপাত করে। অথচ সিপিএম দলের বিরুদ্ধে ট্যু শব্দও করে না। বরং সিপিএম আইপিএফটি সখ্যতা দিনে দিনে দিনেই আরও ঘনিষ্ঠ হইতেছে। পৃথক রাজ্যের দাবী এখন আর নাই। এই দাবী হইতে সরিয়া দাঁড়াইলে কংগ্রেস সিপিএম সব দলের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার পথ খুলিয়া যাইবে। সম্ভবত এই ভাবনাতেই এনসি মেবারদের দলের নীচু তলার কর্মীরা চিন্তা ভাবনা করিতেছেন।

একথা অনেক বেশী সত্যি যে, পাহাড়ে বা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিজেপি এখনও প্রভাব প্রতিপত্তি তেমন বাড়াইতে পারে নাই। যদিও গত লোকসভা নির্বাচনে উপজাতি সংরক্ষিত আসনেও বিজেপি জয় ছিনাইয়া নিয়াছে। তবে, অতি দূর্বল কংগ্রেস দ্বিতীয় স্থান দখল করার ঘটনা কিসের ইঙ্গিত বুঝিতে অসুবিধা হইবার কথা নয়। কংগ্রেস ও সিপিএম প্রার্থীর যুক্ত ফল কিন্তু বিজেপিকে ভাবাইতে পারে। এই বিষয়ে নিশ্চয় দলের চিন্তা ভাবনা করিবে। কিন্তু, আজকের পরিস্থিতি রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি প্রভাব ফেলিতেছে? পরিস্থিতির চাপে পড়িয়া কি একে অপরের মুন্ডুপাত যে দল করিত তাহারা এখন সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে। এই ঘটনাকে কি খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ আছে? ত্রিপুরার পাহাড়ই সমস্যার দিকে বারবার নিয়া গিয়াছে। এরাজ্যে উপজাতি উগ্রপন্থীরা এই পাহাড়েই নিরাপদ আশ্রয়ে লালিত হইয়াছে। রাজ্যের শত শত মানুষকে তাহারা হত্যা করিয়াছে। অপহরণ হামলা ইত্যাদির ঘটনায় এক সময় তো ত্রিপুরা ছিল অগ্নিগর্ভ। রক্তে ভাসিত এই পার্বতী রাজ্য। সেই বিভৎস দিনগুলি অতিক্রম করিয়া শান্তির আর্তি তো আজও আছে। পাহাড় যদি অশান্ত হয় তাহা হইলে গোটা রাজ্যই তো সমস্যাদীর্ণ হইবে। সুতরাং পাহাড়ের শান্তির নিশ্চয়তাই আজ বড় কথা।

পাহাড়ের রাজনীতির গতি আঁকা বাঁকা পথেই যে আগাইতেছে তাহা তো দিনে দিনেই স্পষ্ট হইতেছে। যেখানে রাজ্যের আইপিএফটি ও বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেখানে চরম প্রতিপক্ষ সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূল স্তরে আইপিএফটির গভীর সখ্যতা নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের সম্ভাবনার বিষয়টি দেখা দিতেছে। একথা মানিতেই হইবে যে, নাই নাই করিয়াও পাহাড়ে সিপিএম বা গণমুক্তি পরিষদের সংগঠন আছে। কংগ্রেস বা বিজেপির তেমন সংগঠন নাই। তাহারা পর নির্ভর। উপজাতি দলগুলির সঙ্গে সখ্যতা বা জোট করিয়া আগইয়া যাওয়া। এই যখন অবস্থা তখন উপজাতি এলাকায় বিজেপি নিজস্ব সংগঠন মজবুত করিতে কতখানি সাফল্য ইতিমধ্যে পাইয়াছে বলা মুশকিল। পাহাড়ের রাজনীতি যে নতুন পথে আগইতেছে তাহার যে আঁচ পাওয়া গিয়াছে সেখানে গেরুয়া শিবির কি ভূমিকা নিবে তাহাও স্পষ্ট নয়। তবে, একথা সত্যি যে, বামেরা খুব কৌশলে পাহাড়ের রাজনীতি চালাইয়াছে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইয়াছে যে, বাম নেতারা পাহাড়েই মাটি খুঁজিবে। ইতিমধ্যেই তাহারা বুঝিয়া গিয়াছে আগামী দিন তাহাদের সামনে আশার আলো নাই। আছে নিরাশার অন্ধকার। এরাজ্যে পঞ্চাশের দশকে উপজাতিদের অবিসংবাদিত নেতা দশরথ দেব তো জীবনের এক মূল্যবান সময় পাহাড় জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়াই কাটাইয়াছেন। সেই সংগ্রাম, সেই ত্যাগের মহিমা কি আজকের কমিউনিস্টদের আছে? নেতাদের বেশীর ভাগই তো অর্থ বিত্তের অধিকারী হইয়া আরাম আয়েশে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। আজ দলের সামনে ভয়াল সংকট। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভয়ে কেউ বাম প্রার্থী হইতে চান না। এই গভীরতর সংকটের মুহুর্তে বামেরা আশ্রয় খুঁজে পাহাড়ে। যদি পরিস্থিতি এইভাবেই চলিতে থাকে। গণতন্ত্র যদি প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া যায় তাহা হইলে পাহাড় অগ্নিগর্ভ হইয়া উঠিতে পারে। পাহাড়ে বাম ও আইপিএফটির সখ্যতা নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারে। এই ঘটনাকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই।

বনগাঁ পৌরসভায় চারদিনের মধ্যে অনাস্থা প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি.স): বনগাঁ পৌরসভায় চারদিনের মধ্যে অনাস্থা প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে বলে বৃহস্পতিবার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে নির্দেশে বলা হয়েছে, আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অনাস্থা প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। আজ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় এই নির্দেশ দেন। প্রশাসন এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি। বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রক্রিয়া শুরুর আর্জি জানিয়ে হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন তিনজন কাউন্সিলর।২২ ওয়ার্ড বিশিষ্ট বনগাঁ পৌরসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তৃণমূলেরই। শাসকদলের কাউন্সিলর ২১ জন আর একটি আসন সিপিএমের দখলে। কিন্তু লোকসভা ভোটে বনগাঁ পুর এলাকায় বিজেপির থেকে প্রায় কুড়ি হাজার ভোটে পিছিয়ে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেস। স্বাভাবিক ভাবেই বনগাঁ লোকসভা আসনটিও হাতছাড়া হয়েছে রাজ্যের শাসকদলের। বনগাঁ পুর এলাকায় দলের ভরাডুবির জন্য খোদ চেয়ারম্যান শংকর আঢ্যের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তৃণমূল কাউন্সিলরদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, চেয়ারম্যানের অনৈতিক কাজকর্ম, স্বৈরাচারী মনোভাব ও স্বজনপোষণই লোকসভা ভোটে বনগাঁ পুর এলাকায় তৃণমূলের ভরাডুবির একমাত্র কারণ। ক্ষোভ এমন জায়গায় পৌঁছায় যে, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে প্রথমে ১১ জন ও তারপর ৩ জন, মোট ১৪ জন তৃণমূল কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। এমনকী, শংকর আঢ্যকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য দলের জেলা নেতৃত্বের কাছে আবেদনও জানানো হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে কাউন্সিলরদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা নেতৃত্ব। কিন্তু তাতেও সমাধান সূত্রে মেলেনি। শেষপর্যন্ত দিল্লিতে গিয়ে যে ১৪ কাউন্সিলর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১২ জন যোগ দেন বিজেপিতে। বাকি দু'জন থেকে গিয়েছেন তৃণমূলে। এরপরই বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে শংকর আঢ্যকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয় তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও এখনও পর্যন্ত পদত্যাগ করেননি তিনি। তাই পৌরসভা ধরে রাখতে বনগাঁয় প্রশাসক বসানোর চেষ্টা করে তৃণমূল সরকার। বনগাঁ পুরসভায় প্রশাসক বসানোর চেষ্টা হতেই তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় সিপিআইএম ও বিজেপি।পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রক্রিয়া শুরুর আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বনগাঁ পুরসভার ৩ জন কাউন্সিলর। তাঁদের অভিযোগ, বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান শংকর আঢ্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানিয়ে প্রশাসনের কাছে চিঠি দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু প্রশাসন অনাস্থা প্রক্রিয়া শুরু করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। সেই মামলায় বৃহস্পতিবার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অনাস্থা প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশ, এই পরিস্থিতি যে কোনও কাউন্সিলর পৌরসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন।

ই ভি এম নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক

সুতীর্থ চক্রবর্তী

২০০৮ সালে বারাক ওবামার ভোট কভার করতে আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেবার আমেরিকায় গিয়ে প্রথমেই যেটা দেখে বিস্ময় তৈরি হয়েছিল, তা হল সেখানে তখন প্রবল বিতর্ক চলছে ইভিএম মেশিন নিয়ে। মনে আছে, ওবামার ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতারা অভিযোগ তুলেছিলেন ইভিএমে রিপাবলিকানরা কারচুপি করবে। সে সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন জর্জ বুশ। তিনি রিপাবলিক দলের নেতা ছিলেন। আমেরিকাতে ও ভোটযন্ত্রের উপর এইভাবে রাজনৈতিক দলের অনাস্থা দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম। সে সময় দেখেছিলাম মার্কিন কাগজগুলোতে নিয়মিত খবর বেরচ্ছে কীভাবে ই ভি এম জালিয়াতি সম্ভম। এমনকী, প্রায়ই এক ধরনের গুজব ছিল, অমুক জায়গায় ই ভি এম পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে ইভি এমে জালিয়াতি হচ্ছে। যে বোতামই টেপা হোক না কেন, ভোটটা নাকি রিপাবলিকান প্রার্থীর পক্ষে চলে যাচ্ছে। ইভিএম নিয়ে মার্কিন মুলুকে এই অনাস্থা দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে মজাও লেগেছিল।

ভারতে তো এখন প্রতিটি ভোটের আগে ই ভি এম নিয়ে অনাস্থা দেখানো রাজনৈতিক দলগুলোর দস্তর হয়ে গিয়েছে। ভোটের ফল পছন্দ না হলেও পরাজিতরা ই ভি এমের উপরদায় চাপায়। এই কালচার আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও অনেক দিন ধরে চলে আসছে। ২০০৬-এ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটে অভাবিত জয় হয়েছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর। তখন বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছিল ই ভি এম কারচুপি না হলে এত বড় জয় সম্ভব নয়। নির্বাচন কমিশন অবশ্য পত্রপাঠ সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিল। ইদানীং ইভিএমের কারচুপি নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক জোরদার হয়েছে। বিরোধীরা বারবার ইভিএম কারচুপির অভিযোগ তুলছে। আবার ব্যালট ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার দাবি উঠেছে। ১৯৮২ সাল থেকে ভারতে ইভিএম চালু হয়েছে। গোড়ার দিকে অবশ্য ইভিএম নিয়ে এত অভিযোগ শোনা যেত না। ব্যালটেই বরং অনেক বেশি কারচুপির অভিযোগ উঠত। ভারতে ইভিএম আসার মূল কারণ যদিও দেশের ভোটার সংখ্যা। কোটি কোটি ভোটারের জন্য ব্যালট পেপার ছাপানো একটা বিশাল যজ্ঞ। ব্যালট পেপার ছাপানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে কাগজের প্রয়োজন হয়। কাগজের খরচ দিন দিন বাড়ছে। তার উপর ছাপার খরচ রয়েছে। কোটি কোটি ব্যালট পরিবহণের একটা সমস্যা আছে। ব্যালট সংরক্ষণের সমস্যা রয়েছে এবং সর্বোপরি ব্যালট গোনার সময় একটা বিশাল ব্যাপার। ব্যালটের এই নানাবিধ অসুবিধার কারণে ২৯ বছর আগে আমরা ধীরে ধীরে ইভি এমের সূচনা করি।

ব্যালট যুগে ভোটে কারচুপির অভিযোগ অনেক বেশি মাত্রায় থাকত। ভোটের দিন ব্যালট ছিনতাইয়ের ঘটনা আকছার ঘটত। এখন যদিও ই ভি এম ভাঙচুর হয়। কিন্তু ব্যালট পেপারে রিগিং করা অনেক সহজ ছিল। বুথ দখল করে ব্যালটে ছাপ মারা হত। ইভিএমে যেটা তুলনামূলকভাবে কঠিন। কারণ প্রিসাইডিং অফিসার 'কন্ট্রোল ইউনিট' একবার বন্ধ করে দিলে কিছু করার থাকে না বুথ দখলকারীদের। দ্বিতীয়ত, ভোট গণনার সময় ব্যালটের যুগে কারচুপি অনেক বেশি হত। ব্যালটে 'ইনভ্যালিড ভোট' বলে একটি বিষয় ছিল। কালির ছাপের একটু এদিক-ওদিক হলেই ব্যালট পেপার নষ্ট হত। ভোটারদের কালিরছাপ দুই প্রার্থীর নামের মধ্যবর্তী কোনও জায়গায় গড়ে গেলেই ব্যালট বাতিল হত। গণনার সময় ব্যালটের মধ্যে ছাপ দিয়ে ব্যালট বাতিল করার অভিযোগ উঠত গণনাকারীদের বিরুদ্ধে। গণনাকারীরা নাকি এই কাজের জন্য একটি বিশেষ ধরনের আংটি পরতেন। তাতে কালি লাগানো থাকত। গণনার সময়ে ব্যালট ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটত। ব্যালটে ভোট গোনা সারা রাত ধরে হত। রাতে লোডশেডিং করে দিয়ে গণনাকেন্দ্রে কারচুপির ঘটনাও হত।

ই ভি এম আসার পর গণনায় কারচুপির বিষয়টা সম্পূর্ণভাবে উধাও হয়ে যায়।

সাধারণভাবে ইভিএম-যুগ ভোটে স্বচ্ছতা অনেক বেশি পরিমাণে বেড়েছে। তবুও ইভিএমের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যত দিন যাচ্ছে, তত প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইভিএম যেহেতু একটা মেশিন, তাই সেটায় কারচুপি করা সম্ভব। যে কোনও মেশিনে গন্ডাগোল করা যায়। ইভিএমের ক্ষেত্রে কখনও বলা হচ্ছে ডিসপ্লে ইউনিট পরিবর্তন করে দিয়ে কারচুপি করা যায়। কখনও বলা হচ্ছে, বাইরে থেকে রিমোট ইভিএমের মেমরিতে গন্ডাগোল করা হচ্ছে। ই ভি এমের মেমরিতে ভোটগুলো সংরক্ষিত হয়। যদি ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে বারিে থেকে ই ভি এমের মেমরিতে গন্ডাগোল করে দেওয়া যায়, তাহলে ভোটারদেরভোট পরিবর্তন করা সম্ভব। যুক্তিসংগতভাবে হয়তো মেশিনে এই গন্ডাগোলগুলি করা সম্ভব। কিন্তু নির্বাচন কমিশন দাবি করেছে ইভিএম কারচুপির ধারণা একেবারেই অমুলক। একই দাবি করতে দেখেছিলাম মার্কিন নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে। নির্বাচন কমিশনাররা বারবার অভিযোগকারীদের চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন। অভিযোগেকারীদের তাঁরা বলেছেন, তোমরা আমাদের সামনে এসে প্রমাণ করে দেখাও ই ভি এমে কারচুপি করা যাচ্ছে। এখনও কোনও রাজনৈতিক দলই নির্বাচন কমিশনের ইঞ্জিনিয়রদের সামনে কারচুপির প্রমাণ দিতে পারেনি। তবুও বিরোধীরা সোচ্চার হচ্ছে ইভিএমের বিরুদ্ধে। তারা আবার ব্যালটের যুগে ফিরে যেতে চাইছে। এবার আমাদেরভোটার সংখ্যা ৯০ কোটি। ৯০ কোটি মানুষের জন্য ব্যালট ছাপানো কত বড় যজ্ঞ, তা সহজে হিসাব করা সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, ব্যালটের যুগে ফিরে গিয়ে কি আমরা সেই আবার সারারাত ধরে ভোট গোনা, ব্যালট ছিনতাই, গণনাকেন্দ্রে লোডশেডিং, গণনায় কারচুপি,গণনাকেন্দ্রে মারামারি---সেই দিনগুলিতেই ফিরে যাব? মেশিনে যেমন কারচুপি সম্ভব তেমন মেশিন ব্যবহারের আগে পরীক্ষা করে নেওয়া সম্ভব যে সেটি সঠিকভাবে কাজ করছে কি না। ভোট শুরুর আগে একটি অবশ্যপালনীয়, কাজ 'মক পোল'। প্রিসাইডিং অফিসারদের 'মক পোল' -এর মধ্য দিয়েই তো প্রমাণ করা সম্ভব যে ই ভি এমে কোনও গন্ডাগোল রয়েছে কিনা। নির্বাচন কমিশন বলছে, যে মেমরি ইভিএমের ভিতরে থাকে, তাকে বাইরে থেকে কোনওভাবে প্রভাবিক করা সম্ভবন নয়। এটি সম্পূর্ণ একটি অফলাই ব্যবস্থা। সর্বোপরি এখন একটি যন্ত্র এসে গিয়েছে, যেটি ইভিএমের পাশে থাকছে এবং যেকানে প্রত্যেকটি ভোটের পর একটি কাগজে ভোটটা ছাপা হচ্ছে। সেই কাগজটি 'ভিভিপ্যাট' নামক এই মেশিনের মধ্যে জমা হয়ে থাকছে। যে কোন ও একটি বুথের ইভিএমকে বেছে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গী ভিভিপ্যাটের কাগজের ভোট মিলিয়ে দেখা যেতে পারে যে, ই ভি এম সঠিকভাবে কাজ করছে কি না। এবার নির্বাচন কমিশন ঠিক করছে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র ধরে অন্ত পাঁচটি বথের ক্ষেত্রে এইভাবে ইভিএমের সঙ্গে ভিভিপ্যাটের কাগজ মিলিয়ে দেখা হবে। বিরোধীরা অবশ্য দাবি করছে ৫০ শতাংশ বুথের ইভিএমের সঙ্গে ভিভিপ্যাট মেলাতে হবে। এই দাবি নিয়ে তারা সুপ্রিম কোর্টেও যাচ্ছে। ভিভিপ্যাট দিয়ে যখন ইভিএমের ভোট যাচাই করে নেওয়া সম্ভব, তাহলে কেন আবার ব্যালট যুগে ফিরে যাব?

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

মানবকল্যাণে গাছের প্রভাব

শিবশঙ্কর দাস

বৈশাখের শুরুতেই নববর্ষ, তাই মানবকুল ভেবে ওঠে কীভাবে এই শুভ দিনে সারা বছরটাকে সমস্ত দিক থেকে শুভতে পরিণত করা যায়, তারই চলে প্রাণপণ চেষ্টা। ব্যবসায়ীরা নতুনল লক্ষ্মী ও গণেশ কিনে ব্যবসায়ী শ্রীবৃদ্ধি করা চেষ্টা করে এবং দোকানে নতুন খাতা ও গ্রাহকদের নিয়ে হালখাতার এখটা পুরাতন রেওয়াজ আজও চলে আসছে। অতি ধার্মিক ব্যক্তিরা কোনও মর্ধীয় স্থানে গিয়ে পূজাপাঠ করে সারা বছরটা যাতে ভাল যায় তার প্রার্থনা জানায়। আবার কোনও কোনও জায়গায় নতুন ও পুরনা শিল্পীদের নিয়ে চলে গান ও আড্ডার মজলিস, তাতে থাকে প্রাণখোলা আড্ডা হাসি ও খাওয়াদাওয়ার এক রমরমা ব্যাপার। আবার কোনও কোন পরিবার বড় বড় রেস্তোরাঁয় গিয়ে শুভ নববর্ষের বুরিভোজ করে রসনা পরিতৃপ্তি করে। এইভাবে কাটে সারাদিন আনন্দে ও আহ্লাদে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সব সময় বলতেন, সংসারী জীবেরা যেন থাকে রসেবশে। তিনি মা-এর নিকট প্রার্থনা করতেন, মা তুই আমাকে শুকনো সন্ন্যাসীতে পরিণত করিস না, আমি যেন রসেবসে থাকতে পারি। রসের আস্বাদন পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার নয়। তথাপি আস্বাদিত ব্যক্তিকে অবশ্যই হতে হবে রসিক, রসিক না হলে রসের আস্বাদ পেয়েও অধরা থেকে যাবে। মানুষের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই আশাকে পূরণ করতে মানুষ বিপথে চালিত হচ্ছে। আরও অর্থ আরও অর্থ মানুষকে করে তুলছে নেশাগ্রস্ত তারাই প্রতিফলন ঘটছে সমাজে। কিন্তু যে জিনিস আমরা আমার বলে দাবি জানাই তার সিকিভাগ ভোগ করার অধিকার বা ইচ্ছা কোনওটাই আমার অধীন নয়, সবটাই নির্ভর করে ভগবানের কৃপার উপর। তাঁর অর্থাৎ (ঈশ্বরের) ইচ্ছা অনুযায়ী বিশ্ব প্রকতির জীব, গাছপালা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণে করে কেউ সুখী হতে পারে না, সুখী হবার পন্থা হিসেবে তাঁর নামগান বা গুণকীর্তন কিছু নিয়ম বা সাংসারিক শাস্তিতে গাছের অবদান বা রঙের ব্যবহার প্রাত্যহিক জীবনে আনবে শান্তির বাতাবরণ। প্রথমেই যে উপকারী গাছের কথা বলব সেটা হল তুলসী। তুলসী গাছের স্পর্শে সংক্রামক ব্যাধি দূরে থাকে। সে জন্য সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সময় খাদ্যে দু-একটি তুলসী পাতা দিয়ে রাখা হয়। আবার পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে তুলসী গাছ অত্যন্ত উপকারী।তুলসী পাতা ও কাঁচা হলুদের রস একটু আখের গুড় মিশিয়ে খেলে আমবাতের উপশম হয়। তাছাড়া একটি ব্লাড সুগারকেও প্রশমিত করে তুলসী পাতার রসে লবণ মিশিয়ে দাদে লাগালে উপশম হয়। তাছাড়া তুলসী থেকে যে তেল পাওয়া যায় তা বিভিন্ন ফসলে কীটানশক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে তাজমহলকে দূষণ-দৈত্যের হাত থেকে বাঁচাতে দশ লক্ষ তুলসী গাছের প্রাচীন লাগানো হয়েছে।

এমন বেশ কিছু ফল-ফুলের গাছ আছে যেগুলি বাড়িতে থাকলে অজ্ঞাতেই কোনও কোনওভাবে সংসার জীবনে শান্তি বা অশান্তির কারণে হয়ে ওঠে। এবার সংক্ষেপ আসা যাক সেই প্রসঙ্গে। বাড়িতে চাঁপা, পদ্ম, অপরাজিতা ফুল, বুকল, মল্লিকা, সজনে, সুপারি, দেবদারু, নারকেল, বেল, জাম, লেবু, কমলালেপু, আমলকি, কাঁঠাল, ডালিম, আম, কলা, কেতকী, স্থলপদ্ম, জাতীয়, টগর, শ্বেত আকন্দ, আকন্দের গাছ লাগালে দিনে দিনে বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। লক্ষ্মীর অবস্থান স্থায়ী হয়। গৃহস্থের বাড়িতে শাল, সুপারি, নাগকেশর, নারকেল, বেল গাছ, অশোক অ তুলসী গাছ থাকা অত্যন্ত মঙ্গলজনক। তবে নারকেল, বেল ও সুপারি গাছ কেটে ফেললে সাংসারিক ও সার্বিক ক্রমাবনতি হয়। বাড়িতে বেল বংশানুক্রমে মা লক্ষ্মীর বসতির নির্দের্শ করে। উত্তর-পশ্চিমে বসতির নির্দেশ করে। উত্তর-পশ্চিমে বেলগাছ অত্যন্ত শুভ। বাড়ির আশেপাশে নারকেল গাছ থাকা গৃহস্থের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকরও মঙ্গলপ্রদ। বাড়িতে আম, কাঁঠাল, লেবু, বেল ও কুল গাছ আত্মীয় বন্ধু পুত্র পৌত্রাদি বৃদ্ধি করে। একইসঙ্গে দৈনন্দিন সুখ ও সৌভাগ্য লাভ হয় তবে গাছগুলি থাকতে হবে বাড়ির সীমানার ডানদিকে। যে কোনও ফলবতী গাছ পূর্বদিকে লাগালে শুভ। পশ্চিমে আম ও কলা এবং উত্তরে কলাগাছ লাগাে অশুভ।

কালোজাম ও আনারস গাছ আত্মীয় ও বন্ধু বৃদ্ধি করে, বাড়ির পূর্ব অথবা দক্ষিণ সীমানায় থাকলে আত্মীয়কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধর বৃদ্ধি পেতে থাকে দিনে দিনে।

বাড়ির পূর্বদিকে চাঁপা ফুলের গাছ থাকলে সেই বাড়িতে অর্থ, অন্ন ও বস্ত্রের কোনও কষ্ট থাকে না আমৃত্যু। গৃহীর সৌভাগ্য ও মানসিক আনন্দ বৃদ্ধি করে লক্ষ্মী বাঁধা থাকে পূর্বদিকে চাঁপা ফুলের গাছে। বাড়িতে স্বয়ং নারায়ণের বসতি হয় করবী ফুলের গাছ থাকলে।

সমসময়েই রোগভোগ ও অশান্তি লেগেই থাকে যদি বাড়িতে খেজুর, নিম, পলাশ, ডুমুর, কাঞ্চন,মনসা, সপ্তপর্ণী, বয়রা, হরিতকী, ধতরো এবং যে কোনওধরনের কাঁটাযুক্ত গাছ থাকলে। শুকনো, গাছ রোগ, অর্থনষ্ট ও বিঘ্নকারক।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

মানব প্রেমিক স্বামী প্রণবানন্দজি

শান্তিরঞ্জন দেব

'ওই মহামানব আসে। দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে। মর্ত্য ধূলির ঘাসে।।' (রবীন্দ্রনাথ)

মহামানবের আবির্ভাবে এমনই হয়, এমনটাই হয়েছিল সেদিন—১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে জানুয়ারি, বাংলার ১৩০২ বঙ্গাব্দের ১৬ ই মাঘ বুধবার সন্ধ্যা ৫/৩৯/২৫ সেকেন্ডে গোধূলি লগ্নে পুণ্য মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে, পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার বাজিতপুর গ্রামে। ভক্তপ্রাণ দম্পতি বিষ্ণুচরণ ভুঁইয়া ও সারদাদেবীর আরাধনায় পরিতুষ্ট হয়ে নীলরুদ্র শিব মানবদেহ ধারণ করে ধরণীর ধূলায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এইদিন।তাঁর আবির্ভাবে বাজিতপুর গ্রামের আকাশ-বাতাস আনন্দে মুখর হয়ে উঠল, গাছপালা, তৃণলতা আনন্দে আন্দোলতি হল, মানুষের মন অজানা আনন্দে ভরে গেল। মঙ্গল শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে বরণ করে নেওয়া হল এই শিব শিশুকে

পিতৃদেব আদর করে এই দেবশিশর নাম রাখলেন-জয়নাথ, মা ডাকতেন বুধো বলে। অন্নপ্রাশনের সময় নাম দেয়া হয় 'বিনোদ'। ব্রহ্মচারী বিনোদ বা বিনোদ সাধু নামে তিনি জনসমাজে পরিচিত ও সমাদৃত হয়েছিলেন। জন্মে পর থেকেই আর দশটা শিশুর মতো তাঁর কান্নাকাটি চঞ্চলতা কিছুই ছিল না। সব সময় ধীরে স্থির, শান্ত হয়ে থাকতেন। বয়স বাড়লেও তাঁর এই স্বভাব কোনও পরিবর্তন হয়নি। বরঞ্চ তাঁরএই স্বভাব ক্রমশ দৃঢ় অধ্যাত্ম ভাবনায় সমুন্নতি লাভ করে। শৈশব ও কৈশোর বয়স থেকেই তিনি আত্মস্থ। যোগ, ধ্যান ও অধ্যাত্ত ভাবনায় আত্মনিমগ্ন থাকতেন। কৈশোর -যৌবনে বিষয় আশায় সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়ে বাড়ির নিভৃত গৃহকোণে, চিলেকোঠায়, কখনও বা বাড়ির কাচে শ্মশানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন একাসনে বসে ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন। শিশুকাল তিনি তুলসী গাছে বিষ্ণু দর্শন করেছিলেন এবং কিশোর বয়সে মহাষষ্ঠমীর সন্ধিপূজাতে তিনি মৃন্ময়ী দুর্গা প্রতিমার মধ্যে চিন্ময়ী দুর্গাকে দর্শন করেছিলেন। শৈশবকালে থেকেই বিনোদ যাদব সেবা ও অধ্যাত্ম সাধনাকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একই সময়ে যেমন ঘণ্টার পর ঘণ্টা জপ-ধ্যান করতেন তেমনি আবারকলেরা, মহামারী, ম্যালেরিয়া রোগীদের সেবা-পরিচর্যা করেছেন। প্রাকতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত মানুষের কাছে গিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা দিয়েছেন, দরিদ্র ছাত্রদের বই, অর্ত সাহায্য করে তাদরে পড়াশুনায় উৎসাহ যোগাতেন। তিনি তাঁর অনুগামীদেরবলতেন, —'ধ্যান জপ যেমন করবেন কর্মও তেমন করবে। নিঃস্বার্থে সেবা মানুষকে আপন করে মধুর প্রীতির বন্দনে আবদ্ধ করে।'

ব্রহ্মচারী বিনোদ তাঁর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্যের সঙ্গে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে দুর্গাপূজার ছুটিতে গোরক্ষপুরে যান। সেখানে গোরক্ষপুর মঠের অধ্যক্ষ নাথ সম্প্রদায়ের যোগেশ্বর্য সম্পন্ন মহাসাধক বাবা গম্ভীর নাথিজির কাছ থেকে একাদশী তিথিতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর বাজিতপুরে ফিরে এসে কঠোর থেকে কঠোরতম তপস্যায় নিমগ্ন হন। অতঃপ্র ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের মাঘী পূর্ণিমায় ব্রহ্মচারী বিনোদ সিদ্ধিলাভ করেন। যোগাবস্থা তেকে ব্যুত্থান লাভ করলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। তিনি ধ্যান সমাহিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

'এ যুগ মহাজাগরণের যুগ, এ যুগ মহামিলনের যুগ, এ যুগ মহাসমন্বয়ের যুগ, এ যুগ মহামুক্তির যুগ, এই চারটি মন্ত্রই বর্তমানকালে যুগোপযোগী এর তাৎপর্য অনেক গভীরে।

'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা' বিশ্বেরর সব মানুষই অমৃতের সন্তান। এটাই ভারত আত্মার মর্মবাণী। ব্রহ্মচারী বিনোদ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের মাঘীপূর্ণিমায় বিশ্বমানবের 'সার্বিক সেবা' ও 'সর্বাঙ্গীণ মানব কল্যাণের' উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাজিতপুরে 'সাদড় কুটির' নাম এক পর্ণকুটিরে 'ভারত সেবাশ্রম সংঘের' প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৯২৩ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ' নামটি ঘোষণা করেন তিনি। ব্রহ্মাচারী বিনোদ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত অর্ধকুম্ভ মেলায় স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরি মহারাজের কাছে থেকে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহেণর পর ব্রহ্মাচারী বিনোদ সাধুর নাম হয় আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ। আর এই নামেই তিনি জগৎবরেণ্য হয়েছেন।

স্বামী প্রণবানন্দজি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যবাসরে তাঁর প্রথম সাতজন ত্যাগি তরুণ তাপসকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই সাতজন 'সপ্তষি'। নামে খ্যাত। এই সাতজনকে দীক্ষা দিয়ে সংঘের উদ্দেশ্য সম্পর্খে তিনি বলেন—'ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শ ও সদাচারের যুগোপযোগী ভিত্তিতে জাতির পুর্নগঠন। ওই বছরেই তীর্থ সংস্কার ও যাত্রীসেবা কল্পে গয়াতীর্থে গয়া সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ এই দুই বছরের মধ্যে একে একে কাশী, পুরী ও এলাহাবাদে ভারত সেবাশ্রম সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। এখন তো শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বে এই প্রতিষ্ঠানের বহু শাখাকেন্দ্রে মাধ্যমে মানব সেবার কর্মযজ্ঞ চলছে।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

ইসলামী পর্যটনকে বিশ্ব বাণিজ্য ব্র্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলতে রোডম্যাপের প্রয়োজন : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ১১।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামী পর্যটনকে বিশ্ব বাণিজ্য ব্র্যান্ড হিসেবে বিকশিত করতে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া আহবান জানিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,ইসলামী পর্যটনকে 'বিশ্ব বাণিজ্য ব্র্যান্ড' হিসেবে গড়ে তুলতে সার্বিক প্রয়াস ও রোডম্যাপের প্রয়োজন অতিজরুরি। কারণ এর বাজার বার্ষিক ৮ দশমিক ৩ শতাংশ হারে বেড়ে ২০২১ সাল নাগাদ তা ২৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছবে।

তিনি বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে 'ঢাকা দ্য ওআইসি সিটি অব ট্যুরিজম-২০১৯' উদযাপন উপলে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনকালে এ আহ্বান জানান।প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমি মনে করি মুসলিম উম্মাহর একসাথে কাজ করা একান্তভাবে প্রয়োজন। যাতে আমরা সারা বিশ্বে সকলের সাথে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একসাথে চলতে পারি। নিজেদের যেকোন সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারি। যাতে করে অন্য কেউ মুসলমানদের ভাগ্য নিয়ে খেলতে না পারে।

তিনি আন্তঃ ওআইসি পর্যটক প্রবাহ বৃদ্ধির লয সংস্থাটির সদস্যভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে ভিসা সহজীকরণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং পর্যটনকেন্দ্রিক খাতগুলোর মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের ওপরও বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ওআইসিভূক্ত দেশগুলোর মুসলিম পর্যটক এবং পাশ্চাত্য দেশগুলোর জন্য বিশ্বের সববৃহৎ বালুময় সমুদ্রতট কক্সবাজারে পৃথক পর্যটন স্পট তৈরির প্রস্তাব করেন। তিনি বঙ্গপোসাগরের নিকটবর্তী দেশগুলোকে নিয়ে বাংলাদেশের একটি নৌট্যুরিজম রুট তৈরীর পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান আর এ এম ওবায়দুল মুকতাদির চৌধুরী, মন্ত্রণালয়টির সচিব এম মহিবুল হক এবং ওআইসি'র সহকারী মহাসচিব মুসা কুলাকলিকায়া অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানে ৪শ' বছরের প্রাচীন নগরী ঢাকার মুসলিম ঐতিহ্য ও নিদর্শন নিয়ে একটি অডিও ভিজুয়াল পেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় দপ্তর ও বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সাবেক মন্ত্রী ও উপদেষ্টাসহ আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং হাইকমিশনারগণ, কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবৃন্দ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি এবং অনুষ্ঠানে যোগদানকারী প্রায় ৩০টি দেশের পর্যটন মন্ত্রী ও তাদের প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি, ঢাকায় ওআইসি'র পর্যটন মন্ত্রীদের ১০ম সম্মেলনে গৃহীত ঢাকা ঘোষণায় ঢাকাকে ওআইসি সিটি অব ট্যুরিজম-২০১৯ হিসেবে নির্বাচন করা হয়।ওআইসিভূক্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শীর্ষস্থান দখল করে ঢাকা। সম্মেলনে বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি আজারবাইজানের গাবালা কে ২০২০ সালের সিটি অব ট্যুরিজম হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

ঢাকাকে সিটি অব টুর‌্যিজম ঘোষণাকে উদযাপনের জন্য বৃহস্পতিবার এবং আজ শুক্রবার বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প থেকে বিদেশি পর্যটকদের জন্য ঢাকা ও এর আশপাশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুসলিম নিদর্শনগুলো পরিদর্শন, কনসার্ট এবং হাতির ঝিলে লেজার শো এবং আতশবাজীর প্রদর্শন করা হবে।ওআইসি'র ২০১৮ সালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বে মুসলিম ট্যুরিস্টের সংখ্যা ১৫৬ মিলিয়ন যা ২০২০ সালে বেড়ে দাঁড়াবে ১৮০ মিলিয়ন। একই বছর সারা বিশ্বের জনসংখ্যার ২৬ শতাংশ হবে মুসলিম। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে বলেন,এটি বর্তমানে নবরূপে বিকাশ লাভ করছে। হালাল ফুডস, ইসলামী ফাইন্যান্স, হালাল ফার্মাসিউটিক্যালস এবং প্রসাধনী, হালাল পর্যটন ইত্যাদি হচ্ছে ইসলামিক অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান খাত।এ খাতগুলো বিকাশের জন্য ওআইসি সদস্যভূক্ত রাষ্ট্রসমূহের সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব একান্ত প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঢাকা ওআইসি পর্যটন নগরী ২০১৯'র মহা-উদযাপন আন্তঃওআইসি পর্যটক প্রবাহ বৃদ্ধি এবং টেকসই পর্যটন উন্নয়নেরেক্ষেত্রে সহযোগিতার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। যা সংস্থাভূক্ত রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।তিনি বলেন, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিনিয়োগের সুযোগ উন্মোচন ও টেকসই উন্নয়নের প্রয়োজনীয় বিষয়টি মক্কা মুকাররমায় গত ৩১ মে অনুষ্ঠিত ওআইসির ১৪তম সম্মেলনে গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকৃত হয়। মক্কা ঘোষণায় ওআইসি রাষ্ট্রসমূহের সমতা বৃদ্ধির লয যৌথ ইসলামী কর্মপন্থা গ্রহণের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়।

তিনি বলেন, এরআগে ২০১৮ সালের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ওআইসি সদস্যভুক্ত পর্যটন মন্ত্রীদের ১০ম সম্মেলনে গৃহীত ঢাকা ঘোষণায় আন্তঃসাংস্কৃতিক বিনিময়, সংরণ, রণাবেণ ও ইসলামী পর্যটন জনপ্রিয় করার গুরুত্ব স্বীকার করা হয়। একইসঙ্গে পর্যটন খাতে দতা, উন্নয়ন ও সার্টিফিকেশনের জন্য একটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের গুরুত্ব অনুধাবন করা হয়।তাঁর সরকারের সময়ে সারাদেশের অবকাঠামো ও যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, নিজস্ব অর্থায়নে প্রমত্তা পদ্মানদীর ওপর ৬.১৫ কি.মি. দীর্ঘ পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পর্যটন নগরী কক্সবাজারে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে। সেইসাথে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মানের হোটেল নির্মাণ ও অন্যান্য পর্যটন সুবিধাও থাকবে।জিডিপি ৮ দশমিক ১৩ শতাংশে উন্নীত, মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৯০৯ ডলারে উন্নীত, মূল্যস্ফীতি কমানো এবং বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গ্রাজুয়েশন লাভের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের সমপর্যায়ে উপনীত হওয়ার লয সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আশা করছি, ২০৩০ সালের মধ্যে আমরা জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি'র ল্য পূরণে সম হব।তিনি বলেন, আমাদের স্বপ্ন পূরণে পর্যটন খাতের বিকাশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। েএেত্র ইসলামী পর্যটন আমাদের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত যেখানে আমাদের সবার একত্রে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ এবং রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ পর্যটন স্পটের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখ- সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন, প্রাচীন ও আধুনিক প্রততাত্ত্বিক ও ইসলামীক স্থাপনা ইত্যাদি বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ।শেখ হাসিনা বলেন, বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে প্রায় চারশত বছরের প্রাচীন শহর ঢাকা গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। এখানে রয়েছে আহসান মঞ্জিল, লালবাগ কেল্লা, কার্জন হল, ঢাকার অদূরের পানাম নগরসহ উল্লেখযোগ্য প্রততাত্ত্বিক নিদর্শন।তিনি বলেন, ঢাকা মসজিদের শহর হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম-এর নকশা পবিত্র মক্কা নগরীর কাবা শরীফের আদলে তৈরি করা হয়েছে। শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্যই নয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য ঢাকায় রয়েছে বিখ্যাত আর্মেনিয়ান গির্জা, ঢাকেশ্বরী মন্দির, প্যাগোডা এবং রোজ গার্ডেন সহ সুন্দর সুন্দর স্থাপনা।

বাংলাদেশ মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সৌহার্দ্য ও সমৃদ্ধি রায় সব সময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, হজ্জের পর মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় বৃহত্তম জমায়েত যা 'বিশ্ব ইজতেমা' নামে পরিচিত তা প্রতিবছর বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।তিনি বলেন, নগর হিসেবে ঢাকা শুধু পুরানো নয়, এই নগরকে ঘিরে শিল্পী বা সৃজনশীল মানুষের বিপুল সমাবেশ হয়েছিল। যেমন ঢাকার মসলিন, যা সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত ছিল। বর্তমানে ভৌগোলিক নির্দেশক অর্জন করায় ঢাকার জামদানী শাড়ি সারাবিশ্বে আমাদের পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পাদপীঠ হিসেবে ঢাকার ভূমিকা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিবছর ফেব্রুয়ারিতে মাসব্যাপী বইমেলা আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। বাংলা বর্ষের প্রথম দিন 'নববর্ষ' জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির জাতীয় উৎসব হিসেবে উদযাপিত হয়। একইসঙ্গে সুস্বাদু খাবার এবং আতিথেয়তার জন্যও ঢাকার সুনাম রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণের শুরুতে ঐতিহ্য ও আতিথেয়তার শহর ঢাকায় ওআইসিভুক্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের আগমনের জন্য তাদের প্রতি শুভেচ্ছা জানান এবং ২০১৯ সালের জন্য ওআইসি সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের পর্যটন নগরী হিসেবে ঢাকাকে নির্বাচিত করায় কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন,একইসঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের পর্যটন মন্ত্রীদের ১০ম সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশ দুই বছরের জন্য চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করছে। ওআইসি ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের পর্যটন শিল্পের বিকাশে শেখ হাসিনা তাঁর পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা পুণর্ব্যক্ত করেন।তিনি এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় ৪ নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং সম্ভ্রমহারা ২ লাখ মা-বোন এবং '৭৫-এর ১৫ আগস্টের সকল শহীদকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।শেখ হাসিনা বলেন, দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন, দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও যোগাযোগ অত্যন্ত জরুরি। মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণে ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ওআইসি সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন এবং বাংলাদেশ ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ করে।তখন থেকে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা, অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি ইসলামী মূল্যবোধ অনুসরণে মুসলিম একতা ও সংহতি সুপ্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা পর্যটন খাতের সম্ভাবনা উপলব্ধি করেন এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন।তাঁর সরকারও দ্রুত বর্ধনশীল এ খাতের উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, পর্যটন খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ২০১০ প্রণীত এবং একই বছর বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন, শিল্প নীতি-২০১০ এ পর্যটনকে একটি শক্তিশালী খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোক্তাদের সরকার এ খাতে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করছে, বলেন প্রধানমন্ত্রী।

আমরা উন্নয়ন চাই তবে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি চাই না : রওশন এরশাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ১১।। সংসদে বিরোধী দলের উপনেতা বেগম রওশন এরশাদ গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির সমালোচনা করে বলেছেন, আমরা উন্নয়ন চাই, তবে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি চাই না। তিনি বলেন, গ্যাসের দাম বাড়লে সাধারণ মানুষ তিগ্রস্ত হবে।

তিনি বৃহস্পতিবার একাদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় ও বাজেট অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে এ কথা বলেন।

দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্র সুসংহত করারেক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিহার্য উল্লেখ করে বিরোধী দলের উপনেতা সংবাদ মাধ্যমের জন্য অবিলম্বে নবম ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদ ঘোষণা করতে প্রধানমন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানান। তিনি গণমাধ্যম কর্মীদের বেতন-ভাতা নিশ্চিত করার বিষয়টি মনিটরিং করারও আহবান জানান।

তিনি বলেন, শিাকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা যাবে না। যারা পণ্য হিসাবে গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মানসম্মত শিার জন্য এই খাতে বরাদ্দ আরো বাড়াতে হবে।রওশন এরশাদ বলেন, সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসার মান বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ দোকান থেকে সরিয়ে নিয়ে ধ্বংস করার ব্যাপারে হাইকোর্টের রায়ের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। তিনি ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে মশা নিধনের পদপে নেয়ার আহবান জানান।তিনি বলেন, খাদ্যে ভেজাল রোধে ৫২টি পণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহারে হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি শিশু নির্যাতন ও ধর্ষণ রোধে এবং শিশুদের সুরায় শিশু খাদ্যে ভেজাল বন্ধে আইনের সংশোধন করে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান করার দাবি জানান।

তিনি কৃষকদের রায় ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার আহবান জানিয়ে বলেন, ফসলের সঠিক মূল্য নিশ্চিত করতে না পারলে দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অজর্ণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যাবে না।

আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে অর্থবছরের পরিবর্তন করা প্রয়োজন উল্লেখ করে তিনি বলেন, অর্থবছরের শুরুতে বর্ষাকাল হওয়ায় উন্নয়ন কাজ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে অর্থবছরের সময় পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

রওশন এরশাদ বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে হলে নারী ও শিশুদের সুষম খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাবার গ্রহণে সচেতন করতে হবে। শিশুদের শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে স্কুল কলেজে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা বাড়াতে হবে।তিনি সংসদে বিরোধী দলের নেতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সুস্থতায় দেশবাসির দোয়া কামনা করেন।

বিএনপি রাজনীতিতে দেউলিয়া হওয়ায় তাদের আন্দোলনে জনগণ সাড়া দেয় না : সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ১১।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপি নেতিবাচক রাজনীতি করে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় জনগণ তাদের কোন আন্দোলনের ডাকেই সাড়া দেয় না।

তিনি বলেন, আন্দোলন করতে না পারাটা বিএনপির দূর্বলতা, আওয়ামী লীগের কিছু করার নেই। বিরোধীদল রাজপথে আন্দোলন করতে ব্যর্থ হলে সরকার সে দায় নিতে পারে না।

ওবায়দুল কাদের বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢাকা মহানগর দণি আওয়ামী লীগের এক কর্মী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দানকালে বিএনপির নেতাদের বক্তব্যের জবাবে এ কথা বলেন।

ঢাকা মহানগর দণি আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হাসনাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মীসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, সহ-সভাপতি আবু আহম্মেদ মন্নাফি, নুরুল আমিন রুহুল এমপি, আবুল বাশার, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কামাল চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মোর্শেদ কামাল, প্রচার সম্পাদক আকতার হোসেন ও উপ-দপ্তর সম্পাদক মিরাজ হোসেন প্রমুখ।

সরকারের জন্য বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি হচ্ছে না বিএনপির নেতাদের এমন দাবীর জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়া বা না দেয়া আইনের বিষয়। দেশের বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।তিনি বলেন, বিএনপি তাকে (খালেদা জিয়া) আন্দোলন করে মুক্ত করে আনতে পারে। কিন্তু সরকার তাকে মুক্তি দিতে পারে না। বাস্তবে তারা কোন আন্দোলন করার সমতা দেখাতে পারেন নি।দেশে গণতন্ত্র সংকটে আছে বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন অভিযোগের জবাবে সেতুমন্ত্রী কাদের বলেন, দেশে গণতন্ত্র আছে, সে গণতন্ত্র সংকটে নেই, গণতন্ত্র সংকটে আছে বিএনপিতে। কারণ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভ করেও শপথ গ্রহন করলেন না। আবার সেই আসনের উপ-নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন দিলেন। তাই দেশে নয়, বিএনপিতে গণতন্ত্র সংকটে আছে।

তিনি বলেন, দেশের জনগণের প্রতি আওয়ামী লীগের দায়বদ্ধতা রয়েছে। আমরা দেশের জনগণের স্বার্থে কাজ করি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমস্ত কাজ জনস্বার্থে পরিচালিত হয়।তিনি আরো বলেন, যারা জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নেতিবাচক রাজনীতি করে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাদের মুখেই বলা সম্ভব দেশে গণতন্ত্র নেই।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাদের বলেন, বিএনপি আন্দোলন ও নির্বাচনে ব্যর্থ হয়ে তারা অপপ্রচারের রাজনীতি শুরু করেছে। তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে এবং প্রতিরোধ করতে হবে।তিনি বলেন, দেশের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিতব্য পদ্মাসেতু নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গুজব তাদের সেই অপপ্রচারেরই অংশ। সরকারকে বিপদে ফেলার জন্য দেশে-বিদেশে নানা ধরনের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। তারা পদ্মাসেতুকে সহ্য করতে পারছে না।

সেতুমন্ত্রী কাদের বলেন, পদ্মাসেতুর জন্য ল মানুষের মাথা দরকার বলে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। উম্মাদের মত এ ধরনের অপপ্রচার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।এ ধরনের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় হওয়ার জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, এ ধরনের সকল অপপ্রচার ও গুজবের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। রাজপথেই শুধু আন্দোলন করলে চলবে না, সাইবার যুদ্ধেও নামতে হবে।

তিনি বলেন, সাইবার অপপ্রচারকে সফলভাবে মোকাবেলা করতে সমর্থ হওয়ার জন্যই আমরা জাতীয় নির্বাচনে ব্যাপকভাবে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছি।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাদের বলেন, দেশে যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজমান রয়েছে তা সব সময় অব্যাহত থাকবে বলে মনে করলে ভুল হবে। কারণ শ্রীলংকায় তামিল বিদ্রোহ দমনের পর সেদেশে রক্তাক্ত ট্রাজেডি হতে পারে তা তারা ভাবতেই পারেন নি।

তিনি বলেন, সে ধরনের ঘটনা এদেশেও যে ঘটবে না, তা ভাবার অবকাশ নেই। রাজধানীর গুলশানের হলি আর্টিজানের

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার সিপিএম স্মরণ সভার আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ভূয়সী প্রশংসা করলেন নেদারল্যান্ডের রানী ম্যাক্সিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ১১।। সফররত নেদারল্যান্ডের রানী ম্যাক্সিমা জরিগুয়েতা সেরুতি ডিজিটাল আর্থিক সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের যে বিকাশ ঘটেছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। একইসাথে তিনি আর্থিক সেবায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে হোটেল সোনারগাঁওয়ের প্যাসিফিক লাউঞ্জে দেশের বেসরকারিখাতের প্রতিনিধি বিশেষ করে তৈরি পোশাক ব্যবসায়ী এবং ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন।বৈঠকশেষে তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি ড় রুবানা হক এবং ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম আর এফ হোসেন রানী ম্যাক্সিমাকে উদ্বৃত করে বাসসকে এসব কথা জানান।

রুবানা হক বলেন,পোশাকখাতে এমন ইকো-সিস্টেম ব্যবস্থা দাঁড় করাতে হবে,যাতে শতভাগ শ্রমিককে ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা যায়,এ নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। রানী বলেছেন- প্রয়োজন হলে বিশ্বের যেসব প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল আর্থিক সেবা নিয়ে ভাল কাজ করছে,তাদের সঙ্গে কারিগরি জ্ঞান বিনিময়ের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। েএেত্র তিনি সহায়তা করার আশ্বাস দেন।

এছাড়া রানী ম্যক্সিমা বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ জোরদারে উন্নয়ন সহযোগিদের সাথেও আলোচনা করবেন বলে জানান।

রানী ম্যাক্সিমাকে উদ্ধৃত্ত করে ব্র্যাক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম আর এফ হোসেন বলেন, গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিরণে বড় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। তবে আর্থিক সেবা প্রাপ্তিরেক্ষেত্রে এখনও লিঙ্গ বৈষম্য রয়ে গেছে। পুরুষদের তুলনায় নারীরা ডিজিটাল আর্থিক সেবা বা ব্যাংকিং সেবা প্রাপ্তিতে পিছিয়ে আছে। এই বৈষম্য কমাতে আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা আরো কিভাবে ডিজিটালাইজড করা যায়,এ নিয়ে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

রানী বলেন,বাংলাদেশের পোশাক খাতে ৪৫ লাখ শ্রমিক কাজ করছে। এদেরকে কেবলমাত্র অনলাইনে বেতন পরিশোধ করলে চলবে না, শ্রমিকরা যেন তাদের কেনাকাটা বা অন্যান্য লেনদেন অনলাইনে করতে পারে, সেই ধরনের ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। েএেত্র তিনি সহায়তা করবেন বলে জানান।

উল্লেখ্য, রানী ম্যাক্সিমা জাতিসংঘ মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেজের ইনকুসিভ ফাইনান্স ফর ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক বিশেষ পরামর্শক। বিশ্বব্যাপী অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জোরদার, দারিদ্র্য নিরসন, খাদ্য নিরাপত্তা ও শিার মতো উন্নয়ন ল্যমাত্রা অর্জনে ডাচ রানী জনসচেনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।রানী ম্যাক্সিমা গত ৯ জুলাই তিনদিনের সফরে বাংলাদেশ আসেন।

গত ১০ বছরে বিএসএফের গুলিতে ২৯৪ বাংলাদেশির নিহত হলেও বর্তমানে সীমান্তে হত্যা কমে এসেছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ১১।। গত ১০ বছরে বিএসএফের গুলিতে ২৯৪ বাংলাদেশির নিহত হওয়ার তথ্য জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেছেন, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে হত্যাকাণ্ড কমে এসেছে।

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্য আসার দিনই চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে বিএসএফের গুলি দুজন নিহত এবং বেনাপোল সীমান্তে একজন আহত হন।ভারত সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশিদের মৃত্যু বহু দিন ধরেই আলোচিত; আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোও তা নিয়ে সোচ্চার।

সমালোচনার মুখে ভারত সীমান্তে হত্যাকাণ্ড শূন্যে নামিয়ে আনতে সীমান্ত রীদের হাতে এমন অস্ত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে, যাতে কারও মৃত্যু ঘটবে না। কিন্তু তাতেও সীমান্তে হত্যা থেমে নেই।সীমান্ত জেলা চাঁপাইনবাবঞ্জে বিএনপির সংসদ সদস্য মো. হারুনুর রশীদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে সীমান্তে হত্যার বছরওয়ারি হিসাব জানতে প্রশ্ন করেছিলেন।জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ২০০৯ সাল থেকে গত ১০ বছরে সীমান্তে বিএসএফের হাতে ২৯৪ জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন।এরমধ্যে ২০০৯ সালে ৬৬ জন, ২০১০ সালে ৫৫ জন, ২০১১ সালে ২৪ জন, ২০১২ সালে ২৪ জন, ২০১৩ সালে ১৮ জন, ২০১৪ সালে ২৪ জন, ২০১৫ সালে ৩৮ জন, ২০১৬ সালে ২৫ জন, ২০১৭ সালে ১৭ জন, ২০১৮ সালে ৩ জনের মৃত্যুর হিসাব দেওয়া হয় সংসদে।নিহতের সংখ্যা ২০১৮ সালে ৩ জনে কমে আসার বিষয়টি তুলে ধরে আসাদুজ্জামান কামাল বলেন, বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় অনেকটা কমে এসেছে।সীমান্তে হত্যা বন্ধে বিজিবি 'সর্বাত্মক প্রচেষ্টা' অব্যাহত রাখার পাশাপাশি সরকারও কূটনৈতিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদপে নিয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল জানান, ২০১৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত সুন্দরবনে ৩২টি বাহিনীর প্রধানসহ ৩২৮ জন জলদস্যু/বনদস্যু ৪৬২টি অস্ত্র ও ২২৫০৪ রাউন্ড গোলাবারুদসহ র্যা বের কাছে আত্মসমর্পণ করে।তিনি বলেন, র্যা বের সাঁড়াশি অভিযানে সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বনদস্যু ও জলদস্যুসহ অপরাধীরা কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। সরকারের নির্দেশনায় র্যা বের মাধ্যমে বনদস্যু/জলদস্যুদের আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়া শুরু হয়।২০১৮ সালের ১ নভেম্বর সুন্দরবনকে প্রধানমন্ত্রী 'জলদস্যুমুক্ত' ঘোষণা করেন বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।আত্মসমর্পণকারী দস্যুদের পুনর্বাসনে প্রধানমন্ত্রী তহবিল থেকে ২৭৪ জনকে ১ লাখ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেন বলেও জানান তিনি।আরেক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে জানান, ২০০৬ সাল থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন অবস্থায় এক হাজার ৫০ জন পুলিশ সদস্য নিহত ও চার হাজার ৪৪০ জন আহত হয়েছেন।মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সব সংস্থা ২০১৮ সালে এক লাখ ৬১ হাজার ৩২৩ জন মাদক বিক্রেতার বিরুদ্ধে এক লাখ ১৯ হাজার ৮৭৮টি মামলা করে বলে সংসদে তথ্য দেন মন্ত্রী।এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক কোনো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেনি।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, গত ১০ বছরে (২০০৯ হতে ২০১৮ পর্যন্ত) বিজিবি সীমান্তে ৫৭টি রিভলবার, ৪৮৩টি পিস্তল, ৪০২টি বিভিন্ন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র, ৪৫ লাখ ৩০ হাজার ৪৪৩ বোতল ফেন্সিডিল, এক লাখ ৫৪ হাজার ১০৯ কেজি গাঁজা, ১৬ লাখ ১১ হাজার ২৪২ বোতল বিদেশি মদ, এক লাখ ৪৩ হাজার ১৮ লিটার দেশি মদ, তিন লাখ ৫ হাজার ৫৫৯ বোতল বিয়ার, ৩৬৭ কেজি হেরোইন, ৪ কোটি ৬৭ লাখ ৪০

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে বাঁচতে কী করবেন ?

প্রতিদিনের তাড়াহুড়ো আর ব্যস্ততার মধ্যেও দুর্ঘটনা এড়াতে যে ক'টা জরুরি বিষয় মাথায় রাখতে হয়, তার মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার ভালোভাবে বন্ধ হয়েছে কিনা, তা জানা খুবই জরুরি। তবে যদি কখনো মনের ভুলে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয় তবে তা থেকে নিজেকে কীভাবে বাঁচাবেন।

জেনে রাখা ভালো, বেশকিছু জরুরি বিষয়ে নজর রাখলেই এড়ানো যায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ। সিলিন্ডারের পাইপ, গ্যাসের রেগুলেটর ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখলেই বাড়িকে নিরাপদ রাখা যায়। জানেন কি, ঠিক কোন কোন দিকে যত্নবান হলে বাড়িকে সুরক্ষা দেয়া যায়।

আসুন জেনে নেই গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে বাঁচতে কী করবেন?

সাবান ব্যবহার

অনেকেই পাইপ পরিষ্কার করতে সাবান ব্যবহার করে। এটা অত্যন্ত ভয়ের। পরিষ্কার শুকনো কাপড় ব্যবহার করুন। খুবনোংরা হলে হালকা করে জলে ভিজিয়ে নিন কাপড়। সেই কাপড়েই পরিষ্কার করুন গ্যাসের পাইপ।

পাইপ বদলান

পাইপ পরিস্কার করতে অনেকে গ্যাসের পাইপের গায়ে কোনও কন্দ্বাপড় বা প্লাস্টিক দিয়ে মুড়িয়ে রাখবেন না। এমন করলে পাইপ থেকে গ্যাস লিক হলে ধরা পড়বে না। একই পাইপ বছরের পর বছর ব্যবহার না করে প্রতি দুই থেকে তিন বছর অন্তত বদলে ফেলুন।

গ্যাসের রেগুলেটর

গ্যাসের রেগুলেটরের নজল ভালো করে পাইপ দিয়ে ঢেকে রাখুন। গ্যাস বন্ধ করে বেরোনোর আগে দেখে নিন গ্যাসের পাইপ যেন কোনোভাবে গরম বার্নারের গায়ে লেগে না থাকে। পাইপ পরিষ্কার করতে অনেকে গ্যাসের পাইপের গায়ে কোনও কাপড় বা প্লাস্টিক দিয়ে মুড়িয়ে রাখবেন না। এমনকরলে পাইপ থেকে গ্যাস লিক হলে ধরা পড়বে না। একই পাইপ বছরের পর বছর ব্যবহার না করে প্রতি দুই থেকে তিন বছর অন্তর বদলে ফেলুন।

গ্যাসের রেগুলেটর

গ্যাসের রেগুলেটরের নজল ভালো করে পাইপ দিয়ে ঢেকে রাখুন। গ্যাস বন্ধ করে বেরোনোর আগে দেখে নিন গ্যাসের পাইপ যেন কোনোভাবে গরম বার্নারের গায়ে লেগে না থাকে।

দেশলাই ব্যবহারের

সিলিন্ডার গরম হতে পারে এমন কোনও কাজ করবেন না। অনেকেই গ্যাসের রেগুলেটর বা দেশলাই ব্যবহারের পর অবহেলার সঙ্গে তা রেখে দেন সিলিন্ডারের ওপরেই। এই দুটি জিনিসের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখুন।

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম

রান্নাঘরে ঢুকেই গ্যাসের গন্ধ পেলে তখনই বেরিয়ে আসুন রান্নাঘর থেকে। ওই অবস্থায় কোনও সুইচ বোর্ড বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চালু করবেন না। গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে বুঝলে দ্রুত তা সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

সেফটি ক্যাপ

সেফটি ক্যাপ ব্যবহার করুন। রান্নাঘর থেকে বেরোনোর পরেই সিলিন্ডারের মুখ ঢেকে রাখুন সেফটি ক্যাপে।

যেভাবে আসলো মেহেদীর প্রচলন

ঈদে মেহেদীর রঙে হাত সাজানো খুব জনপ্রিয় একটি রীতি। এছাড়া বিয়ে জন্মদিন সহ নানা অনুষ্ঠানে মেহেদীর রঙে হাত না রাঙালে অনেকের কাছেই উৎসবের পরিপূর্ণতা পায় না।

মেহেদি পাতা বেটে, শুকিয়ে গুড়া করে বাপেস্ট করে শরীরের বিভিন্ন স্থান রাঙানো ইতিহাস বহু পুরনো। আর উৎসবে বিশেষ করে ঈদ হলে তো কথাই নেই। বিয়েতে বর কনের হাতে মেহেদি থাকা চাই ই চাই। মেহেদির দেয়ার কারণে কখনো কোন অ্যালার্জি বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার নজির না থাকায় যুগে যুগে এর জনপ্রিয়তা একবিন্দু কমেনি, বরং বেড়েছে।

মেহেদি দেয়ার ইতিহাস অনেক আগের। তবে ঠিক কবে কোথায় মেহেদির আবিস্কার হয়েছিলো তার সঠিক কোন দিনক্ষণের ব্যাপারে কোন তথ্য মেলেনি।

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক তৌহিদুল হক জানিয়েছেন, লিখিত কোন দলিল না থাকলেও ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ এর মেহেদি ব্যবহারের তথ্য মুসলমানদের এই মেহেদি ব্যবহারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। পরে ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য এই মেহেদি দেয়ার প্রথাকে আরও প্রসারিত করে। তৌহিদুল হক বলেন, মেহেদি ব্যবহারের ক্ষেতেত্র হযরত মোহাম্মদ স এর একটি উক্তি রয়েছে।

এই বিষয়গুলোর ওপর নির্ভরকরে এই ভারতীয় উপমহাদেশে এক সময় মেহেদির ব্যবহার শুধুমাত্র মুসলিম জনগোষ্ঠী বা মুসলিম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । পরবর্তীতে মুঘলসাম্রাজ্যের জনগণ এটাকে প্রসারিত করে।

বাংলাদেশ , ভারত ও পাকিস্তানে মেহেদির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এবং আফ্রিকায় যেসব দেশের ভাষা অ্যারাবিক সেসব দেশেও ব্যবহৃত হয় এই মেহেদি।

অধ্যাপক তৌহিদুল হক বলেছিলেন। বিশ্বের নানা দেশের মেহেদি ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু এর কারণ বা উদ্দশ্য স্থানভেদে ভিন্ন।

তিনি জানান, শুরুতে মেহেদির প্রচলন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের জায়গা থেকে শুরুহলেও পরে এই প্রথাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়েছে। তবে এখন মানুষ এখন এটাকে সার্বজনীন রূপে গ্রহণ করেছে। তবে একেক দেশে একেক ধরনের কারণ আর উদ্দেশ্যে মেহেদি ব্যবহার হয়।

তিনি জানান, শুরুতে মেহেদির প্রচলন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের জায়গা থেকে শুরু হলেও পরে এই প্রথাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়েছে। তবে এখন মানুষ এখন এটাকে সার্বজনীন রূপে গ্রহণ করেএছ। তবে একেক দেশে একের ধরনের কারণ আর উদ্দেশ্যে মেহেদি ব্যবহার হয়।

ইতিহাসের বইগুলোয় মিসরের ফারাও সাম্রাজ্যে মমির হাতেওপায়ের নখে মেহেদির মতো রঙ দেখা যায়। তবে সেটা মেহেদি দিয়ে রাঙানো কিনাসেটানিশ্চিত হওয়া যায়নি।

আবার বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধর্মের বিয়ের উৎসবে মেহেদি সন্ধ্যা নামে আলাদা একটি দিনের আয়োজন করা হয় যেখানে বর করনে থেকে শুরু করে পুরো পরিবার আনন্দে মেতে ওঠে শুধুমাত্র মেহেদির রঙে নিজেকে রাঙিয়ে তুলতে।

আবার অনেক চামড়াার বিভিন্ন রেগের জন্য হার্বালি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করছে এই মেহেদি।

সন্তান ধারণে ব্যর্থ হলে যা করবেন

সন্তান লাভের চেষ্টা করছেন কিন্তু সে চেষ্টা বরবার ব্যর্থ হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে এমন দুঃখজনক সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। কোনো দম্পতি সন্তান নিতে যাচ্ছে কিন্তুতাদের যে ইচ্ছা সফল হচ্ছে না। এ জন্য দুটো সমস্যা থাকতেপারে। যিনিপিতা হতে চাচ্ছেন তার শুক্রকীটের সমস্যা থাকতে পারে।

অন্যদিকে যিনি মা হতে চাচ্ছেন তার ডিম্বাণু সংক্রান্ত সমস্যা থাকতে পারে। এ ধরনের দম্পতিকে সাব ফার্টাইল বা ইন ফার্টাইল বলে অভিহিত করা হয়।

আসুন জেনে নেই সন্তান ধারণে ব্যর্থ হলেযা করবেন

গুড টাইমিং' খুবই জরুরি

সবার ক্ষেত্রে এ কথা সত্য না হলেও স্বাভাবিক নিয়ন অনুযায়ী মেয়েদের মাসিকের গড় চক্রকালে ২৮ দিন অনেকের অবশ্য মাসিক অনিয়মিতও হয়ে থাকে। তাই 'ওভুলেশন' বা ডিম্বোস্ফোটনের সাতদিন পর্যন্ত স্বামী বা পার্টনারের সঙ্গে সহবাস করলে একজন নারীর গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি।

মানসিক চাপকে দূরে রাখুন

সন্তান না হওয়ার করাণে অনেক নারী মানসিক চাপে ভোগেন। আবার আমাদের সমাজে পরিবার এথকেও চাপ আসে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের চাপকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের মতো করে থাকাটা ভালো। কারণ জোর করে সন্তান ধারণ করা বা সন্তানের মা হওয়া যায় না। এছাড়া মানসিক চাপ থাকলে তা শেষ পর্যন্ত সন্তানের জন্যও মঙ্গলজনক হয় না।

খাওয়া-দাওয়া

গর্ভধারণ করতে চাইলে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও কিছুটা সচেতন হতে হবে। যেমন আপনার খাবারের তালিকায় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার থাকা জরুরি। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের বাদাম ও দুধ বা জাতীয় খাবারও গর্ভধারণে সহায়তা করে।

ফলিক অ্যাসিড বা আয়রণ ট্যাবলেট

গর্ভধারণ সহজ করার জন্য, অর্থাৎ জননক্ষমতা বাড়তেও জরায়ু সুস্থ রাখতে কিছু নিয়ম মানাযেতে পারে। এক্ষেত্রে ফলিক অ্যাসিড ও আয়রণ ট্যাবলেট সেবন করতে পারেন। তবে তা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে।

হতাশা

কিছুদিনন চেষ্টার পর সফল না হলে মন খারাপ বা নিজেকে দায়ী করার কিন্তু কোনো কারণ নেই। অনেকের ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগতে পারে। আসলে গর্ভধারণ নির্ভর করে নারী, তাঁর জননক্ষমতা, ওভুলেশন বা ডিম্বোস্ফোটনের তারিখ, নারীর সাধারণ স্বাস্থ্য এবং জীবনযাত্রার ওপর।

'গুড টাইমিং' কখন?যদিও ডিম্বোস্ফোটনের একেবারে সঠিক সময় বোঝা কঠিন, তারপরেও বেশিরভাগ মেয়েরেই ঋতুস্রাব শুরুর ১০ থেকে ১৫ দিন আগে ডিম্বোস্ফোটন হয়। অর্থাৎ এটাই সবথেকেউর্বর সমৈয়। কাজেই হিসেব করে সেভাবে যৌনমিলন হলে নারী গর্ভবতী হতে পারে। তবে শরীরে অন্য কোনো সমস্যা থাকলে অন্য কথা।

কোমর ব্যথার কারণ

পি এলআইডি বা লাম্বার ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক প্রল্যাপস। পিএলআইডি তিন মাত্রার হতে পারে স্বল্প, মাঝারি ও তীব্র মাত্রা।

লক্ষ্মণঃ প্রধান লক্ষণ কোমর ব্যথা। ব্যথা কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত চলে যেতে পারে। পায়ে ঝিঁঝি ধরতে পারে বা শিরশিরে অনুভূতি হতে পারে। অনেক রোগী বলে থাকেন পা চাবাচ্ছে। সামনে ঝুঁকলে ব্যথা বাড়ে , রোগী বেশিক্ষণ হাঁটতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। অনেকে শোয়া থেকে উঠে বসতেই পারেন না। তীব্র পিএলআইডির ক্ষেত্রে ব্যথা ছাড়াও স্নায়ুজনিত বিভিন্ন লক্ষ্মণ থাকতে পারে।

রোগ নির্ণয়ঃ মেরুদণ্ডের কোমরের অংশ পাঁচটি কশেরুকা দ্বারা গঠিত। এর নিে থাকে স্যাক্রাম। এই হাড়ের মাঝে তালের শাঁসের মতো স্থিতিস্থাপক চাকতি থাকে। এগুলো শক এবজর্বারের ভূমিকা পালন করে। সামনে ঝোঁকা, ডানে বামে, বাঁকা হওয়া, হাঁটা, শোয়া, বসাসহ প্রায় সব মুভমেন্টেই এই চাকতি ভূমিকা পালন করে।

পিএলাাইডিতে এই চাকতিটি তার অবস্থান থেকে সরে যায় এবং সরে যাওয়া চাকতিটি গোড়ায় চাপ প্রয়োগ করে, ফলে কোমরে ব্যথা শুরু হয়। বায়ুগুলো যেহেতু কোমর থেকে বের হয়ে পায়ের দিকে চলে গেছে তাই পায়ের দিকেও ব্যথা অনুভূত হতে পারে। তবে এটি নির্ভর করে কোন স্নায়ুর গোড়াটি চাপে পড়ল এবং চাপের ধরণ ও মাত্রা কেমন। ডিস্কটি অক্ষত থেকে স্নায়ুকে চাপ দিতে পারে আবার এর পর্দা ছিঁড়ে এর ভেতরের নিউক্লিয়াস ও জেলি বেরিয়ে এসে তা স্নায়ুরগোড়ায় চাপ দিতে পারে। এটি নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে এম আর আই করতে হবে। শারীরিক লক্ষ্মণ ও এমআরআইয়ের রিপোর্ট চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।

চিকিৎসা ঃ পিএলআইডি মানেই অপারেশন নয়। স্বল্প ও মাঝারি মাত্রার পিএলআইডি ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। পূর্ণ বিশ্রাম রেখে দিনে তিন চারবার ফিজিওথেরাপি প্রয়োগকরলে তিন চার সপ্তাহের মধ্যেই পিএলআইডিজনিত কোমর ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়াযায়।

আমের রোগবালাই পোকামাকড় দমন

আম গাছে প্রচুর মুকুল আসলেও ফল না ধরার একাধিক কারণ ও তার সমাধান আম গাছে প্রচুর মুকুলদেখাদিলেও আম ধরে না বা খুব কম ধরে, যা একটি গুরুত্বর সমস্যা। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ শোষক বা হপার পোকার উপদ্রবের জন্য এটি হতে পারে। ফুল আসার পর পূর্ণাঙ্গ শোষক পোকা ও তার নিম্ফগুলো ফুলের রস টেনে নেয়। ফলে সময় ফুলগুলো একসময় শুকিয়ে ঝরে যায়। একটি হপার পোকা দৈনিক তার দেহের ওজনের ২০ গুণ পরিমাণ রস শোষণ করে খায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঠালো রস মলদ্বার দিয়ে বের করে দেয়, যা মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় জমা হতে থাকে য়ার ওপর এক প্রচার ছত্রাক জন্মায়। প্রতিকার হিসেবে আম বাগান সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে বিশেষ করে গাছের ডালপালা যদি ঘুব ঘন থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ছাঁটাই করতে হবে, যাতে গাছের মধ্যে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। আমের মুকুল যখন ৮/১০ সেমি লম্বা হয় তখন একবার এবং আম মটর দানার মতো হলে আর একবার প্রতি লিটার জলে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন অথবা কার্বারিল ২ গ্রাম / লিটার মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। আমের হপার পোকার কারণে সুটিমোল্ড রোগের আক্রমণ অনেক সময় ঘটে, তাই সুটিমোল্ড দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হারে সালফার জাতীয় ওষুধ ব্যবহার্য কীটনাশকের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ মেঘলা আকাশ ও কুয়াশা থাকার কারণে মুকুলে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দেয়। ফলে অতি দ্রুত মুকুলের গায়ে সাদা সাদা পাউডারের মতো দেখা দেয় এবং একপর্যায়ে প্রায় সব মুকুল কালো হয় ঝরে যায়। সালফারঘটিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ভালোভাবে মিশিয়েস্প্রে করতে তা দমন করা যায়। তাছাড়া এনথ্রাকনোজও এ সময় দেখা দেয়। ফলে সমস্যা মুকুল কালো হয়ে ঝড়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ম্যানকোজের প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতেহবে। তৃতীয়তঃ গবেষণায় দেখা গেছে, আবহাওয়া, পোকামাকড় ও রোগ কোন কারণে এটি গটে না। আমের পুষ্পমঞ্জুরিতে এক লিঙ্গ ও উভলিঙ্গ ফুল কে সঙ্গে থাকে। ভাল ফলনের জন্য বেশি বেশি উভলিঙ্গ ফুলের দরকার। কিনা যে সব গাছে ১০ শতাংশের কম উভলিঙ্গ ফুল থাকে তার স্বভাবতই স্বল্প ফলনশীল জাত। কাজেই ভাল ফলন, পেতে হলে এসব জাতের আম চাষ না করাই ভাল। চতুর্থতঃ গাছে ফুল ফোটার সময় কুয়াশা, মেঘলা আবহাওয়া বা বৃষ্টি থাকলে ফুলের পরাগ সংযোগ ব্যাহত হয়। যার ফলেপ্রচুর ফুল ফুটলেও সময় মতো পরাগ সংযোগ না হওয়ায় সেগুলো ঝরে যায় বা ফলন হয় না। তাছাড়াঅনেক সময় গাছে অস্বাভাবিক পুষ্পমঞ্জুরি দেখা যায়। এমন মুকুলেস্ত্রী ফুলেরসংখ্যা খুব কম। ফলে কদাচিৎ ফল উৎপন্ন হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটি টিকে থাকে না। মুকুল ক্রমেই শুকিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গাছে থেকে যায়। এমন অবস্থায় আক্রান্ত মুকুল গাছ থেকে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। আবার জমিতে ফসফেট, দস্তা ইত্যাদি খাদ্যের অভাব, ফল ধরার পর জমিতে রসের অভাব ইত্যাদি কারণেও অসময়ে ফুল ও ফল ঝরে যায়। এ কারণগুলো নিয়ন্ত্রণ করেও যদি ফল ঝরতে দেখা যায়, তাহলে 'প্লানোফিক্স' ২মিলি ৪.৫ লিটার জলে মিশিয়ে আম ফলের গুটি মটর দানার মতো হলে একবর আর মার্বেল আকৃতির হলে আর একবার স্প্রে করল ফল ঝরা বন্ধ হবে।

সিভি লেখার আগে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন

চাকরির ক্ষেত্রে সিভি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। চাকরি হবে কিনা তাও বেশিরভাগ সময় নির্ভর করে আপনার সিভিটা কতটা ব্যতিক্রম। সিভি ফার্স্ট ইমপ্রেশন তৈরি করতে যে সাহায্য করবে সেটা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

আসুন জেনে নেই সিভি লেখার আগে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।

বেকারত্ব

আপনার চাকরি জীবনের ধারাবাহিকতায় দেখা গেল ছয় মাস আপনি বেকার ছিলেন, এই ধরনের গ্যাপ প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগ পছন্দ করে না। তাই সিভিতে এই বিষয়গুলো এড়িয়ে চলুন।

নেটওয়ার্ক

আপনি যে বিষয়ে পড়াশুনা করলেন কিংবা আপনার, অভিজ্ঞতা কতটুকু ভালো সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং আপনার চাকরিদাতা দেখবে আপনার নেটওয়ার্কয়ের ক্ষমতা কতটুকু।

ইমেইল আইডি

আপনার ইমেইল ঠিকানার মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিত্ব অনেকটাই বোঝা যায়। তাই খেয়াল রাখতে হবে উদ্ভট কিংবা অশালীন অর্থ বহন করে এইরকম কোনও ইমেইল আইডি সিভিতে দেবেন না।

এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার তথ্য

আপনার বয়স যদি ৫০ কিংবা ৬০ হয়, কিংবা কোনও সিনিয়র পোস্টে চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে আপনার এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার তথ্য সিভিতে দিতে যাবেন না।অভিজ্ঞতা আপনার সিভিতে সবচেয়ে বেশি জায়গা ব্যবহার করবেন আপনার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে। কারণ আপনার চাকরিদাতা এই অংশটিই সবচেয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। চাকরির সঙ্গে মিলিয়ে সিভি বানান

যে চাকরির জন্য আবেদন করছেন সে চাকরির সঙ্গে মিলিয়ে সিভি বানান। একই সিভি সব জায়গায় জমা দেবেন না।

দুই পাতা

চাকরি জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন? তাহলে সিভি বানাবেন এ ফোর সাইজের এক পাতায় আর সিনিয়র হলে দুই পাতায়। এর বেশী কখনোই নয়।

নভোচারীকে প্রশিক্ষণ দেবে অ্যাপ

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার সঙ্গে মিলে স্পেস নেশন নেভিগেটর সাধারণ মানুষের মহাকাশ ভ্রমণের স্বপ্ন পূরণ করতে এনেছে নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপ ।অ্যাপটি তৈরি করেছে স্পেস নেশন। অ্যাপটিকে 'বিশ্বের প্রথম নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপ' হিসেবে দাবি করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। অ্যাপটিতে মিনি গেম, কুইজ, ফিটনেস চ্যালেঞ্জ এবং ন্যারোটিভ অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে গ্রাহককে নভোচারীদের মৌলিক কৌশলগুলো শেখানো হবে বলে প্রতিবেদনে জানিয়েছে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিরর। 'স্পেস নেশন অ্যাস্ট্রোনট প্রোগ্রাম' এর প্রথম ধাপ হিসেবেও দেখা হচ্ছে স্পেস নেশন নেভিগেটর অধ্যাপক। বৈশ্বিক এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একজন বিজ্ঞানী মহাকাশ ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। ১২ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে বিনামূল্যের অ্যাপটি উন্মুক্ত করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৬১ সালে মহাকাশ ভ্রমণকারী প্রথম মানব হলেন ইউরি গ্যাগারিন। ওই অর্জনের বর্ষপূর্তির দিনেই নতুন নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপটি উন্মোচন করা হয়।স্পেস নেশন প্রধান কেল ভাহা জাকোলা বলেন, 'স্পেস নেশন নেভিগেটরের উন্মোচন অ্যাপ ব্যবহারকারীদের মহাকাশ গণতন্ত্রের কেন্দ্রে নিয়ে আসছে।' শুনতে যতটা উন্মাদনা মনে হয় তেমনি অ্যাপটি ডাউনলোড করা আপনার মহাকাশ যাত্রার প্রথম ধাপ হতে পারে।'গুগল প্লে স্টোর থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে স্পেস নেশন নেভিগেটর অ্যাপ। শিগগিরই অ্যাপ স্টোরেও আনা হবে এটি।

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

ঘরেই তৈরি করুন সুস্বাদু দোসা

দক্ষিণ ভারতের একটি অন্যতম জনপ্রিয় খাবার হলোদোসা। আর এই দোসার সাথে খাওয়া হয় নানান রকমের চাটনি ও ভুনা। তবে দোসা বাংলাদেশেও বেশ জনপ্রিয়। দোসা খেতে পছন্দ করেন অনেকে। তবে দোসা কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমরা রেস্টুরেন্টে খেয়ে থাকি। তবে আপনি চাইলে ঘরেই তৈরি করতে পারেন সুস্বাদু দোসা।আসুন জেনে নেই কীভাবে তৈরি করবেন সুস্বাদু দোসা।উপকরণ

৩ কাপ আধা সেদ্ধ করা পোলাওয়ের চাল, ১ কাপ কলাইয়ের ডা, ১ চা চামচ খাবার সোডা, ১ চা চামচ লবণ, ১/২ চা চামচ চিনি।

প্রণালি

চাল ও ডাল ৬ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। চাল ও ডাল মিহি করে বেটে ফেলুন অথবা ব্লেন্ডারে মিহি করে ব্লেন্ড করে নিন। মিশ্রণে লবণ, চিনি ও জল মিশিয়ে পাতলা করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আরো ৬/৭ ঘন্টা রাখুন।

একটি নন স্টিক পাত্রে তেল ব্রাশ করে হাল্কা আঁচে গরম করুন। তেল গরম হয়ে গেলে পাত্রে একটি টেবিল চামচ দোসা তৈরির মিশ্রণ ঢালুন এবং পাত্রের চারদিকে চামচ দিয়ে পাতলা ও গোল করে ছড়িয়ে দিন। দোসার নিচের অংশ হালকা বাদামী হয়ে ধারাগুলো উঠে এলে বুঝতে হবে দোসাহয়ে গেছে। দোসা তোলার সময় সাধানে তুলতে হবে। চাইলে গোল করে মুড়িয়ে দিতে পারেন অথবা সোজাও রাখতে পারেন।

প্রতিবার পাত্রে দোসার মিশ্রণ দেয়ার আগে পাত্রটি কাপড় দিয়ে মুছে তেল ব্রাশ করে নিতে হবে। নয়তো দোসা আটকে যাবে এবং ওঠানোর সময় ছিঁড়ে যাবে। ডাল ভুনা, সবজি, তেঁতুল বা জলপাইয়ের চাটনি, নারকেল মিষ্টি চাটনি, আমের আচার বা দই দিয়ে গরম গরম দোসা পরিবেশন করুন।

বৃহস্পতিবার বৃক্ষ রোপন অনুষ্ঠানে কাউন্সিলার রত্না দত্ত এবং বিধায়ক আশিষ সাহা। ছবি- নিজস্ব।

বিধায়কদের আলটপকা মন্তব্য না করার নির্দেশ মমতার

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি.স) : দলীয় বিধায়কদের আলটপকা মন্তব্য না করার নির্দেশ দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেইসঙ্গে জনসংযোগে বাড়ানোর উপর জোর দিলেন তিনি । বিধায়কদের উদ্দেশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা, ''এলাকায় বেশি সময় দিন। এলাকা ছেড়ে কোথাও যাবেন না'।

বৃহতিবার দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে তৃণমূল ভবনে বৈঠক সারলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা ভোটে এরাজ্যে দলের ফলাফল প্রত্যাশিত না হওয়ায় আরও সাবধানী হয়ে গেছে শাসকদল । মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী তারপর থেকেই সমস্ত স্তরের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করছেন । বৃহতিবার তারই অংশ হিসেবে সমস্ত বিধায়কদের নিয়ে তিনি বসেছিলেন বৈঠকে । নির্ধারিত সময় দুপুর ৩টে হলেও, মুখ্যমন্ত্রী সেখানে পৌঁছে যান দুপুর ২টো নাগাদ । পৌঁছান এই মুহূর্তে শাসকদলের নির্বাচনী রণকৌশল স্থির করে দেওয়ার মাস্টারমাইন্ড প্রশান্ত কিশোরও । সেখানে প্রথম দফায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রশান্ত কিশোর; ৩ জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় । তারপর বিধায়কদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন দলনেত্রী ।

তাই আজ দলনেত্রীর প্রায় সমস্ত নির্দেশের নেপথ্যেই যে নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজিস্ট প্রশান্ত কিশোরের মস্তিষ্ক রয়েছে, তা বুঝতে বাকি রইল না কারও । এ দিনের বৈঠক শুরু হওয়ার আগে তৃণমূলে ভবনে পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রশান্ত কিশোর। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী আগে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন। তার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনায় বসেন প্রশান্ত কিশোর। তারপরে আবার তিনজন বৈঠক করেন। পরে অভিষেক ও প্রশান্তকে এক সঙ্গে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বৈঠক এড়ালেন সব্যসাচী দত্ত ও শোভন চট্টোপাধ্যায়। ২১ জুলাইয়ের আগে তৃণমূল ভবনে দলের বিধায়কদের বৈঠকে গেলেন না বিধাননগরের বর্তমান ও কলকাতার প্রাক্তন মেয়র। সম্প্রতি সব্যসাচী দত্ত ও তৃণমূলের সংঘাত চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিধাননগরের মেয়রের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছে তাঁর দল তৃণমূলই। এই প্রেক্ষাপটে তৃণমূলনেত্রীর বৈঠকে সব্যসাচীর গরহাজির হওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। বেশ কিছুদিন ধরেই তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়েছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়। এদিন মমতার বৈঠকে না থেকে সেই দুরত্ব শোভন আরও প্রসারিত করল বলেই মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের। আজই দুপুরে সব্যসাচীর বাড়িতে যান মুকুল রায়। এই প্রেক্ষিতে মমতার বৈঠক এড়ানোয় সব্যসাচীর বিজেপি যোগের জল্পনা যেমন বাড়ল, তেমনই তাঁর সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক ছেদের সম্ভাবনা আরও জোরালো হল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। যদিও বৃহস্পতিবার তপসিয়ায় তৃণমূল ভবনে দলের সমস্ত বিধায়ককে নিয়ে বৈঠক করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, দল ও বিধানসভার স্পিকারকে না জানিয়ে তৃণমূলের কোনও বিধায়ক যেন রাজ্যের বাইরে না যান, কিংবা বিদেশ সফরে না যান। এদিনের বৈঠকে দলের বিধায়কদের পাখি পড়ানোর মতো আরও অনেক কিছু বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। কিন্তু বৈঠকের পর থেকে তাঁর এই কথাটারই বেশি অনুরণন হতে শুরু করেছে দলের মধ্যে। তৃণমূলের একাধিক শীর্ষ নেতা জানান, নেত্রী বলেছেন, কোনও বিধায়ককেই কলকাতায় বেশি সময় দিতে হবে না। যে যাঁর নিজের এলাকায় যেন থাকেন, বুথ স্তরে সংগঠন শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন এবং যেন জনসংযোগ বাড়ানোর আরও চেষ্টা করেন। এর পরেই রাজ্যের বাইরে যাওয়া না যাওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন নেত্রী। দলের একাধিক নেতার কথায়, অস্বীকার করার উপায় নেই কর্ণাটক বিধানসভার সাম্প্রতিক ঘটনার পর দলের মধ্যে একটা তো ভীতি তৈরি হয়েছেই। কে কখন দল ছাড়বেন সেই আশঙ্কা যেন গ্রাস করছে। এই যেমন, লোকসভা ভোটের পর দল নেত্রী বিধায়কদের নিয়ে নবান্নের সভা ঘরে এক প্রস্ত বৈঠক করেছিলেন। ওই বৈঠকে যে বিধায়করা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'জন তার পর পরই দিল্লিতে গিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন। সুতরাং এ দিনের বৈঠকে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে বিজেপির সঙ্গে যোগ রাখছেন না কে বলতে পারে।

তাই ওয়াকিবহাল মহলের মতে, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এর জন্য বিধানসভাওয়াড়ি ৪ জন করে কর্মী নিয়োগ করবে তৃণমূল কংগ্রেস । এই কর্মীরা যোগাযোগ রাখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে । প্রতিটি জেলার তৃণমূল নেতৃত্বকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ৪ জন নজরদারি চালাবে । ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে ওই কর্মীদের নাম পাঠাতে হবে । এই কর্মীরা খবর দেবেন তৃণমূল নেত্রীকে । যোগাযোগ রাখবেন দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেও ।

প্রত্যেক বিধায়কের উদ্দেশেই তাঁর সাফ বার্তা, জনসংযোগে জোর দিতে হবে । মানুষের কাজে কোনও ভুল করে থাকলে, তা এড়িয়ে যাওয়া যাবে না । বরং মানুষের মুখোমুখি হয়ে সেই ভুল স্বীকার এবং সংশোধন করে নিতে হবে । এতে জনগণের ক্ষোভ কমবে । তাঁদের সঙ্গে মেলামেশার ধরনও পালটাতে হবে । চায়ের দোকানে বসেই সাধারণ ভাবে গল্প করতে হবে আমজনতার সঙ্গে । বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে না গিয়ে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে । তাঁর আরও নির্দেশ, সোশ্যাল মিডিয়ায় বাড়তি সক্রিয়তা প্রয়োজন । তথ্য দিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলকে চাপে ফেলতে হবে । সংবাদমাধ্যম এড়িয়ে চলতে হবে এবং কোথাও কোনও আলটপকা মন্তব্য করা যাবে না ।

এর পাশাপাশি তৃণমূল সুপ্রিমো এদিনের বৈঠকে জোর দিয়েছেন সংগঠনের দিকেও । বুথস্তরে দু'ভাগে কাজ হবে । একদল সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর রাখবে, আরেকদলের দায়িত্ব শুধুই সংগঠনের দেখভাল করা । দুটি কাজেই ২ জন করে ৪ জনের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে এবং এই চারজনের প্রত্যেকেই বিধায়ক হবেন । এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়কদের আরও বলেন, পারলে ৭দিনই নিজের নিজের কেন্দ্রে ঘুরতে হবে, পরিস্থিতি বুঝতে হবে, আরও বেশি নজর দিতে হবে ।

লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় 'ধাক্কা' খাওয়ার পরই ঘুরে দাঁড়াতে উঠেপড়ে লেগেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে এরাজ্যে বিজেপির উত্থান, অন্যদিকে, দলের গোষ্ঠী কোন্দলের পাশাপাশি মুকুল রায়দের দলবদলের কৌশল রীতিমতো চাপ বাড়াচ্ছে তৃণমূল শিবিরের। সে কারণেই দলের পরামর্শদাতা হিসেবে একদা মোদী-শাহদের নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজিস্ট প্রশান্ত কিশোরের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। ইতিমধ্যেই নবান্নে কয়েকবার মমতার সঙ্গে বৈঠক হয়েছে প্রশান্ত কিশোরের। এমনকী, কয়েকদিন আগে পশ্চিম মেদিনীপুরে তৃণমূলের বৈঠকেও প্রশান্ত কিশোর উপস্থিত ছিলেন বলে খবর।

দলের জনপ্রতিনিধিদের কাটমানি ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সুপ্রিমোর এই বক্তব্যের পরই তৃণমূলে আলোড়ন পড়ে যায়। রাজ্য জুড়ে কাটমানি বিক্ষোভ চলছেই। প্রশান্ত কিশোরের পরামর্শ মেনেই কাটমানি ফেরানোর কথা মমতা বলেছিলেন বলে দাবি করেছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে 'ধাক্কা' খাওয়ার পর কালীঘাটে সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দল শোনেনি। দলের প্রধান হিসেবে কাজ চালিয়ে যাব। কারণ, দলটা আমিই তৈরি করেছিলাম'। ভোটে দলের বিপর্যয় সামাল দিতে মুখ্যমন্ত্রীর থেকে তৃণমূলনেত্রী হিসেবেই যে এবার তিনি বেশি জোর দেবেন, সে বার্তাও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইমতোই ২৩ মের পর থেকে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকের বিধায়কদের বৈঠক তারই ফলস্বরূপ।

বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের বাঁচাতে কেন্দ্রকে আর্জি, সিদ্ধান্ত বিধানসভায়

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি. স.) : ৪৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারি মালিকানার কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিক্রি করার উদ্যোগের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়। পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান, বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী, তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, প্রতিমন্ত্রী তাপস রায়, সমীর চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ রায়, নর্মদা চন্দ্র রায়, নেপাল মাহাতা, মনোজ চক্রবর্তী এবং অসিত মিত্র প্রমুখের আবেদনে এই প্রস্তাব নিয়ে অধিবেশনে আলোচনা হয়।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, যেহেতু ৪৬ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ব্রিজ অ্যান্ড রুফ, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড, বেঙ্গল কেমিক্যাল, অ্যালয় স্টিল প্লান্ট প্রভৃতি ১০ টি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে, সেই কারণে কয়েক লক্ষ কর্মরত শ্রমিক কর্মচারী ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শ্রমিক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত রোখার চেষ্টায় সমস্ত আবেদন কেন্দ্রীয় সরকার তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। খুব দ্রুত এই লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলি বেসরকারিকরণ করতে চাইছে কেন্দ্র। অলাভজনক সংস্থাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত না করে এই সভা কয়েক লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীর স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ করছে। অবিলম্বে বেসরকারিকরণের এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার দাবি জানাচ্ছি।

অধিবেশনে আলোচনায় বরিষ্ঠ কংগ্রেস বিধায়ক অসিত মিত্র বলেন, "আমরা কি চেয়ে চেয়ে দেখব? কেন বলতে পারছি না ১০টি কারখানা বন্ধ করতে গেলে লড়াই করব, রক্ত দেব? না হলে বহু লোক চরম বিপদের মুখে পড়বে। যে করেই হোক, কারখানাগুলোকে বাঁচাতে হবে। কেবল অধিবেশনে আলোচনা করে প্রস্তাব গ্রহণ নয়, লাগলে সংসদ ভবনের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ হোক। তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ বলেন, জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। মোদী সরকার দেশের মিশ্র অর্থনীতির বনিয়াদ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রকে আবেদন করছি, শ্রমিকদের রক্ষা করুন। মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং সিপিএমের সুজন চক্রবর্তীও কারখানা বন্ধ করে শ্রমিকদের সঙ্কটে না ফেলতে দাবি রাখেন কেন্দ্রের কাছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিধানসভায় সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন পশ্চিম বাংলার শিল্পকে কীভাবে করা যায়, তার চক্রান্ত চলছে। এর পর কেন্দ্র তাজমহল, ভিক্টোরিয়া হয়ত বেচে দেবে। লালকেল্লা নিয়ে মাঝে নানা কথা শোনা যাচ্ছিল। বিলগ্নীকরণ হচ্ছে কিন্তু ৪৬ টি কারখানার উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে না। বিরাট সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ বা এই সব কারখানার সঙ্গে যুক্ত নানা ধরনের লোকের কী হবে তা দেখছে না কেন্দ্র।

বেলতলা গার্লস স্কুলকে কলেজ তৈরির প্রস্তাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি.স.): "বেলতলা গার্লস স্কুল চাইলে একটা কলেজ তৈরি করতে পারে। সেক্ষেত্রে সরকার রাজারহাট এলাকায় জমি দেবে"উ বৃহস্পতিবার কলকাতার বেলতলা গার্লস স্কুলের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। এদিন নজরুল মঞ্চ থেকে তিনি জানান কম্পিউটার ও স্মার্টক্লাসের পাশাপাশি মানবিকতা-মূল্যবোধের পাঠও দেওয়া হোক পড়ুয়াদের।

মুখ্যমন্ত্রী বেলতলা গার্লস স্কুলের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে জানান, "রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরদের মূল্যবোধের বিকাশ হোকউ কম্পিউটার ক্লাস, স্মার্টক্লাস থাকুক, সেই সঙ্গে মূল্যবোধ, মানবিকতার ক্লাস আলাদা করে হওয়া উচিত। হিংসা আর নেতিবাচক চিন্তা দূর করতে হবে মন থেকে"উ

পাশাপাশি এদিন মমতা আরও জানান, "বেলতলা স্কুলের উন্নয়নের জন্য ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার"। তিনি আরও প্রস্তাব দেন, বেলতলা স্কুল চাইলে একটা কলেজ তৈরি করতে পারে। সরকার রাজারহাট এলাকায় জমি দেবে।

এদিন মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, "রাজ্যে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হচ্ছেউ আজকের বাংলা ভবিষ্যতে দেশ চালাবে।" তিনি আরও জানান, ""শিক্ষার প্রসার ঘটছে বাংলায়। ৮ বছরে রাজ্যে ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয় গড়া হয়েছে। কৃষ্ণনগরে কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা হচ্ছেউ আরও ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে।"

পুলিশের গ্রেফতারি এড়াতে গুলি গিলে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

রায়গঞ্জ, ১১ জুলাই (হি.স.): পুলিশের গ্রেফতার এড়ানোর জন্য নিজেকে গুলি মেরে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা আগে বহুবার হয়েছেউ কিন্তু গ্রেফতার এড়াতে রিভালবারের গুলি গিলে নিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল এক ব্যাক্তিউ ঘটনাটি ঘটেছে হেমতাবাদ থানার বাড়ুইবাড়ি গ্রামেউ ব্যাক্তির। আহত ব্যাক্তিকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সুত্রে খবর, পেশায় নুরুল রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী আহত নুরুল ইসলামউ পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে নুরু ও তাঁর স্ত্রী জুলেখা আকতারের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছিলউ এর মধ্যেই আদালত নির্দেশ দিয়েছে স্ত্রীকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবেউ এবং সেই দায়ভার স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের উপর এসে পরেউ

এরপর বুধবার রাতে হেমতাবাদ থানার পুলিশ জুলেখার স্বামী নুরুল ইসলামের বাড়িতে জুলেখার আসবাবপত্র ফিরিয়ে আনতে যায়। পুলিশের সঙ্গে কথা বলার সময়ই নুরুল হটাত পকেট থেকে গুলি বের করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এই

ছয়ের পাতায়

রাহুল গান্ধীর পদত্যাগের পর বড়সড় সংকটে রয়েছে কংগ্রেস, মত জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার

ভোপাল, ১১ জুলাই (হি.স.) : রাহুল গান্ধীর পদত্যাগের পর বড়সড় সংকটে রয়েছে কংগ্রেস। এমনটাই মত প্রাক্তন সাংসদ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন রাহুলের ইস্তফা শিবিরের জন্য বড়সড় দুর্ভোগ নিয়ে আসবে। তবে এর বিকল্প রাস্তার কথাও এদিন জানিয়ে রেখেছেন সিন্ধিয়া। তিনি বলেন, রাহুল গান্ধীর বিকল্প হিসেবে কংগ্রেসকে সামলাতে পারে একমাত্র কোনও প্রাণবন্ত নেতা। যার এনার্জি কংগ্রেসকে দিশা দেখাবে। কারণ এই সংকটে কংগ্রেসের প্রতিটি কর্মীকে একযোগে কাজ করতে হবে। তাদের এককাট্টা করে কংগ্রেসের হয়ে লড়তে হবে বলে বার্তা দেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। যে পথে রাহুল হাঁটতে শিখিয়েছেন, নতুন কংগ্রেস নেতাদের সেই পথে হেঁটেই সফলতা আনতে হবে।

গত সপ্তাহেই কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন রাহুল গান্ধী। ট্যুইট করে বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি, এদিন তিনি নিজের চার পাতার ইস্তফা পত্রও প্রকাশ করেন। সেই ঘটনাকে উল্লেখ করে এদিন সিন্ধিয়া বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি কর্ণাটকের রাজনৈতিক সঙ্কট তৈরি করেছে। কংগ্রেস ও অন্যান্য দল শাসিত রাজ্যেগুলিতে গণতান্ত্রিক অচলাবস্থা তৈরি করতে চাইছে বিজেপি।উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর থাকা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছিল। লোকসভা নির্বাচনে দেশজুড়ে কংগ্রেসের ফলাফল কার্যত তলানিতে গিয়ে ঠেকে। এই অবস্থায় দলের সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চান রাহুল গান্ধী। কিন্তু দল সায় না দেওয়াতে সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়াতে পারেনি রাহুল গান্ধী। গত রবিবার রাহুল গান্ধীর রাস্তায় হেঁটে দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের এই দাপুটে নেতাকে অনেকেই সেরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন। তবে বর্ষীয়ান কমলনাথকেই সেই পদের জন্য বেছে নেয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি। সচিন পাইলটের মতো জ্যোতিরাদিত্যকে উপমুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন করতে চেয়েছিল রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস। তবে তা মেনে নেননি মাধবরাও সিন্ধিয়ার সন্তান। এরপর দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে দেন রাহুল গান্ধী। এদিকে, রাহুল গান্ধীর ইস্তফার পর মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস প্রধানের পদ ছেড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ, এরপর খবর আসে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে নিয়েও।

শীঘ্রই সরকারী কর্মীদের বেতন বাড়বে, বিধানসভায় পার্থ

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি. স.) : সরকারি কর্মীদের বেতন শীঘ্রই হবে বলে জানালেন পরিষদীয়মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সরকারী কর্মীদের সহমর্মিতা দেখিয়ে ওঁরা তো সরকারের স্তম্ভ বলে মন্তব্য করেন পার্থবাবু। এই সঙ্গে, ওঁদের বেতনবৃদ্ধি নিয়ে বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী সরব হওয়ায় ব্যঙ্গ করেন পার্থবাবু। বলেন, আপনাদের আমলে এত দরদ থাকলে ৩৪ বছরে ওরা তো রাজা হয়ে যেত।

বৃহস্পতিবার বিধানসভা অধিবেশনে ২০১৯-এর 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যালারিজ অ্যান্ড অ্যালাওন্সেস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল' এবং দি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি (মেম্বার্স এমোলিউমেন্টস) (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল' নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সরকারী কর্মীদের বেতনবৃদ্ধির প্রসঙ্গটি ওঠে। প্রাক্তন মন্ত্রী, আরএসপি-র বর্ষীয়ান নেতা বিশ্বনাথ চৌধুরী বলেন, "সরকারী কর্মচারীদের বেতন কমিশনের রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হল না। তারা বঞ্চিত হচ্ছেন।" প্রাক্তন বিধায়কদের জন্য বাড়তি আর্থিক বরাদ্দের আর্জি এনে তিনি বলেন, ওষুধের দাম ভীষণ বেড়ে গিয়েছে। কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক মনোজ চক্রবর্তীও প্রাক্তন বিধায়কদের ভাতাবৃদ্ধির প্রসঙ্গে সমর্থন জানিয়ে বলেন, ইনসাফ কি তারাজু ঠিক সে রহনা চাহিয়ে। বর্তমান মন্ত্রী ও বিধায়কদের ভাতাবৃদ্ধিতে যে রকম বৈষম্য দেখা গেল দেশের অন্য রাজ্যে তা হয়না।

সুজনবাবু অধিবেশনে প্রাক্তন বিধায়কদের ভাতাবৃদ্ধি এবং মন্ত্রী-বিধায়কদের ভাতায় সমতা আনার দাবি করেন। সেই সঙ্গে বলেন, আমাদের ভাতা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বাড়িয়ে নিলাম বলে কেউ কেউ মনে করছেন। এতে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা মার খাচ্ছে। কোনও কমিটির সুপারিশের মধ্যে দিয়ে এইবৃদ্ধি হলে ভাল হত। জবাবে পার্থবাবু বলেন, আমাদের রাজ্যে বিধায়করা সবচেয়ে কম সুযোগ পান। সব কিছুতেই কম পান। বিধানসভার এমোলিউমেন্ট কমিটিতে এ সব নিয়ে অতীতে অনেকবার কথা হয়েছে। প্রাক্তন বিধায়কদের ভাতাবৃদ্ধির বিষয়টি যুক্তির। আর, সরকারী কর্মীদের শীঘ্রই বেতন বাড়বে। সময়মত সব হবে।

বিরোধীদের উদ্দেশ্য করে পার্থবাবু বলেন, এই যে জনমুখী বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেন আপনারা। আপনাদের আমলে এত দরদ থাকলে ৩৪ বছরে ওরা তো রাজা হয়ে যেত। প্রায় আড়াই লক্ষ কর্মী। সরকার ওদের জন্য কিছুই করছে না, এ রকম কথা ঠিক নয়। সরকারী কর্মীদের উদ্বেগের কারণ নেই। অনেকে তাঁদের জন্য রাস্তায় (আন্দোলনে) নেমেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সজাগ আছেন।

এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারী কর্মীসংগঠন কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী এ দিন হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "রাজ্য বিধানসভায় জনপ্রতিনিধিদের বেতন এক ধাক্কায় অনেকটা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তার মানে রাজ্য সরকার প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিচ্ছেন বেতনের ক্ষয় ঘটছে।

তা হলে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কেন বঞ্চিত করা হচ্ছে। কেন তারা অবহেলিত ? বেতন কমিশনের সময়সীমা বিভিন্ন পর্যায়ে ৪ বছর লাগার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারন আছে কি ? বামফ্রন্ট সরকার আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও পঞ্চম বেতন কমিশন প্রতিশ্রুতি মতো ৬ মাসের মধ্যেই (বকেয়া মহার্ঘ ভাতা সহ) কার্যকরী করেছিল। যার সুফল এখনও কর্মচারীরা পাচ্ছেন। আর্থিক দিক থেকে ভারতবর্ষের মধ্যে সবথেকে পিছিয়ে পড়া রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। আমরা অবিলম্বে বকেয়া ৪১ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা সহ ষষ্ঠ বেতন কমিশন দ্রুত কার্যকরী করার দাবি জানাচ্ছি।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় জনতা পার্টির সভ্যপদ গ্রহণ শুরু হয়। ছবি- নিজস্ব।

নিম্নামানের রাস্তার কাজ, লাউদোহায় সড়ক নির্মানের কাজ বন্ধ করল গ্রামবাসীরা

দুর্গাপুর, ১১ জুলাই (হি. স.): নিম্নমানের কাজ তৈরীর কয়েকদিন পরই উঠে যাচ্ছে পীচের আস্তরন। আর তাতেই ক্ষোভে রাস্তা নির্মানের কাজ বন্ধ করে দিল গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের লাউদোহার জগন্নাথপুর গ্রামে।

প্রসঙ্গত, লাউদোহার আমদই, জগন্নাথপুর থেকে কালিনগর পর্যন্ত ৩.১ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল ছিল। মাস ছয়েক আগে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় নির্মান কাজ শুরু হয়। বরাদ্দ হয় ১ কোটি ৪৩ লক্ষ২৬১০ টাকা। সেইমতো রাস্তা তৈরীর কাজও শুরু হয়। লোকসভা ভোটের কারনে মাঝপথে থমকে ছিল। তারপর ইদানীং নতুন করে কাজ শুরু হয়। কিন্তু নির্মাণ কাজ দেখে বেজায়

ছয়ের পাতায়

নিম্নামানের রাস্তার কাজ, লাউদোহায় সড়ক নির্মানের কাজ বন্ধ করে দিল গ্রামবাসীরা

দুর্গাপুর, ১১ জুলাই(হি.স.): নিম্নমানের কাজ। তৈরীর কয়েকদিন পরই উঠে যাচ্ছে পীচের আস্তরন। আর তাতেই ক্ষোভে রাস্তা নির্মানের কাজ বন্ধ করে দিল গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের লাউদোহার জগন্নাথপুর গ্রামে।

প্রসঙ্গত, লাউদোহার আমদই, জগন্নাথপুর থেকে কালিনগর পর্যন্ত ৩.১ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল ছিল। মাস ছয়েক আগে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় নির্মান কাজ শুরু হয়। বরাদ্দ হয় ১ কোটি ৪৩ লক্ষ২৬১০ টাকা। সেইমতো রাস্তা তৈরীর কাজও শুরু হয়। লোকসভা ভোটের কারনে মাঝপথে থমকে ছিল। তারপর ইদানীং নতুন করে কাজ শুরু হয়। কিন্তু নির্মান কাজ দেখে বেজায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নিযুক্ত ওই ঠিকাদার সংস্থা ঠিকমতো রাস্তার কাজ করছে না। নিম্নমানের কাঁচামাল এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাস্তা তৈরী করছে। তৈরীর কাজ শেষ হতে না হতেই পিচ উঠে ফের নিচের মাটি বেরিয়ে পড়েছে।' স্থানীয় বাসিন্দা বাবলু বাগদী জানান,' স্পষ্ট ধারনা সিডুল মেনে কাজ হচ্ছে না।' এদিকে গতি প্রকৃতি দেখে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেয় গ্রামবাসীরা। তাদের দাবী,' সরকারি টাকায় এভাবে নিম্নমানের কাজ হতে দেওয়া যাবে না। সিডুল মেনে রাস্তার কাজ করতে হবে।' স্থানীয় বিজেপির তপশীলি মোর্চার সভাপতি তাপস মন্ডল জানান,' আমাদের ধারনা বরাত পাওয়া ঠিকাসংস্থা গাফিলাতি ঢাকতে শাসকদলকে 'কাটমানি' দিয়েছে। তার ফল স্বরূপ নিম্নমানের কাজ। তদন্তের দাবী জানাচ্ছি।'

তৃণমূল কংগ্রেসের লাউদোহা ব্লক

ছয়ের পাতায়

‘দোলা সেনকে জেতানোর জন্য বিজেপিকে আবেদন জানিয়েছিলেন মমতা’: মুকুল

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি.স): ‘দোলা সেনকে জেতানোর জন্য বিজেপিকে আবেদন জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়’। রাজ্যসভা থেকে এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স বা ইএসআই কমিটির সদস্য পদে দোলা সেনের জয় নিয়ে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে সল্টলেকে সব্যসাচী দত্তর বাড়ি থেকে বের হবার সময় মুকুল রায় বলেন, ”গতকাল দোলা সেন বিজেপির ভোটে জিতেছেন। তাঁর হয়ে সেই ভোট বিজেপির কাছে চেয়েছিলেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়’।
রাজ্যসভা থেকে ইএসআই বোর্ডের সদস্য পদটি বিরোধী কোটায় থাকে। আগে যা ছিল তৃণমূল সাংসদ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি অবসর নেওয়ার পর সেই পদে পরবর্তী সদস্য নির্বাচন করতে ভোটাভুটি ডেকেছিলেন সংসদীয় প্রতিমন্ত্রী ভি মুরলী ধরন। এতদিন তাদের দখলে থাকায় আসনটির দাবিদার ছিল তৃণমূল। কিন্তু সংসদে বোঝাপড়া বাড়াতে আসনটি সিপিএমকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু তাতেও ওই আসনে জয় নিশ্চিত ছিল না। সেজন্য দরকার ছিল কংগ্রেসের ভোট। কংগ্রেস আবার সিপিএমকে সমর্থন দিতে বেঁকে বসে। ফলে শেষ মুহূর্তে লড়াইয়ের ময়দানে নামে তৃণমূল। তৃণমূল প্রার্থী হন দোলা সেন। কংগ্রেস দাঁড় করায় প্রদীপ ভট্টাচার্যকে। সিপিএম প্রার্থী করে এলম আরম করিমকে। বুধবার ভোটাভুটির শেষে দেখা যায়, ৯২ ভোট পেয়ে জিতেছেন দোলা সেন। প্রদীপ ভট্টাচার্য পেয়েছেন ৪৬টি ভোট। সিপিএম প্রার্থী পেয়েছেন মাত্র ৮টি ভোট। হিসাব বলছে, বিজেপির অন্তত ২২ টি ভোট পেয়েছেন দোলা। বিজেপি শিবিরের দাবি, তাদের ভোটেই জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সদস্যা। ৯২টি ভোট পেয়ে জিতেছেন দোলা সেন, যার মধ্যে কমপক্ষে ২২টি ভোট বিজেপির ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। ওদিকে বিজেপির ভোট তৃণমূল পাওয়ায় ফের একবার দু”দলের গোপন আঁতাতের অভিযোগ তুলেছে বাম ও কংগ্রেস। তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এক্ষেত্রে বিজেপির কাছে বিকল্প ছিল না। কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া বিজেপির পক্ষে সম্ভব নয়। সিপিএমের ক্ষেত্রেও তাদের একই অবস্থান। সেক্ষেত্রে বাকি রইল তৃণমূল। তবে ভোটদানে বিরত থাকতে পারত বিজেপি। সেক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রার্থীর জয় আসন্ন ছিল। সেই সম্ভাবনা রুখতেই সরাসরি তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে বিজেপি।

পাহাড় ও সমতল

আটের পাতার পর

বৃষ্টির কারণে ১০ ও ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে ধ্বস নামে। ফলে শিলিগুড়ির সঙ্গে একাধিক এলাকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরেই পশ্চিমবঙ্গ-সিকিমের মধ্যে যাতায়াত চলে। ধ্বস নামার ফলে দু’দিকেই এখন আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক। যাঁরা সিকিমে গিয়েছেন, তাঁদের এখনই ফেরার কোনও পথ নেই। একইভাবে সিকিম যাওয়ার জন্যও দ্বার রুদ্ধ পর্যটকদের।
পাশাপাশি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কেও নেমেছে ধ্বস। সেবক কালিবাড়ির কাছে একাধিক জায়গায় ধ্বস নামার ফলে কালিম্পংয়ের সঙ্গেও শিলিগুড়ির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ডুয়ার্সের পর্যটকরাও সমস্যায় পড়েছেন। কারণ শিলিগুড়ির সঙ্গে ডুয়ার্স যাতায়াতের রাস্তাতেও নেমেছে ধ্বস। এক কথায় শিলিগুড়ি থেকে আপাতত উত্তরবঙ্গ বা সিকিমের যে কোনও জায়গারই যোগাযোগ এখন বড়সড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার উপর আবহাওয়া দফতর উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি থামার কোনও ইঙ্গিত দেয়নি। উলটে শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে খবর। ফলে ধ্বসের সম্ভাবনাও বাড়ছে। তবে বৃষ্টি থামলে যে ধ্বস হবে না, তারও কোনও মানে নেই। স্থানীয়দের মতে, বৃষ্টি থেমে গেলেও মাটি আলগা থাকে। ফলে ধ্বসের প্রবণতা থেকেই যায়।
১০ ও ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে ধ্বস পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়েছে। তবে বিকেলের আগে এলাকায় যান চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। আশঙ্কা, রাস্তা যান চলাচলের উপযোগী করতে রাত গড়িয়েও যেতে পারে। ফলে কতক্ষণে শিলিগুড়ির সঙ্গে সিকিম, কালিম্পং ও ডুয়ার্সের যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না।
বুধবার সেবকের কাছে তিস্তায় পর্যটক সহ একটি গাড়ি পড়ে যায়। বিকেলেই উদ্ধারে নামে এনডিআরএফ এর একটি দল। কিন্তু প্রবল স্রোতে বাধা পায় উদ্ধার কাজ। একটি পর্যটন সংস্থার ওই গাড়িতে দুজন ছিলেন বলে জানা গেছে। আজ সকালে ফের তল্লাশির কাজে যেতে গেলে সেবকে ধ্বসের জন্য আটকে যায় এনডিআরএফ এর গাড়ি। দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ধস সরানোর কাজ শুরু হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে ২০৯ জন এবং তাদের পাঠ দানের জন্য শিক্ষক আছেন ৮ জন।
অভিযোগ এসব সমস্যা নিরসনে কতৃপক্ষকে বার বার আবেদন জানানোর পরও কাজ হয়নি।বাধ্য হয়ে গত ২৫ জুন বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা তাদের দাবী আদায়ে বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তা অবরোধে বসে তখন স্থানীয় শাসক দল পরিচালিত পঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধীরা এসে চলতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সমস্যার সুরাহার আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি বলে জানায় ছাত্র-ছাত্রীরা।
বাধ্য হয়ে ফের বৃহস্পতিবার আন্দোলনে নামে স্কুল পড়ুয়ারা।পথ আটকে প্রায় তিন ঘন্টা আন্দোলন চালায় তারা।
এদিন ছিল প্রকৃতিক দূর্যোগ সেই দূর্যোগকে উপেক্ষা করেই বৃষ্টিস্নাত হয়ে বিদ্যালয়ের কচিকাচা ছাত্র-ছাত্রীরা সামিল হয় আন্দোলনে।খবর পেয়ে ছুটে যান কুমারঘাট মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক সিসি দেওয়ান এবং সমস্যা নিরসনের আশ্বাস দেন ছাত্র ছাত্রীদেরকে বলে জানান তিনি।
উনার আশ্বাসে অবরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়।এদিকে পড়ুয়াদের দাবির যৌক্তিকতা স্বিকার করেছেন বিদ্যালয়ের ইনচার্জ প্রলয় তারন কর। বর্তমান জোট সরকারের আমলে শিক্ষাঙ্গনের এহেন হাল দেখে অবাক হচ্ছেন অনেকেই।অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই হীরার রাজ্যে আরও কতকিছুই না দেখতে হবে রাজ্যবাসীকে।এখন দেখার বর্তমান সরকার পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে বিদ্যালয়টির সমস্যা নিরসনে আদৌ কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয় কিনা।

অভিযোগ

আটের পাতার পর

গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গৃহবধূ রুমা তার বাপের বাড়ির লোকজনদের কাছে জবানবন্দীও দিয়েছে। তাকে বলপূর্বক মুখে বিষ ঢেলে খেতে বাধ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে গৃহবধূ রুমা দাস।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এ ব্যাপারে মৃতার বাপের বাড়ির পক্ষ থেকে উদয়পুর মহিলা থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। গৃহবধূকে বিষ খাইয়ে হত্যার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের ষঞ্চার হয়েছে। এ ব্যাপারে মৃতার বাপের বাড়ির পক্ষ থেকে উদয়পুর মহিলা থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারের ষংবাদ নেই। গৃহবধূকে বিষ খাইয়ে হত্যার ঘটনায় ষংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র ক্ষোভের ষঞ্চার হয়েছে। ঘটনার যুষ্ঠু তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাষী।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

তিনের পাতার পর

হাজার ৯৪০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, তিন লাখ ৮৫ হাজার ১৫৬ টি নেশার ইনজেকশন, ৩ কেজি আফিম, সাড়ে ৮ কেজি কোকেন আটক করেছে।এছাড়া অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমকালে তিন হাজার ৮৫৫ জন নারী ও এক হাজার ৫৯১ শিশুকে উদ্ধার এবং ১০৮ জন পাচারকারীকে আটক করেছে বিজিবি।

রওশন এরশাদ

তিনের পাতার পর

ভয়াবহ হামলা থেকে আমাদের শি গ্রহন করতে হবে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।
আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ অভিযানের বিষয়ে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, জাতীয় নির্বাচনে যারা দলের জন্য কাজ করেছে, আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়েছে ও নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছে সেই নবীনদের দলে অন্তভূক্ত করা হবে।তিনি বলেন, আবার যাকে তাকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদ দেয়া যাবে না। কারণ জাতীয় নির্বাচনের সময় জোয়ারের পানির মত অনেকেই দলের প্রচার ও প্রচারণায় অংশ নিয়েছে। তাদের সকলকে দলে একামোডেট করতে পারব না। দলের নীতি ও আদর্শের সঙ্গে তাদের কতটা সম্পৃক্তা রয়েছে তাও দেখা হবে।কাদের বলেন, কোন চিহ্নিত সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ, স্বাধীনতা বিরোধী ও সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী কাউকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদ দেয়া যাবে না।কারণ দুষ্ঠু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। কোয়ালিটিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

দিল গ্রামবাসীরা

পাচের পাতার পর

সভাপতি সুজিত মুখোপাধ্যায় অবশ্য জানান,’ এখানে কাটমানির কোন ঘটনা নেই। বরাত পাওয়া ঠিকাসংস্থাকে সিডুল মেনে কাজ করতে হবে। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছে সেরকম হলে নতুন কেন ঠিকাসংস্থাকে দিয়ে কাজ করানো হোক।’ দুর্গাপুর মহকুমাশাসক অনির্বান কোলে জানান, ’কাজ বন্ধ আছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ প্রমানিত হলে আইনানুগ ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

চেষ্টা যুবকের

পাচের পাতার পর

ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তড়িঘড়ি নুরুলকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে। গুলি এখনও তার শরীরেই আছে বলে হাসপাতাল সুত্রে খবর। গুলি যখন তাঁর কাছে আছে তখন তাঁর কাছে আগ্নেয়াস্ত্রও রয়েছে বলেও সন্দেহ পুলিশেরঊ এই ঘটনার পর পুলিশ তাঁর বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালালেও তাঁর বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়নি বলে জানিয়েছে হেমতাবাদ থানার পুলিশ।

বন্ধ করল গ্রামবাসীরা

পাচের পাতার পর

ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নিযুক্ত ওই ঠিকাদার সংস্থা ঠিকমতো রাস্তার কাজ করছে না। নিম্নমানের কাঁচামাল এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাস্তা তৈরী করছে। তৈরির কাজ শেষ হতে না হতেই পিচ উঠে ফের নিচের মাটি বেরিয়ে পড়েছে।’
স্থানীয় বাসিন্দা বাবলু বাগদী জানান,’ স্পষ্ট ধারনা সিডুল মেনে কাজ হচ্ছে না।’ এদিকে গতি প্রকৃতি দেখে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেয় গ্রামবাসীরা। তাদের দাবী,’ সরকারি টাকায় এভাবে নিম্নমানের কাজ হতে দেওয়া যাবে না। সিডুল মেনে রাস্তার কাজ করতে হবে।’ স্থানীয় বিজেপির তপশীলি মোর্চার সভাপতি তাপস মন্ডল জানান,’ আমাদের ধারনা বরাত পাওয়া ঠিকাসংস্থা গাফিলাতি ঢাকতে শাসকদলকে ”কাটমানি” দিয়েছে। তার ফলস্বরপ নিম্নমানে কাজ। তদন্তের দাবী জানাচ্ছি।’ তৃণমূল কংগ্রেসের লাউদোহা ব্লক সভাপতি সুজিত মুখোপাধ্যায় অবশ্য জানান,’ এখানে কাটমানির কোন ঘটনা নেই। বরাত পাওয়া ঠিকাসংস্থাকে সিডুল মেনে কাজ করতে হবে। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছে সেরকম হলে নতুন কেন ঠিকাসংস্থাকে দিয়ে কাজ করানো হোক।’ দুর্গাপুর মহকুমাশাসক অনির্বান কোলে জানান,’ কাজ বন্ধ আছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনানুগ ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

বন্দুক হাতে চটুল নাচ বিধায়কের : প্রণবকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করার সুপারিশ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের

দেহরাদুন, ১১ জুলাই (হি.স.): দুই হাতে দু”টি আগ্নেয়াস্ত্র। মুখেও একটি বন্দুক। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েই চটুল নাচে মেতে ওঠেন উত্তরাখণ্ডের বিধায়ক প্রণব সিং (চ্যাম্পিয়ন)। এমনই একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর বিধায়কের উপর বেজায় ক্ষুব্ধ বিজেপি নেতৃত্ব। এবার প্রণব চ্যাম্পিয়নকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করার সুপারিশ করল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। উত্তরাখণ্ড বিজেপির ইন-চার্জ শ্যাম জাজু জানিয়েছেন, ”বিজেপি বিধায়ক প্রণব চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে দল। প্রণবকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করার সুপারিশ করেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।” সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে এর আগেও সাসপেন্ড করা হয়েছিল প্রণবকে। তাঁকে শোকজও করা হয়েছিল। তা সত্বেও পরিস্থিতি একটুও বদলায়নি। তাই এবার প্রণব চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে চলছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচন কমিশনের সচিব জানিয়েছেন, গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪৮টি এবং ২-টি পঞ্চায়েত সমিতিতে আইপিএফটি প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
এদিন তিনি আরও জানান, ২১০ জন নির্দল প্রার্থী ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। মনোনয়ন প্রত্যাহারের পর তাঁদের মধ্যে ১১৮ জন গ্রাম পঞ্চায়েতে, ২১ জন পঞ্চায়েত সমিতিতে এবং সাতজন জেলা পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
প্রসঙ্গত, আগামী ২৭ জুলাই ত্রিপুরায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফলাফল ঘোষণা হবে ৩১ জুলাই।

তিনজন

● প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার পশ্চিম জেলার অন্তর্গত জিরানিয়া মহকুমার এষডিপিও যুমন মজুমদার এবং রানিরবাজার থানার পুলিশ নেশা ষামগ্রী, নগদ টাকা-ষহ তিন যুবককে আটক করেছে।
টিআর ০১ এজেড ০৬৫৭ নম্বরের একটি ছোট গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৪০ হাজারটি নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট এবং নগদ ২৪ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছেন অভিযানকারীরা। ষেই ষঙ্গে পুলিশ গাড়ি থেকে তিনজনকে আটক করে। এরা মণির হুষেন (২৮), অলিক হুষেইন (৩০) এবং প্রীতম ভৌমিক।
এষডিপিও যুমন মজুমদার জানান, বাজেয়াপ্তকৃত ষামগ্রীগুলির বাজার মূল্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। তিনি জানান, তাদের জিরানিয়া মহকুমার অন্তর্গত মাধববাড়ি আন্তঃরাজ্য ট্রাক টার্মিনাষ থেকে আটক করা হয়েছে। এই অভিযানে যুমন মজুমদারের ষঙ্গে ছিলেন রানিরবাজার থানার ওষি ষৌমেন দাষ-ষহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিন ষকাল ষাড়ে চারটা নাগাদ অভিযান চালানো হয়েছিল বলে এষডিপিও-র কাছে জানা গিয়েছে।

বসবে

● প্রথম পাতার পর

এ-সব মামলা পূর্ববর্তী বিরোধ সংক্রান্ত অভিযোগ। এছাড়া আদালতে চলমান ৫৮২টি মামলাও লোক আদালতে নিস্পত্তির জন্য তোলা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
শর্মারায় বলেন, ইতিমধ্যে মামলার পক্ষা-পক্ষকে নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছে। আদালতগুলিতে মামলার পক্ষা-পক্ষকে সহযোগিতা করতে আধা-আইনি স্বেচ্ছাসেবকরা (পিএলভি) থাকবেন। ত্রিপুরা রাজ্যে আইনসেবা কর্তৃপক্ষের দ্রুত ও বিনা আইনি খরচে মামলা নিস্পত্তির এই সুবিধা সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিতে অনুরোধ করেছেন তিনি। সাথে আবেদন জানিয়েছেন, মামলার বিষয়ে কোনও নথি কারও নিয়োজিত আইনজীবীদের মাধ্যমে আগে জমা করে না থাকলে লোক আদালতে উপস্থিত হওয়ার সময় তা সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

চলাচল

● প্রথম পাতার পর

গাড়ির উপর পড়ে যায়। তাতে মারুতি গাড়িটির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পরে খবর দেওয়া হয়, করবুকস্থিত বন দপ্তরের অফিসে। বন দপ্তরের এসডিএফও, এসডিপিও সহ বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে। বন দপ্তরের কর্মীরা ড্রজার দিয়ে গাছটি সরিয়েছে। বন দপ্তরের এক আধিকারীক জানিয়েছে, এই ধরনের বহু পুরনো গাছ যতনবাড়ি থেকে করবুক পর্যন্ত রয়েছে। যেকোন সময় বড় ধরনের বিপত্তি হতে পারে বলে ওই বন আধিকারিক আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।
এদিকে, পেঁচারথলে জাতীয় সড়কে রেলের একটি ব্রিজের নীচে ট্রাক আটকে পড়ায় যান চলাচল প্রায় এক ঘন্টা বন্ধ থাকে। পরে অবশ্য যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই ট্রাকের পেছনের অংশ মাত্রাতিরিক্ত উচু থাকায় ব্রিজের নীচের অংশে লেগে যায়।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, মোবাইলগুলির আইইএমআই নম্বর ট্র্যাক করে প্রযুক্তির সহায়তায় লোকেশান খুঁজে বের করা হয়। এতে দেখা যায়, পাঁচটি মোবাইল পাঁচজনের কাছে রয়েছে। তিনি জানান, প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে তাদের মোবাইল নম্বর খুঁজে বের করা হয়। সে মোতাবেক তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রত্যেকেই জানিয়েছেম তারা মোবাইল অন্যের কাছ থেকে ক্রয় করেছেন। তবে, তারা মোবাইলগুলি বিনা শর্তে ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন।
মঙ্গেশ পাটারির কথায়, ওই পাঁচজনকে জেরায় স্পষ্ট হয়েছে, তারা মোবাইল চুরি করেননি। ফলে, তাদের বক্তব্য সত্য ধরে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি না, বলেন তিনি। পাটারির বক্তব্য, পাঁচটি মোবাইল মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরাও মোবাইল ফিরে পেয়ে ভীষণ খুশি।

বাংলাদেশের

● প্রথম পাতার পর

বৈঠকে দুই দেশের সচিবস্তরের আলোচনায় সিদ্ধান্তক্রমে গঠিত যৌথ টেকনিক্যাল কমিটির আধিকারিকরা ত্রিপুরার সোনামুড়া থেকে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি পর্যন্ত জল পরিবহণে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ করেছেন। শুধু তাই নয়, গোমতি নদীপথে ভারত-বাংলাদেশে পরিবহণ সম্ভাবনা নিয়ে ইতিবাচক রিপোর্ট জমা দিয়েছেন তাঁরা।
জাহাজ রাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, জলপথে গোমতি নদী বাংলাদেশে মেঘনা নদীর সাথে গিয়ে মিশেছে। ফলে, সোনামুড়ায় নদীবন্দর স্থাপনের ক্ষেত্রে জলপথে বাংলাদেশের সাথে প্রটোকল রুটে যুক্ত হতে হবে। তাঁর দাবি, ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের কাছে এ-বিষয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। কারণ, নদীপথে ভারত-বাংলা প্রটোকল রুটে সোনামুড়া-দাউদাকান্দি রুট অন্তর্ভুর্ক্ত করার জন্য বাংলাদেশের অনুমোদনের প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্য, বাংলাদেশ সরকারকে ওই রুট ভারত-বাংলা প্রটোকল রুটে অন্তর্ভুক্তির অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। তাই, সোনামুড়ায় নদীবন্দর স্থাপনের জন্য বাংলাদেশের অনুমোদনের অপেক্ষা করা হচ্ছে, জানান তিনি।
প্রসঙ্গত, সোনামুড়ায় নদীবন্দর স্থাপন হলে জলপথে বাংলাদেশের সাথে পরিবহণ শুরু হবে। ছোট জাহাজ দিয়ে পণ্য পরিবহণের পরিকল্পনা রয়েছে। মূলত, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরই এ-বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কারণ, স্থলপথের পাশাপাশি জলপথে পণ্য পরিবহণ শুরু হলে ত্রিপুরা নানাভাবে উপকৃত হবে বলে মনে করে রাজ্য সরকার।

চিকিৎসকের বাড়িতে চুরি, গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। রাজধানীর বুকে চিকিৎসকের বাড়িতে চুরির ঘটনায় তিন জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আগরতলায় জয়পুরে নিজ বাড়ি থেকেই সমীর মিয়া, ইয়ার হোসেন আব্দুল আমিনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। চুরি যাওয়া সামগ্রীও তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে।
পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ জানিয়েছে, গত ২০ জুন নতুনপল্লী ডাঃ দীপেন রায়ের আবাসনে চোরেরা হানা দেয়। তারা টিভি, ল্যাপটপ, ক্যামেরা, ঘড়ি সহ প্রচুর জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। ওই ঘটনায় ডাঃ রায় পশ্চিম আগরতলা থানায় মামলা করেন। পুলিশের দাবি, তদন্তে নেমে প্রথমে সমীর মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ইয়ার হোসেন ও আব্দুল আমিনকে আজ পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে তিন জন চোর জয়পুরের বাসিন্দা। তাদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ছড়ি যাওয়া টিভি, ল্যাপটপ, ঘড়ি, ক্যামেরা সহ বেশ কয়েকটি সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাদের আগামীকাল আদালতে তোলা হবে। তাদের জেরা করে এই চোর চক্রের সাথে যুক্তদের খুঁজে বের করবে পুলিশ।

কর্ণাটক জটিলতা : স্পিকারের সঙ্গে দেখা করার জন্য বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.): কর্ণাটক-জটিলতা কাটছেই নাঊ টালমাটাল অবস্থা এইচ ডি কুমারস্বামী সরকারেরঊ গণইস্তফা এখনও গ্রহণ করেননি কর্ণাটক বিধান সৌধের স্পিকার রমেশ কুমারঊ ইস্তফাপত্র গ্রহণ না করায় বুধবারই স্পিকারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কংগ্রেস-জেডি (এস)-এর বিক্ষুব্ধ বিধায়করাঊ কংগ্রেস ও জেডি (এস)-এর ১০ জন বিদ্রোহী বিধায়কের আবেদনের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ‘যদি তাঁরা (বিদ্রোহী বিধায়ক) ইস্তফা দিতে ইচ্ছুক, তবে বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) সন্ধ্যা ছ’টা নাগাদ কর্ণাটক বিধান সৌধের স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে ইস্তফাপত্র জমা দেনঊ’ পাশাপাশি ১০ জন বিক্ষুব্ধ বিধায়ককে নিরাপত্তারও আশ্বাস দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টঊ বিদ্রোহী ১০ জন বিধায়ককে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য কর্ণাটকের ডিজিপি-কে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টঊ এরপরই শুক্রবারের জন্য শুনানি স্থগিত রাখা হয়ঊ
প্রসঙ্গত, কর্ণাটক বিধান সৌধের স্পিকারের মতে, কংগ্রেস ও জেডি (এস)-এর বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের অনেকেই নিয়ম মেনে ইস্তফা দেননিঊ পদত্যাগী বিধায়করা তাঁর সঙ্গে দেখা না করে গণইস্তফা দেওয়ায় সেগুলি গ্রহণও করেননি স্পিকারঊ আর তাই স্পিকারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন কংগ্রেস-জেডি (এস)-এর ১০ জন বিদ্রোহী বিধায়কঊ কংগ্রেস ও জেডি (এস)-এর বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের মতে, নিজের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করছেন না স্পিকার এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের ইস্তফা দেওয়ার বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছেন

পাকিস্তানে আকবর এক্সপ্রেস ও মালগাড়ির সংঘর্ষ : মহিলা-সহ মৃত্যু ১১ জনের, শোকস্তব্ধ ইমরান খান

ইসলামাবাদ, ১১ জুলাই (হি.স.): পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের রহিম ইয়ার খান শহরের কাছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন ও মালগাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ১১ জন যাত্রীঊ এছাড়াও ট্রেন দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৬৭ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেনঊ বৃহস্পতিবার সকালে কোয়েটা থেকে লাহোর অভিমুখে যাচ্ছিল আকবর এক্সপ্রেসঊ পঞ্জাব প্রদেশের রহিম ইয়ার খান শহরের কাছে সাদিকাবাদ তেহসিলের ওয়ালহার রেলস্টেশনের কাছে আকবর এক্সপ্রেস ও মালগাড়ির সংঘর্ষ হয়ঊ মেইন লাইনের পরিবর্তে ভুল করে লুপ লাইনে চলে যায় আকবর এক্সপ্রেস, সেই কারণেই আকবর এক্সপ্রেস ও মালগাড়ির সংঘর্ষ হয়ঊ সংঘর্ষের জেরে বেলাইন হয়ে যায় আকবর এক্সপ্রেসের ৩-৪টি বগিঊ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিনঊ
রহিম ইয়ার খান-এর জেলা পুলিশ অফিসার (ডিপিও) উমর সালামাত জানিয়েছেন, আকবর এক্সপ্রেস ও মালগাড়ির সংঘর্ষে মোট ১১ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা ও ৮ জন পুরুষ রয়েছেনঊ আহত ৬৭ জনের মধ্যে ৯ জন মহিলা ও ১১টি শিশু রয়েছেঊ আহতদের উদ্ধার করে জিন্নাহ এবং শেখ জায়াদ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ প্রশাসনের আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা সম্ভবত আরও বাড়তে পারেঊ
ট্রেন দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যুতে গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানঊ মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত শোকবার্তায় ইমরান খান জানিয়েছেন, ‘সাদিকাবাদে ট্রেন দুর্ঘটনার খবর শুনে দুঃখিতঊ মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা, আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছিঊ’ ট্রেন দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের রেলমন্ত্রী শেখ রশিদ আহমেদওঊ পাশাপাশি ট্রেন দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রেলমন্ত্রীঊ রেলমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারপিছু ১.৫ মিলিয়ন আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবেঊ গুরুতর আহতদের ৫০০,০০০ এবং সামান্য আহতদের ২০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে

দপ্তরের

● প্রথম পাতার পর

মৃত্যু হয়, যা এই রাজ্যে প্রথম। ঘটনার খবর দিল্লিতে পেয়ে কৃষি ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে অবহিত করেন। মুখ্যমন্ত্রী সর্বতোবাবে শোকাহত পরিবারের পাশে থাকার জন্য মন্ত্রীকে পরামর্শ দেন। কৃষি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের সাথে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি ও কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডঃ দেবপ্রসাদ সরকার, বিশিষ্ট আইনজীবী নিতাই চৌধুরী সহ আরো বিশিষ্ট জনেরা।

অসম

● প্রথম পাতার পর

১১ অক্টোবর থেকে চলতি বছরে ৩১ মার্চ পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ২৪ লক্ষ ৯ হাজার ২৯২টি বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে সৌভাগ্য যোজনার অন্তর্গত। তার মধ্যে অসমে ১৭ লক্ষ ৪৫ হাজার ১৪৯টি, মেঘালয়ে ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮৩৯টি, ত্রিপুরায় ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯০টি, নাগাল্যান্ডে ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৫০৭টি, মণিপুরে ১ লক্ষ ২ হাজার ৭৪৮টি, অরুণাচল প্রদেশে ৪৭ হাজার ৮৯টি, মিজোরামে ২৭ হাজার ৯৭০টি এবং সিকিমে ১৪ হাজার ৯০০টি সংযোগ বিদ্যুৎ দেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় সৌভাগ্য যোজনা শুরুতে খুব একটা কার্যকর হয়নি। কারণ, মোট ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯০টি বিদ্যুৎ সংযোগের মধ্যে ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ১ লক্ষ ৩৬ হাজার সংযোগ দেওয়া হয়েছে। তাতে প্রমাণিত, ২০১৭ সালে এই যোজনা শুরু হলেও ত্রিপুরায় ২০১৮ সালের ৯ মার্চের পর থেকে প্রকল্প রূপায়ণে গতি পেয়েছে।

ব্যাটিং অর্ডারে গোলমাল, বদলি খেলোয়াড়ে সমস্যা, শাস্ত্রী কোন দায়িত্ব পালন করলেন ?

আজকাল ওয়েবডেস্ক: বিশ্বকাপ থেকে ভারত ছিটকে যেতেই বেশ কিছু প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হেড কোচ রবি শাস্ত্রী নিজের দায় এড়িয়ে যেতে পারছেন না। একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে শাস্ত্রীকে। বিরাট কোহলির সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে ২০১৭ সালে কোচের পদ থেকে সরে যান অনিল কুম্বলে। দায়িত্ব দেওয়া হয় রবি শাস্ত্রীকে। তারপর তিনি দু'বছর সময় পেলেন। কিন্তু মিডল অর্ডার গুছিয়ে নিতে পারলেন না কেন? এই দুই বছরে যুবরাজ সিং, মণীশ পান্ডে, অজিঙ্কা রাহানে, সুরেশ রায়না, শ্রেয়স আইয়ার ও অম্বাতি রায়ডুকে মিডল অর্ডারে খেলানো হয়েছে। বাদও দেওয়া হয়েছে। যদিও যুবরাজ ও রায়না নিজেদের সেরা সময় পিছনে ফেলে এসেছেন। যুবি তো অবসরও নিয়ে ফেলেছেন। বাকিদের মধ্যে রায়না ও পান্ডেকে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়নি। বিশ্বকাপের ঠিক একবছর আগে থেকে অম্বাতি রায়ডুকে চার নম্বরে টানা খেলানো হয়েছে। কিন্তু ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি। এটা ঘটনা গত তিন বছরে ভারত বিশ্ব ক্রিকেটে যে দাপট দেখিয়েছে, তার মূল কারণ ধাওয়ান, রোহিত ও বিরাটের চওড়া ব্যাট। সঙ্গে জসপ্রীত বুমরার মতো বোলার। আবিষ্কার বলতে দুই রিস্ট স্পিনার কুলদীপ ও চাহালকে তুলে আনা। কিন্তু চার ও পাঁচ নম্বর জায়গায় নির্দিষ্ট কাউকে ভাবাই হয়নি। অধিনায়কের আগে বিশ্বাস ছিল ইংল্যান্ডে মিডল অর্ডারে রাহানে ভাল বিকল্প হবেন। কিন্তু ২০১৮—র শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকেই আশ্চর্যজনকভাবে একদিনের দল থেকে বাদ পড়ে যান রাহানে। বিশ্বকাপের ঠিক একমাস আগে বিজয় শঙ্করকে মিডল অর্ডারে খেলানোর ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। তার উপর তিনি পেস বোলিংটাও করতে পারেন। লিস্ট এ ক্রিকেটে বিজয় শঙ্করের ব্যাটিং গড় মাত্র ৩৬.৩২। ঘরোয়া ক্রিকেটে অনেক ব্যাটসম্যান রয়েছে। যাদের গড় বিজয়ের থেকে ভাল। তাছাড়া মাত্র ৯টি একদিনের ম্যাচ খেলেই বিজয় সুযোগ পেয়ে যান বিশ্বকাপ দলে। এই ৯টি ম্যাচে বিজয়ের সর্বোচ্চ রান ৪৬। বিশ্বকাপে চোটের জন্য ছিটকে যাওয়ার আগে মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলেছেন বিজয়। তবে যে তিনটি ম্যাচ খেলেছেন তাতে বোঝা যায়নি তিনি মিডল অর্ডারে ভরসা দিতে পারবেন। তরুণ, প্রতিভাবান ঋষভ সুযোগ পান ধাওয়ান ছিটকে যাওয়ার পর। বয়স ২০। বিশ্বকাপের আগে মাত্র পাঁচটি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। বিশ্বকাপে তিনটি ম্যাচে ঋষভ করেছেন ৩২, ৪৮, ৩২। এই সিদ্ধান্তগুলো অবাক করার মতো হলেও এতদিন প্রশ্ন ওঠেনি। বিশ্বকাপে মিডল অর্ডার ব্যর্থ হওয়ার পর কিন্তু প্রশ্ন উঠবে। এটা ঘটনা মণীশ পান্ডে ও রাহানে যথেষ্ট ভাল ব্যাটসম্যান হলেও জাতীয় দলে থেকে গেলেন ব্রাত্য। শাস্ত্রীকে নিয়ে আরও প্রশ্ন আছে। ধোনির ঠিকঠাক ব্যাটিং অর্ডার তিনি ঠিক করতে পারেননি। কিউয়ি ম্যাচে চারে কেন ধোনি নয়। এ প্রশ্ন উঠে গেছে। বিদেশে কঠিন পরিস্থিতিতে সুইংয়ের সামনে খেলার অভিজ্ঞতা ভারতীয়রা অর্জন করতে পারেনি। যদিও সুযোগ যথেষ্ট মিলেছে। তাহলে হেড কোচের ভূমিকাটা কী? ২০১৫ বিশ্বকাপে টিম ডিরেক্টর ছিলেন শাস্ত্রী। তারপর ২০১৭ থেকে পূর্ণ দায়িত্বে। এত সময় পেলেও শাস্ত্রীকে কিন্তু ব্যর্থই বলতে হবে। কিউয়িদের বিরুদ্ধে ধোনি নামলেন সাতে। দীনেশ কার্তিক বিশ্বকাপে যথেষ্ট সুযোগ না পেয়েও চলে গেলেন পাঁচে। একমাত্র ধারাবাহিকভাবে সফল রোহিত, বিরাট ও কিছুটা ধাওয়ান। কিছু ম্যাচে হার্দিক খেলেছেন। আর সেমিফাইনালে জাদেজা, ধোনি। বাকিরা সফল কোথায়? কিংবা ধারাবাহিকভাবে মিডল অর্ডার খেলতে পারল কই? বোলিং নিয়ে প্রশ্ন অবশ্য থাকবে না। দেশে ফেরার পর এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে শাস্ত্রীকে। কিন্তু বিসিসিআই সাহস দেখাবে তো?

বিশ্বকাপে সমর্থনের জন্য ভক্তদের ধন্যবাদ জানাল টিম ইন্ডিয়া

আজকাল ওয়েবডেস্ক: যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বকাপ জেতা হল না। সেমিফাইনালেই বিদায় নিতে হল। ভারত অধিনায়ক বিমর্ষ। ভক্তদের উদ্দেশ্যে তিনি বার্তা পাঠিয়েছেন। বিরাট কোহলি বলেছেন, 'ভারতীয় ভক্তরা ইংলান্ডে এসে আমাদের সমর্থন করেছেন।

প্রত্যেককে ধন্যবাদ। ভক্তদের জন্যই টুর্নামেন্টটা আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দলের প্রতি ভক্তদের ভালবাসা দেখে আপ্লুত। আমরা সবাই হতাশ। যাবতীয় চেষ্টা আমরা করেছিলাম। জয় হিন্দ।' চোটের জন্য বিশ্বকাপ থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন শিখর ধাওয়ান। দল ছিটকে যাওয়ায় তাঁরও মন খারাপ। তিনি বলেছেন, 'আমরা দারুণ লড়াই করেছি। সতীর্থদের সেলাম। ফাইনালে যাওয়ার জন্য নিউজিল্যান্ডকে অভিনন্দন।' শচীন তেন্ডুলকার বলেছেন, 'প্রতিটা ভক্তের মতো আমারও খারাপ লাগছে। জাদেজা ও ধোনি লড়াই করল। তবে নিউজিল্যান্ড অসাধারণ খেলেছে। অভিনন্দন রইল ফাইনালের জন্য। কেন উইলিয়ামসনের অধিনায়কত্ব নজর কাড়ল।' ভিভিএস লক্ষ্মণ বলেছেন, 'টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ যাত্রা বেশ সফল। দল দারুণ খেলেছে। ছেলেদের লড়াই মুগ্ধ করল। ভারতীয় ভক্তদেরও ধন্যবাদ। দলকে সমর্থন করার জন্য।' বীরেন্দ্র শেহবাগ বলেছেন, 'ফাইনালে নিউজিল্যান্ড। রইল অভিনন্দন। জাদেজা দুরন্ত ইনিংস খেলল। ধোনি ও জাদেজা ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়ে এনেছিল।' যজুবেন্দ্র চাহাল বলেছেন, 'আমাদের লক্ষ্য ছিল বিশ্বকাপ জয়। খুব কাছ থেকে আমরা ফিরে এলাম। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। তবে ভক্তদের ধন্যবাদ জানাব। জয় হিন্দ।' জসপ্রীত বুমরার কথায়, 'সতীর্থদের ধন্যবাদ। কোচিং স্টাফ সহ সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা লড়াই করেছিলাম।' মায়াঙ্ক আগরওয়াল বলেছেন, 'গোটা টুর্নামেন্টে দল যা খেলেছে তাতে গর্বিত। বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়ে গর্বিত। আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরব।' সুরেশ রায়না বলে গেলেন, 'খারাপ লাগছে। তবে সবাই দারুণ খেলেছে। হৃদয় জিতে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া।' মহম্মদ কাইফ বলেছেন, 'জাদেজা জীবনের সেরা ইনিংস খেলল। ধোনি ও জাদেজা জয়ের দোড়গোড়ায় নিয়ে এসেছিল। ভারত লড়াই করেছে। ফাইনালে যাওয়ার জন্য নিউজিল্যান্ডকে অভিনন্দন।' হরভজন সিং বিরাটদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'তোমাদের ভালবাসি আমরা।'

ধোনিকে নিতে চাইছেন উইলিয়ামসন

গোটা বিশ্বকাপ জুড়ে ব্যাটসম্যান ধোনির সমালোচনা চলেছে। সেমিফাইনালে কিন্তু সমালোচকদের যোগ্য জবাব দিয়েছেন ধোনি। ব্যাট হাতে বিপদের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ৫০ রান করেছেন। রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে সপ্তম উইকেটে ১১৬ রান যোগ করেছেন। ভারতকে জয়ের রাস্তায়

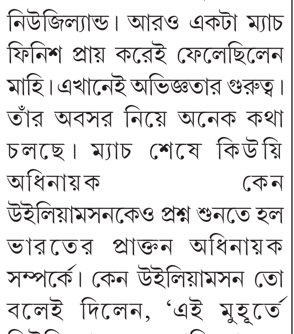

নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু একটা রান আউটই ম্যাচে তফাত গড়ে দিল। ধোনি ফিরতেই ম্যাচ জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। আরও একটা ম্যাচ ফিনিশ প্রায় করেই ফেলেছিলেন মাহি। এখানেই অভিজ্ঞতার গুরুত্ব। তাঁর অবসর নিয়ে অনেক কথা চলছে। ম্যাচ শেষে কিউয়ি অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনকেও প্রশ্ন শুনতে হল ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সম্পর্কে। কেন উইলিয়ামসন তো বলেই দিলেন, 'এই মুহূর্তে নিউজিল্যান্ড দলে মাহি খেলতে পারবে না। তবে যদি আমাদের দেশের নাগরিকত্ব ধোনি নেয়, তবে কিউয়ি দলে সুযোগ পাবে ও।' মাহিকে নিয়ে মুগ্ধতা ঝড়ে পড়ল কিউয়ি অধিনায়কের গলাতেও। এর পরই উইলিয়ামসন যোগ করলেন, 'বিশ্বসেরা ক্রিকেটার ধোনি। কেন উইলিয়ামসন তো বলেই দিলেন, 'এই মুহূর্তে নিউজিল্যান্ড দলে মাহি খেলতে পারবে না। তবে যদি আমাদের দেশের নাগরিকত্ব ধোনি নেয়, তবে কিউয়ি দলে সুযোগ পাবে ও।' মাহিকে নিয়ে মুগ্ধতা ঝড়ে পড়ল কিউয়ি অধিনায়কের গলাতেও। এর পরই উইলিয়ামসন যোগ করলেন, 'বিশ্বসেরা ক্রিকেটার ধোনি। আমি ভারতের অধিনায়ক হলে মাহির অভিজ্ঞতাকে প্রতি ম্যাচে কাজে লাগাতাম। সেমিফাইনালের দুটো দিনই মাহির অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছে ভারত। জাদেজার সঙ্গে দুরন্ত জুটি তৈরি করল।' ধোনির রান আউটই যে ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট তা স্বীকার করে নিয়ে কিউয়ি অধিনায়ক বললেন, 'ধোনি এরকম অবস্থা থেকে একাধিকবার ম্যাচ বের করে এনেছে। তাই মাহির রান আউটের পর জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাই।'

বিরাট যেন ক্রিকেটের মেসি!

বারবার ব্যর্থ ফাইনাল, সেমিফাইনালে

আজকাল ওয়েবডেস্ক: ক্রিকেটের বড় আসরে সঠিক সময়ে জ্বলে উঠতে ব্যর্থ হচ্ছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে মাত্র ১ রান করে ট্রেন্ট বোল্টের বলে এলবিডবলিউ হয়েছেন। দল যখন অধিনায়কের ব্যাট থেকে রান চাইছে। তখনই ব্যর্থ বিরাট কোহলি।

গোটা দেশ তাকিয়ে ছিল বিরাটের দিকে। টুর্নামেন্টে একাধিক অর্ধশতরান করলেও শতরান আসেনি। সবাই ভেবেছিলেন, শতরান আসবে কিউয়ি ম্যাচে। মঞ্চও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু বিরাট ব্যর্থ হলেন। এবারই প্রথম নয়। অতীতেও এই ঘটনা দেখা গেছে। ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফাইনালে বড় রান তুলেছিল পাকিস্তান। জবাবে শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়েরস সম্মুখীন হয় ভারত। সেই ম্যাচেও রান পাননি বিরাট। মাত্র ৫ রান করে মহম্মদ আমিরের বলে আউট হন।তার আগে ২০১৫ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালেও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাত্র ১ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরত যান এখনকার ভারত অধিনায়ক। আর ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনালের সময় বিরাট ছিলেন তরুণ। সেই ম্যাচে অবশ্য ৩৫ করেছিলেন।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আইসিসি টুর্নামেন্টের চারটি বড় ম্যাচের মধ্যে তিনটিতেই বিরাট ডাহা ফেল।তবে কি বিরাট চাপ নিতে পারছেন না? যখন রানের দরকার। তখনই ব্যর্থ হচ্ছেন। নিন্দুকরা কিন্তু দাঁত নখ বের করেই আছেন। যখন খুশি সমালোচনা শুরু করবেন। কেউ কেউ বলতেও শুরু করেছেন বিরাট কোহলি ক্রিকেটের মেসি হয়ে যাচ্ছেন।

আর্জেন্টিনা তারকা ক্লাব বার্সিলোনার হয়ে যতটা সফল। দেশের হয়ে ততটাই ব্যর্থ। বার্সিলোনার হয়ে কত যে ট্রফি জিতেছেন, তার হিসেব নেই। আর দেশের হয়ে? বিশ্বকাপ তো দূর। একটা কোপা জিততেও ব্যর্থ মেসি। যা অবস্থা তাতে বিরাট ক্রিকেটের মেসি হওয়ার দিকে পা বাড়িয়ে ফেলেছেন!

স্মিথ-ক্যারির লড়াকু ইনিংসে ভর করে ইংল্যান্ডকে ২২৪ রানের টার্গেট দিন অজিরা

বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড দ্বৈরথ। ক্রিকেটবিশ্বের সব চোখ আজ এজবাস্টন মহারণে।টস জিতে এদিন প্রথমে ব্যাটিং নেয় অজিরা। সিদ্ধান্ত অবশ্য বুমেরাং হয়ে ফিরল। স্কোরবোর্ডে বড় রান তুলতে পারল না অস্ট্রেলিয়া। নির্ধারিত ৫০ ওভারের এক ওভার বাকি থাকতেই ২২৩ রানে অল-আউট অস্ট্রেলিয়া। স্মিথের ৮৫ ও অ্যালেক্স ক্যারির ৪৬ রানের ইনিংসে ভর করে স্কোরবোর্ডে লড়াই করার মতো রান তুলেছে অজিরা।ইংল্যান্ডের বোলাররা এদিন দারুণ বল করলেন। তিনটি করে উইকেট নিলেন ওকস ও রশিদ। দুটি উইকেট জোফরা আর্চারের। এক উইকেট পেয়েছেন মার্ক উড। ম্যাচ জিততে ইংল্যান্ডের প্রয়োজন ২২৪ রান।চলতি বিশ্বকাপের লিগ পর্বের ম্যাচে লর্ডসে ইংল্যান্ডকে ৬৪ রানে হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। এদিন সেমিফাইনালে ব্রিটিশদের হারিয়ে অজিরা টানা দ্বিতীয় বারের জন্য বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠতে পারে কিনা, সেটাই এখন দেখার।অন্যদিকে শেষবার ১৯৯২ বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছিল ইংল্যান্ড। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অবশ্য ফাইনালে হেরেছিল ইংরেজরা। ২৭ বছর পর ফের আজ ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ ফাইনালের টিকিট পায় কিনা, সেই লড়াইয়ে চোখ ক্রিকেটবিশ্বের।

'এখনই অবসর নেবেন না', ধোনিকে অনুরোধ করলেন লতা মঙ্গেশকার

আজকাল ওয়েবডেস্ক: মহেন্দ্র সিং ধোনি কি এবার অবসর নেবেন? কিছুদিন ধরেই এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে রান আউট হয়ে ফেরার পর হতাশায় প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলেন মাহি। এতে জল্পনা আরও বেড়েছে। তবে দেশের প্রাক্তনরা বলছেন, ধোনি কখন থামবে। সেই সিদ্ধান্ত ওই নেবে। তবে ধোনিকে এখনই অবসর না নেওয়ার অনুরোধ করলেন লতা মঙ্গেশকার। ভারত বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর ধোনিকে উদ্দেশ্য করে লতা টুইট করেছেন, 'নমস্কার ধোনি জি। আমি শুনতে পাচ্ছি। আপনি অবসর নিতে চান। কিন্তু দয়া করে অবসর নেবেন না। ভারতীয় ক্রিকেটের এখনও আপনাকে দরকার। আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ, অবসরের কথা মাথায় আনবেন না।' নিউজিল্যান্ডের কাছে ছিটকে যাওয়ার পর ভারতীয় দলকে উজ্জীবিত করার জন্য লতা একটি গান উৎসর্গ করেছেন। গুলজারের লেখা 'আকাশ কে উস পার ভী' গানটি ক্রিকেট নিয়েই লেখা। লতা বলেছেন, 'আমরা বুধবার জিততে পারিনি। কিন্তু আমরা বিশ্বকাপে হেরেও যাইনি। গুলজার সাহেবের লেখা এই গানটি টিম ইন্ডিয়াকে উৎসর্গ করলাম।'

বিশ্বকাপে আইপিএল-এর ফরম্যাট চান হতাশ কোহলি!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে গ্রুপ লিগে শেষে শীর্ষে শেষ করেছিল বিরাট কোহলিরা। কিন্তু সেমি-ফাইনালে হেরেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে ভারত। গ্রুপ লিগ শেষে এক নম্বর দল ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আর একটা সুযোগ পাওয়া উচিতবলে মনে করেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। অর্থাতআইপিএলের মতোই এবার বিশ্বকাপের সূচি চান ক্যাপ্টেন কোহলি।আইপিএলে যেমনটা হয়ে থাকে, গ্রুপ লিগের পর পয়েন্ট টেবিলের প্রথম চার দল কোয়ালিফায়ারে খেলে। এক এবং দু নম্বর দল প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ দল মুখোমুখি হয় এলিমিনেটরে। প্রথম কোয়ালিফায়ারের জয়ী দল সরাসরি ফাইনালে চলে যায়। কিন্তু যে দল হেরে যায় তারা আরও একটা সুযোগ পায়। এলিমিনেটরের জয়ী দলের সঙ্গে খেলে প্রথম কোয়ালিফায়ারের পরাজিত দল। গ্রুপ পর্বে পয়েন্ট টেবিলে এক নম্বর দল হয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠে ভারত। কিন্তু সেমি-ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে ১৮ রানে হেরে বিদায় নিয়েছে কোহলির দল। গ্রুপ পর্বে এত ভালো পারফর্ম করেও শেষ চারে কিউইদের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই গোটা গ্রুপ পর্বে ভালো খেলে সেমি ফাইনালে এক ম্যাচে হেরে বিদায় নেওয়ায় হতাশ কোহলি। ম্যাচ শেষে সংবাদিক সম্মেলনে কোহলিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বিশ্বকাপের ফরম্যাট আইপিএলের মতো চান কি না?বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়ে সমর্থকদের বিরাট বার্তা দিলেন ক্যাপ্টেন কোহলিউত্তরে বিরাট কোহলি বলেন, 'হয়তো! যদি পয়েন্ট টেবিলে এক নম্বরে শেষ করার অর্থ তাই হয়! সেমিতে হারলেই বিদায়। আমার মনে হয় এই বিষয়টি এবার বিবেচনা করা উচিত বিশেষ করে বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে। এটা খুব ভালো একটা পয়েন্ট।আমরা হয়তো কেউই জানি না কোনওদিন এই নিয়মও বলবতহবে।' সঙ্গে বিরাট আরও বলেন, 'টেবিলে তুমি এক নম্বর দল হিসেবে শেষ করবে। আর তারপর একটা দিনে কিছু সময়ের খারাপ ক্রিকেট তোমাকে গোটা টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে দেবে।কিন্তু কিছু করার নেই এটাই তোমাকে মেনে নিতে হবে।'

জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সর্বেসর্বা হলেন রাহুল দ্রাবিড়

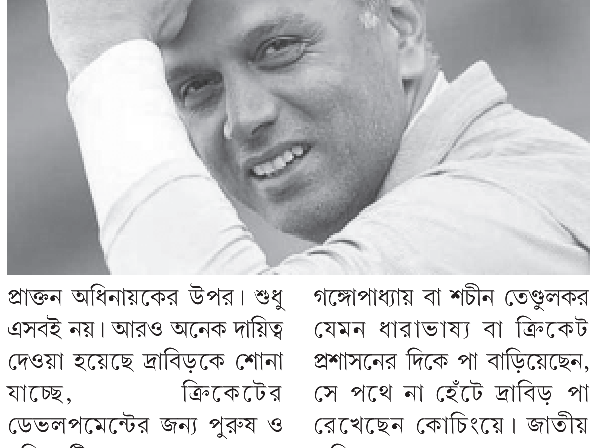

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: রাহুল দ্রাবিড় যে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির (এনসিএ) হেড অফ ক্রিকেট হিসাবে নিযুক্ত হচ্ছেন, সেটা মোটামুটি ঠিক হয়েই ছিল। সোমবার সরকারিভাবে সেটা বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে ঘোষণা করে দেওয়া হল। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ''হেড অফ ক্রিকেট'' হিসাবে দ্রাবিড়ের ১ জুলাই দায়িত্ব নেওয়ার থাকলেও এতদিন তা সম্ভব ছিল না। আসলে তিনি ইন্ডিয়া সিমেন্টসের সহ-সভাপতি থাকায় এনসিএ-র দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা তৈরি হয়। তাঁরে বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাতের প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। তবে সে''সব সমস্যা মিটে গিয়েছে। স্বার্থসংঘাত এড়াতে ইন্ডিয়া সিমেন্ট তাঁকে ছুটি দিয়েছে। যার ফলে দায়িত্ব নিতে আর কোনওরকম সমস্যা নেই।বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হল, এনসিএ-র ক্রিকেট সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড দেখবেন দ্রাবিড়। কোচিং, ট্রেনিং, ক্রিকেটারদের মোটিভেট করা যাবতীয় সব দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের উপর। শুধু এসবই নয়। আরও অনেক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দ্রাবিড়কে শোনা যাচ্ছে, ক্রিকেটের ডেভলপমেন্টের জন্য পুরুষ ও মহিলা টিমের কোচেদের সঙ্গেও আলোচনা করবেন দ্রাবিড়। প্রয়োজনে তিনি তাঁদের পরামর্শও দেবেন।তবে, একটা ব্যাপার নিয়ে ধোঁয়াশা থেকে যাচ্ছে। কতদিনের জন্য দ্রাবিড়কে এই দায়িত্ব নিয়ে আসা হয়েছে, সেটা পরিষ্কার করে এখনও কিছু জানায়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরেই বিসিসিআইয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন দ্রাবিড়। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বা শচীন তেণ্ডুলকর যেমন ধারাভাষ্য বা ক্রিকেট প্রশাসনের দিকে পা বাড়িয়েছেন, সে পথে না হেঁটে দ্রাবিড় পা রেখেছেন কোচিংয়ে। জাতীয় জুনিয়র দল এবং এ দলের কোচ হিসেবে সাফল্যও পেয়েছেন রাহুল। তাঁর সেই সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপই এবার জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির শীর্ষপদে বসলেন টিম ইন্ডিয়ার ''মিস্টার ডিপেন্ডেবল''।বেঙ্গালুরুতে ন্যাশনার ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সব দায়িত্বই এখন তাঁর ঘাড়ে। নিজের শহরে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত দ্রাবিড়ও।

ভারতীয় দলকে বিদায় জানালেন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য

মহেন্দ্র সিং ধোনি অবসর নেবেন কি না, সেই ব্যাপারে কোনো খবর নেই। কিন্তু এরই মধ্যে ভারতের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে তাঁর চার বছরের সম্পর্কে ইতি টানলেন গুরুত্বপূর্ণ এক সদস্য। বিদায়বেলায় আবেগঘন বার্তাও দিলেন তিনি।তিনি ভারতীয় দলের ফিজিও প্যাট্রিক ফারহার্ট। চার বছর ধরে ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের সুস্থ রাখার যাবতীয় দায়িত্ব তাঁরই ছিল। চুক্তি অনুযায়ী বিশ্বকাপের পরেই তাঁকে ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে হত, কিন্তু সেটা যে কিছুটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, সেটা তিনিও ভাবতে পারেননি। তাঁরও ইচ্ছে ছিল লর্ডসে বিরাটের হাতে বিশ্বকাপের ট্রফি দেখেই বিদায় জানাবেন তিনি।এই প্রসঙ্গে টুইটারে তিনি লেখেন, ''যদিও আমি যে রকম চেয়েছিলাম, ভারতীয় ক্রিকেটে আমার শেষ দিনটা সে রকম হল না, তবুও আমি বিসিসিআইকে ধন্যবার দেব গত চার বছর ধরে এই ছেলেদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ভারতীয় দলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমার শুভেচ্ছা।''উল্লেখ্য, কার্যত অপ্রত্যাশিত ভাবেই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে ভারত। এই ফলে আপামর ভারতবাসীর মতো হতাশ ফারহার্টও। সেটাই ধরা পড়েছে, তাঁর টুইটবার্তায়।

CORRIGENDUM

Date of received of application for tender called vide **N.I.T. No SDO(E)IIE-11/2019-20/01 DATED :-25/06/2019 from this office has been extended up to 4pm on 16.07.2019 & date of received of tender form also extended up to 3pm on 19.07.2018.**

Date of opening of tender is 3:30 pm on 19.07.2019. Other terms **and condition will remain same.**

ICA/C/598/19

Sub-Divisional Officer (Elect)
I.E. Sub-Division No.II,
Agartala, West Tripura.

NOTICE INVITING TENDER NO: - **01/AE/IES-I/2019-20**
Dated: - 08/07 /2019

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion of work

DNIT No - AE/IES-I/01/2019-20. Rs- 57,970.00 Rs-580.00 15 (Fifteen) days.
Last date of application for tender form 19/07/2019 up to 4.00 PM.
Date of receipt of tender form 22/07/2019 up to 3.00 PM .
All other details are available in the office of the undersigned

ICA/C/603/19

Sd/-illegible
Sub-Divisional Officer
Internal Electrification Sub-Division No.I
Agartala. Tripura (W)

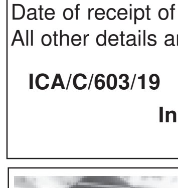

Miss. Barsa

শিশুটির নাম বর্ষা।

পিতার নাম জানা নেই ও মাতার নাম সুনীর মালা শীল। জন্মের তারিখ ৩০.০৫.২০১৯, উপরের ছবিতে চিহ্নিত শিশুটি বর্তমানে নতুন নগর বিশেষ শিশু দত্ত গৃহে রয়েছে। এই শিশুটির প্রতি তার পিতা/মাতা বা নিকট আত্মীয় জনদের কোন দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে আগরতলা নতুন নগর স্থিত নতুন নগর বিশেষ শিশু দত্তক গৃহের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় এই শিশুটিকে অন্যত্র দত্তক দেয়া হবে। যোগাযোগ ঠিকানা নতুন নগর বিশেষ শিশু দত্তক গৃহ, নতুন নগর আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯০০৬, ফোন - ৮৭৯৪৮৯০৯০৬

ICA/D/503/19-20

জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক
জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শকের কার্যালয়
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা
বাধারঘাট, আগরতলা

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

কাস্টমসের কাজে বাধা, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। রাজধানী আগরতলা শহরের কামান চৌমুহনী সংলগ্ন বিবেকানন্দ মার্কেটে কাস্টমসের কর্মকর্তারা নেশাসামগ্রী বিরোধী অভিযান চালানোর সময় বাধা দেওয়ায় একজনের বিরুদ্ধে পূর্ব থানায় মামলা গৃহিত হয়েছে। তার নাম বাবুল সাহা। বাড়ি রেশমবাগান এলাকায়। পূর্ব থানার পুলিশ কাস্টমসের অভিযোগমূলে তাকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা যায়, রতন সাহা নামে যে ব্যক্তির বাড়িতে কাস্টমসের অফিসাররা অভিযান চালিয়েছিলেন সেই বাড়ির মালিক রতনসাহার সঙ্গে আটক বাবুল সাহার সম্পর্ক রয়েছে। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। উল্লেখ্য, কাস্টমস অফিসাররা অভিযান চালিয়ে বুধবার সেখান থেকে প্রচুর ফ্যান্সিডিল, নেশাজাতীয় টেবলেট ও নেশাজাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার করেছিল।

নদীর জলে তলিয়ে গেল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১১ জুলাই।। ফের দেড় মাসের মাথায় অঘটন ঘটল অসমের করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন লোয়াইরপোয়া এলাকার লঙ্গাই নদীতে।বন্যার জলে ভেঁসে আসা জ্বালানি কাঠ সহ খড়কুট ধরতে গিয়ে নদীর জলে তলিয়ে গেল এক স্থানিয় যুবক।ঘটনার পর বাজারিছড়া পুলিশ তদন্তে নেমে নিখোজ যুবকের সন্ধান বের করতে ব্যর্থ হয়ে শেষে মাঠে নামানো হয় রাজ্য সরকারের দুর্যোগ ও প্রশমন বিভাগের বিশেষ এসডিআরএফ টিমকে।তবে এ সংবাদ লেখা পর্য্যন্ত জলের তলায় তলিয়ে যাওয়া যুবকটির কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ স্থানিয় লোয়াইরপোয়া মোটর ষ্ট্যান্ড সংলগ্ন বাজারিছড়া রোডের কালিবাড়ি লাগোয়া লঙ্গাই নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে বন্যার জলে নদী পথে ভেঁসে আসা জ্বালানি কাঠ ও খড়কুট ধরতে গিয়ে ঘটে বিপত্তি।এক সময়ে নদীর তীর থেকে পা পিছলে জলে ছিটকে পড়েন স্থানিয় রামসুরত গোয়ালার পুত্র জয়জিৎ গোয়ালা(৩০)।মুহুত্বের মধ্যেই জয়জিৎ নদীর গভির জলে তলিয়ে যান বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শিরা।পরে নদীর পারে উপস্থিতরা জয়জিৎকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করলেও তাদের চেষ্টা ব্যর্থ যায় বলে জানা গেছে।ঘটনার পর খবর পেয়ে বাজারিছড়া পুলিশের ওসি বিএন মালসেম থিক দলবল নিয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে নিখোজ যুবককে উদ্ধারের চেষ্টা করলেও নিটফল শূণ্য।পরে করিমগঞ্জ থেকে এসডিআরএফ টিমকে ডেকে পাঠিয়ে উদ্ধার কাজে নামানো হলেও এ সংবাদ লেখা পর্য্যন্ত নিখোজ যুবকের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।এ ঘটনায় স্থানিয় জনমনে চাঞ্চল্য সহ নিখোজ যুবকের পরিজনরা দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়ার পাশাপাশি গোটা এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অনেকের ধারনা সাঁতার না জানা জলে ডুবে নিখোজ হওয়া যুবকটি আর বেঁচে নেই।হয়তবা ভরা গাঙ্গের জলচ্ছাসে তার দেহটি অন্যত্র ভাঁসিয়ে নিয়েছে।তাই তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে লোয়াইরপোয়া মোটর ষ্ট্যান্ড সংলগ্ন বিভিন্ন ঘাটে জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা নতুন নয়।গত কয় বছরে অনেকের জীবন দ্বীপ নিভে গেছে এখানকার ঘাটে নেমে মাছ ধরা ও স্নান করতে গিয়ে।প্রায় দেড় মাস আগে অর্থাৎ গত(বাইশ)মে তারিখে স্থানিয় উজানের ঘাটে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে সলিল সমাধি ঘটে পূজা তেওয়ারি(পনেরো)নামের স্থানিয় এক কিশোরীর।

সে যাত্রায়ও উদ্ধার কাজে নামানো হয়েছিল এসডিআরএফকে,কিন্তু সুফল মেলেনি।দুদিন পর(চব্বিশ)মে পূজার নিথর দেহ ভাঁসমান অবস্থায় উদ্ধার হয়েছিল প্রায়(পাঁচ)কি:মি দুরত্বের বৈঠাখালবস্তি এলাকর লঙ্গাই নদী থেকে।এ ঘটনার রেশ কাঁটতে না কাটতে ফের অনুরুপ ঘটনায় স্থানিয় জনমনে দুশ্চিন্তা ছড়িয়ে পড়েছে।অনেকে এমন ঘটনার পেছনে অপদেবতার হাত থাকার কথা প্রকট করলেও অনেকের মতে স্থানিয় নদীর ঘাট সমুহের নীচে রয়েছে প্রকান্ড প্রকান্ড পিচ্ছিল পাথর।এসবে পা রেখে সাঁতার না জানা অনেকে তলিয়ে যাচ্ছে গভির জলের তলায়।

বৃহস্পতিবার পশ্চিম থানার পুলিশ কুখ্যাত ৩ চোরকে আটক করে। ছবি- নিজস্ব।

জুয়ার আসরে রক্তাক্ত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। জুয়ার আসরে রক্তাক্ত হল এক ব্যক্তি। তার নাম উষা মগ। বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন। উত্তর মহারানী এলাকায়। তাকে প্রথমে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। আহত উষা মগ বর্তমানে জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে চিকিৎসাধীন। জানা যায়, গত কাল রাতভর উত্তর মহারানীতে জুয়ার আসর চলছিল। জুয়ার আসলকে কেন্দ্র করে মতভেদের জেরে এই হামলার ঘটনা সংগঠিত হয়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত কিষাণ দেববর্মার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই সে পলাতক।

যথেষ্ট আসন খালি রয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজগুলিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। সম্ভবত পছন্দের কলেজে ভর্তি হতে না পেরেই ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা অসন্তুষ্ট। কারণ, রাজ্যের বিভিন্ন কলেজগুলিতে যথেষ্ট আসন খালি রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা দপ্তর সূত্রে দাবি, রাজ্যে কলেজগুলিতে ভর্তির হতে পারবেন না এমনটার কোনও সুযোগ নেই।

এখন পর্যন্ত ১৭ হাজার ৭৯২ জন ছাত্র ছাত্রী রাজ্যের ২২টি ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হয়েছেন। গত বছর ১৭ হাজার ৩৫৩ জন আজকের তারিখ পর্যন্ত ভর্তি হয়েছিলেন। এদিকে, ৩৮০টি আবেদন বিভিন্ন কলেজের জন্য বিবেচনাধীন। আগরতলা শহরের কলেজগুলিতে ৪ শতাধিক ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হয়েছেন। তবুও আরও ৫০ থেকে ৬০টি আসন কলেজগুলিতে খালি রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্যের ২২টি ডিগ্রি কলেজ, টেকনিক্যাল কলেজ, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং উপচার্যদের সাথে আগামীকাল শিক্ষামন্ত্রী বৈঠক করবেন। বৈঠকে ভর্তি প্রক্রিয়া এবং কলেজগুলির পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা হবে।

উচ্চ শিক্ষা দপ্তর সূত্রে দাবি, সারা রাজ্যে বিভিন্ন কলেজে এখনও ১৪ হাজার ২৪টি আসন খালি রয়েছে। তাই, কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র ছাত্রীদের কলেজে ভর্তির জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। দপ্তরের জৈনক আধিকারিক জানিয়েছেন, বহু ছাত্র ছাত্রী নিজেদের পছন্দ মত কলেজে ভর্তি পারছেন না। তাই তারা ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। অথচ, রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে বহু আসন খালি পরে রয়েছে। এ তথ্য তুলে ধরে তিনি জানা, ২২টি ডিগ্রি কলেজে ৮৯১০ টি অনার্স আসন রয়েছে। তার মধ্যে বিভিন্ন কলেজে ফিলসফিতে ৭০৮টি, ইকোনমিকসে ৩৪৫টি, সংস্কৃতে ৫৪৫টি, হিন্দিতে ৯৫টি এবং স্টেটিসটিক্সে ৫৫টি আসন খালি রয়েছে। ইচ্ছুক ছাত্র ছাত্রীরা ওই কলেজগুলিতে অনায়াসে ভর্তির সুযোগ পাবেন।

১৫৮ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি, মালিগাঁও এনএফ রেলের প্রধান কার্যালয়ে সিবিআই হানা

গুয়াহাটি, ১১ জুলাই।। বিশাল পরিমাণের অর্থ তছরূপের অভিযোগের তদন্ত করতে গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রধান কার্যালয়ে হানা দিয়েছে সিবিআই দল।

জানা গেছে, ১৫৮ কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে বৃহস্পতিবার গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের (কনস্ট্রাকশন বিভাগ) প্রধান কার্যালয়ে সিবিআই আধিকারিকরা হানা দেন। বিশাল পরিমাণের অর্থ কেলেঙ্কারিতে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে এনএফ রেলওয়ের ছয়জন আধিকারিকের অফিস এবং তাঁদের বাড়িতে সিবিআই আধিকারিকরা তল্লাশি চালান।

এনএফ রেলওয়ের কনস্ট্রাকশন বিভাগের অভিযুক্ত

পাকিস্তানে আকবর বুগতি এক্সপ্রেস ও মালগাড়ির সংঘর্ষ : মহিলা-সহ মৃত্যু ১৮ জনের, শোকস্তব্ধ ইমরান খান

ইসলামাবাদ, ১১ জুলাই (হি.স.): মৃত্যু-মিছিল অব্যাহতঊ পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের রহিম ইয়ার খান শহরের কাছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন ও মালগাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন মহিলা-সহ ১৮ জন যাত্রীঊ এছাড়াও ট্রেন দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৬৭ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেনঊ বৃহস্পতিবার সকালে কোয়েটা থেকে লাহোর অভিমুখে যাচ্ছিল আকবর বুগতি এক্সপ্রেসঊ পঞ্জাব প্রদেশের রহিম ইয়ার খান শহরের কাছে সাদিকাবাদ তেহসিলের ওয়ালহার রেল স্টেশনের কাছে আকবর বুগতি এক্সপ্রেস ও মালগাড়ির সংঘর্ষ হয়ঊ মেইন লাইনের পরিবর্তে ভুল করে লুপ লাইনে চলে যায় আকবর এক্সপ্রেস, সেই কারণেই আকবর এক্সপ্রেস ও মালগাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ঊ সংঘর্ষের জেরে বেলাইন হয়ে যায় আকবর বুগতি এক্সপ্রেসের ৩-৪টি বগিঊ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিন।

রহিম ইয়ার খান-এর জেলা পুলিশ অফিসার (ডিপিও) উমর সালামাত জানিয়েছেন, আকবর বুগতি এক্সপ্রেস ও মালগাড়ির সংঘর্ষে মোট ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ তাঁদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেনঊ আহত ৬৭ জনের মধ্যে ৯ জন মহিলা ও ১১টি শিশু রয়েছেঊ আহতদের উদ্ধার করে জিন্নাহ এবং শেখ জায়াদ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ প্রশাসনের আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা সম্ভবত আরও বাড়তে পারেঊ কারণ, আহতদের মধ্যে অনেকেরই শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ট্রেন দুর্ঘটনায় ১৮ জনের মৃত্যুতে গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানঊ মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত শোকবার্তায় ইমরান খান জানিয়েছেন, 'সাদিকাবাদে ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণহানির খবর শুনে দুঃখিতঊ মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা, আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছিঊ' ট্রেন দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের রেলমন্ত্রী শেখ রশিদ আহমেদওঊ পাশাপাশি ট্রেন দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রেলমন্ত্রীঊ রেলমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারপিছু ১.৫ মিলিয়ন আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবেঊ গুরুতর আহতদের ৫০০,০০০ এবং সামান্য আহতদের ২০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবেঊ উল্লেখ্য, গত মাসেই পাকিস্তানের হায়দরাবাদের কাছে মাকলি শাহতে প্যাসেঞ্জার ট্রেন ও মালগাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছিল তিনজনেরঊ করাচি থেকে লাহোর যাওয়ার সময় হায়দরাবাদের লতিফাবাদ এলাকার কাছে জিন্নাহ এক্সপ্রেস ও মালগাড়ির সংঘর্ষ হয়েছিলঊ ট্রেনের চালক-সহ ৩ জনের মৃত্যু হয়েছিলঊ বাকি দু'জন ট্রেনের সহকারী চালক ও গার্ড।

দূর্ঘটনায় আহত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ১১ জুলাই ।। বৃহস্পতিবার বিকাল পৌণে পাঁচটা নাগাদ যতনবাড়ী থেকে করবুক যায়ার পথে একটি মারুতি গাড়ি স্কুটির সাথে মুখোমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তাতে স্কুটির দুই যুবক গুরুতর আহত হন। মারুতি গাড়ির কেউ আহত হয়নি। স্কুটির চালক জানিয়েছে মাত্রাতিরিক্ত গতিতে চালানোর ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং মারুতির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তবে, এলাকার লোকজন বলেছেন, রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত করুণ। রাস্তার মধ্যে বড় বড় গর্ত হয়ে গিয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার ওই গর্তে জল জমে যাচ্ছে তাতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে।

রাজ্যে আসছেন ইসরোর চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। বিজ্ঞানীদের এক প্রতিনিধি দল নিয়ে চলতি মাসেই আগরতলায় আসছেন ইসরোর চেয়ারম্যান কৈলাসাভাডিভু সিভাং। এনআইটিতে এক কর্মশালায় তারা অংশ নেবেন। জানা গেছে, উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই কর্মশালায় অংশ নিতে আসছেন অনেকেই। তাদের সাথে ইসরোর চেয়ারম্যান মত বিনিময় করবেন। সূত্রের খবর, এনআইটিতে স্পেস ইনকুবেশন সেন্টারের উদ্যোগে ওই কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে।

দুই থানার পুলিশের উদাসীনতায় মৃতদেহ পড়ে রইল মর্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১১ জুলাই।। পুলিশ তুমি কার? এক অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ নিয়ে দুই থানার টানাটানি।১৬ ঘন্টা পার হলেও হয়নি ময়না তদন্ত।হাসপাতালে পড়ে আছে নাম গূত্র হীন লাশ। চিকিৎসক রা বিপাকে।ঘটনা কদমতলা হাসপাতালে। বুধবার রাত্রি ৮.৩০ মিনিট নাগাদ দমকল বাহিনীর গাড়ি করে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে কদমতলা হাসপাতালে আনা হয়। চিকিৎসক রা পরীক্ষা দেখতে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তার নাম আত্মীয় সজন কোন কিছুই পাওয়া যাচ্ছেনা।তারপর খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানায়।কদমতলা থানা জানায় চুরাই বাড়ি থানাকে জানানোর জন্য।হাসপাতাল থেকে চুরাইবাড়ি থানায় জানালে তারা বলে হাসপাতাল যেহেতু কদমতলা থানা এলাকায় কাজেই ময়না তদন্ত তারাই করাবে।মৃতদেহ থেকে দুগন্ধ আসছিল হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের অসুবিধা হচ্ছে। রাত ১ ঘটিকা নাগাদ হাসপাতালের ইনচার্জ অরুনাভ চক্রবর্তী লিখিত চিঠি লেখেন কদমতলা থানাকে। কিন্তু রাতে পুলিশ সেই চিঠি রিসিভ করেনি।সকালে নাকি চিঠি রিসিভ করেছে।তবে ১০.৩০ অবধি ময়না তদন্ত হয়নি।হাসপাতালের ইনচার্জ অরুনাভ চক্রবর্তী জানান দুই থানার মধ্যে এরিয়া নিয়ে সামঞ্জস্য না থাকায় এই ঘটনা ঘটেছে।এই ঘটনায় পুলিশের খামখেয়ালির পণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ধরা পড়লো।প্রশ্ন হচ্ছে লাশ টি অজ্ঞাত পরিচয় বলেই কি পুলিশের এই খাম খেয়ালি পণা।

উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তা সকাশে এবিভিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। কলেজগুলিতে ছাত্রভর্তি সমস্যা সমাধানের দাবিতে ছাত্র সংগঠন অখিলভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বৃহস্পতিবার উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। গত ৮ জুলাই থেকে কলেজ গুলিতে ক্লাস শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্র কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়নি। উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তা বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস করেছেন। কোন ছাত্রছাত্রীই যাতে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়েও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বস্থ করেছেন।

টানা বর্ষণে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতল

শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই (হি.স): গত কয়েকদিনের টানা বর্ষণে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতল। একদিকে যখন লিস নদীর বাঁধ ভেঙে হু হু করে জল ঢুকছে মালবাজার মহকুমার সাউগাঁও বস্তিতে। অন্যদিকে ঠিক সেইসময়ই ধ্বসে বিধ্বস্ত সড়ক যোগাযোগ। বৃষ্টির জেরে ব্যাহত ডুয়ার্স রুটে ট্রেন চলাচলও।

সাউগাঁও বস্তিতে বহু মানুষ জলবন্দি। তাঁদের ত্রাণ দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, ফি বছরই বর্ষায় লিস নদীর বাঁধ ভেঙে জল ঢোকে তাঁদের বস্তিতে। তখনকার মতো ত্রাণ দেওয়া হয়। কিন্তু স্থায়ী কোনও সমাধান হয় না।

ডুয়ার্সের ওদলাবাড়ির কাছে রেলের আন্ডারপাস জল জমায় ডুয়ার্স রুটের চলাচলও ব্যাহত। ঘুরপথে শিলিগুড়ি থেকে এনজেপি, জলপাইগুড়ি হয়ে আলিপুরদুয়ারে পাঠানো হচ্ছে ট্রেনগুলোকে। আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া কালজানি, ডিমা ও নোনাই নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় বৃষ্টিতে জমা জল নদীতে পড়তে পারছে না। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে পুর প্রশাসন। তিত, বাঙ্গরি ও হাউরি নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় ফের বিচ্ছিন হয়ে পড়েছে টোটোপাড়া। এছাড়া ভুটান পাহাড়েও বৃষ্টি হচ্ছে বলে জানা গেছে। আগামি আটচল্লিশ ঘণ্টায় ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এই মরসুমে সব থেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছে আলিপুরদুয়ারের হাসিমারাতে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে সেচ দফতর।

সেবকে ধ্বস নামায় শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সিকিম ও দার্জিলিঙের। ধ্বস সরানোর কাজ চলছে। আজ সকালে লিস নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে মালবাজারের বিস্তীর্ণ এলাকা। তিস্তায় জল বাড়ায় জারি করা হয়েছে হলুদ সংকেত। পাহাড় ও সমতলের বিস্তীর্ণ এলাকার ব্যাহত স্বাভাবিক জনজীবন। লিস নদীর নবনির্মিত রেলওয়ে আন্ডারপাসের পিলার ধসে রেললাইনের মাটি সরে যাওয়ায় ডুয়ার্স রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজে নেমেছে রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। আলিপুরদুয়ার জেলা সেচ দফতরের নির্বাহী বাস্তুকার নীরজ কুমার সিং জানান, 'কোনও নদীতে এখনও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে আমরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমরা প্রস্তুত আছি'।

কিছুদিন আগে ধ্বসের ফলে কার্শিয়াং ও দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেন পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ ছিল রংপং-কার্শিয়াং রুটে যান চলাচলও। এবার ধ্বসের ফলে সিকিমের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের। শুধু সিকিম নয়, ডুয়ার্স ও কালিম্পং সহ একাধিক এলাকার সঙ্গে শিলিগুড়ির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বাগরাকোট-ডামডিমের মধ্যে লাইনে ধ্বস নেমছে। তার ফলে বাতিল হয়েছে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ৮টি প্যাসেঞ্জার সহ একাধিক ট্রেন। ঘুরপথে চলছে আপ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস।

গত ৪৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে টানা বৃষ্টি চলছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। উত্তরবঙ্গের জন্য ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে এখনও। আর এই বৃষ্টির কারণেই বিভিন্ন এলাকায় ধ্বস নামছে বলে খবর। বৃহস্পতিবার সকালে ছয়ের পাতায় দেখুন

নববধূর মুখে বিষ ঢেলে হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ জুলাই।। রাজ্যে গৃহবধূ নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। এ ধরনের ঘটনা রোধের গৃহীত ব্যবস্থাটি পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথেষ্ট নয়। গোমতী জেলায় রুমা দাস নামে আরও এক গৃহবধূকে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা বিষ খাইয়ে হত্যা করেছেন। স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ি এবং ননদ মিলে গৃহবধূকে পরিকল্পিতভাবে বিষ খাইয়ে হত্যা করল। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে গোমতী জেলার অমরপুরের রাঙামাটি এলাকায়। মৃত গৃহবধূর নাম রুমা দাস, স্বামীর নাম ঝুলন দাস।

জানা যায় সামাজিক প্রথায় রুমা ও ঝুলনের বিয়ে হয়েছিল। ঝুলনের পছন্দমতো বিয়ে হলেও শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা নববধূকে পছন্দ করতেন না। সে কারণেই তার উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন শুরু হয়। বিষয়টি গৃহবধূ রুমা গত ৮ জুলাই ফোন করে বাপের বাড়িতে জানিয়েছিল। ১০ জুলাই সকাল নাগাদ তাকে বিষ খাইয়ে ছয়ের পাতায় দেখুন

ভুয়ো ডিগ্রি মামলা

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.): ভুয়ো ডিগ্রি মামলায় তৃণমূল সাংসদ তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমন পাঠাল দিল্লির একটি বিশেষ আদালতঊ তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভুয়ো ডিগ্রির মামলা করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী স্বার্থক চতুর্বেদীঊ আগামী ২৫ জুলাই আদালতে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অভিষেককে। ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভুয়ো ডিগ্রি মামলা করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী স্বার্থক চতুর্বেদীঊ সেই মামলার প্রেক্ষিতেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমন পাঠিয়েছে দিল্লির একটি বিশেষ আদালতঊ আগামী ২৫ জুলাই অভিষেককে আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছেঊ তবে, ওই দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো আদালতে হাজিরা দেবেন কিনা, সে বিষয়ে এখনই পর্যন্ত কিছুই জানা যায়নি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।